জাহেলিয়াতের তিমিরে আচ্ছাদিত ও দাজ্জালী ফেতনায় নিপতিত
পথহারা উম্মাহকে সঠিক পথে উদ্ভাসিত করতে...

আঁধার রাতের আলো

মুফতি আলাউদ্দীন
[হাফিজাহুল্লাহ]

ভূমিকা

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি রাব্বিল মুজাহিদীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আমীরিল মুকাতিলীন। আম্মা বা'দ,

যুগ পরম্পরায় চলমান ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে যে বিষয়টি দারুনভাবে কষ্ট দেয়, মন ব্যথিত হয়, তা হচ্ছে; সর্বকালেই ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে, মুসলিম জাতির মধ্যে দলাদলি/বিভক্তি সৃষ্টি করে ধর্মীয় ও আর্থিক দিক দিয়ে মুসলিম জাতিকে দূর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে উম্মাহর যথাযথ মনোযোগহীনতার সুযোগে তারা কিছু নামধারী, স্বার্থান্বেষী আলেম ও পীর-ফকিরকে বেছে নিয়েছে। যারা তাদের শিরকী-কুফরী চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে উম্মাহর মাঝে চতুরতার সাথে ঢুকিয়ে দেয়ার মারাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে।

কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে সমাজকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিচ্ছে। সর্বমহলে ইসলামী বিধানের উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রবণতা মারাত্মকভাবে শুরু হচ্ছে। ফলে উম্মাহ যেন সঠিক ধর্মের স্বকীয়তা হারিয়ে ভিন্ন কোন জাতিতে পরিণত হচ্ছে। উম্মাহ আসল শত্রুর মোকাবেলার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে নিজেদের মাঝে কাঁদা ছোড়াছোড়ি ও বিরোধ উসকে দিতেই বেশি আগ্রহী। উম্মাহর রাহবার আলেম শ্রেণীর মাঝেও ইসলামের মৌলিক বিষয় ঈমান-আকীদা রক্ষার পরিবর্তে মুসলমানদের মধ্যকার শাখাগত মতবিরোধকে উসকে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠার লালসাই প্রকট হয়ে ওঠেছে। একদিকে উম্মাহ নিজেদের আভ্যন্তরীন মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে বহিরাগত সবরকম আগ্রাসনের দরজা উন্মোক্ত হয়ে পড়ছে। সেখানে না আছে কোন দারোয়ান, নাকিব, বা কোন প্রহরী।

আজ মুসলিম উম্মাহ যেন ফিতনার ঘোর আঁধারে পথহারা পথিক। আর এ পথভোলা পথিককে সঠিক পথের সন্ধান দিতেই **"আঁধার রাতের আলো"** নামক বইয়ের আত্মপ্রকাশ। আশা করি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত দয়া ও সাহায্যে এই বইটি মুসলিম উম্মাহর মাঝে সত্য সন্ধানী চোখগুলোকে সঠিক পথের দিশা দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই বইটি তার উদ্দেশ্য পূরণে শতভাগ সফল হোক। মহান রব্বে কারীমের

দরবারে এই মিনতিই করি। এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম প্রার্থনা করি ঐ সকল ভাইদের জন্য যারা বিভিন্ন উপায়ে আন্তরিকভাবে মেহনত করে বইটি আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে।

দুনিয়াবী ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার দরুণ বইটির পেছনে বেশী সময় ব্যয় করতে পারিনি। এটা আমারই দূর্বলতা। পাঠক মহলে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেয়ার সকৃতজ্ঞ পৃতিশ্রুতি রইলো। পাঠকদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ রইলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়, দ্বীনী খিদমত হিসেবে, এর প্রচার প্রসারের নিয়তে নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে একত্র হয়ে আনন্দ ফূর্তি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

ইন্‌তিসাব

যারা দ্বীনের খাতিরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ই'লায়ে কালিমাতিল্লাহ করতে চায়, যেন হাশরের মাঠে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তমাখা দেহ নিয়ে রবের সামনে হাজির হয়ে বলতে পারে, "ইয়া রব্ব! দ্বীনের ক্রান্তিলগ্নে ঘরের কোনে বসে না থেকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়া বিসর্জন দিয়েছি। আজ আমাদের ক্ষমা করে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।" তাদের বিজয় ও মর্যাদা বুলন্দির প্রত্যাশায়।

বিনীত
আলাউদ্দীন

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿٩٧﴾

অর্থ. পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে, তাকে আমি অবশ্যই আনন্দময় জীবন দান করবো। এবং তাদেরকে নিজ নিজ আমলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।

[সূরা নাহল-৯৭]

সূচীপত্র

বিষয়	নাম্বার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عنْ عِمْران بْنِ حُصيْن قال قال رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم لا تزالُ طائِفةٌ مِنْ أُمّتِي يُقاتِلُون على الْحقِّ ظاهِرِين على منْ ناوأهُمْ حتّى يُقاتِل آخِرُهُمُ الْمسِيح الدّجّال

অর্থ. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাফেরদরে বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে।

[সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১২৫]

بسم الله الرحمن الرحيم

খাঁটি ঈমানই নাজাতের চাবিকাঠি

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ও আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো "ঈমান"। সারা জীবনের সকল নেক আমল কবুল হওয়াটা নির্ভর করে নির্ভেজাল ঈমানের উপর। ঈমান যদি কুফর-শিরক মুক্ত ও খালেছ হয়, কেবল সেই ঈমানই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। সফল হবে তার জীবন, পাবে চিরস্থায়ী সুখময় জান্নাত, উপভোগ করতে পারবে জান্নাতী নায নেয়ামত।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

অর্থ. পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে, তাকে আমি অবশ্যই আনন্দময় জীবন দান করবো। এবং তাদেরকে নিজ নিজ আমলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। [সূরা নাহল-৯৭]

আর যদি ঈমান হয় কুফর-শিরক যুক্ত, সে ঈমান মহান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। ব্যর্থ হবে তার জীবন, যাবে চিরস্থায়ী শাস্তির জাহান্নামে, ভোগ করতে হবে জাহান্নামের কষ্ট আযাব। সে কখনোই আল্লাহর সাহায্য পাবেনা।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥﴾

অর্থ. যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে, তার জীবনের সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে। এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরুপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা মায়েদা-৫]

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

অর্থ. যে ব্যক্তি আল্লাহর জাত (সত্তা) ও সিফাতের (গুণাবলী) সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা মায়েদা-৭২]

এ কেমন আজীব মুমিন!

বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিজেকে ঈমানদ্বার দাবী করে। মন্দির উদ্ভোধন করে, মূর্তীর প্রশংসা করে, দলের মুহাব্বতে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরদ্ধে কথা বলে, বলাকে সমর্থন করে, ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষাবলম্বন করে, মহান আল্লাহর স্পষ্ট বিধান ও রাসূলের উত্তম আদর্শকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে, কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করে, খাঁটি মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন রচনা করে, কুফরী গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ ধারক-বাহক হয়ে, দর্গা বা মাজারে মান্নত বা সিজদা করে, আল্লাহর জাত (সত্বা) ও ছিফাত (গুণ) এর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির, গায়েবের খবরদার, মাটির সৃষ্টি নয়; নূরের সৃষ্টি ইত্যাদি আরো বহু ভ্রান্ত আকিদা রেখেও নিজেকে ঈমানদার দাবী করে।

ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা জানা আবশ্যক

এর কারণ হলো, তাদের কাছে ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা বা পরিচয় জানা নেই। ফলে ভ্রান্ত পথে থেকেও নিজেকে ঈমানদার হিসাবে জানে। অতএব আমলের পূর্বে ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা ও পরিচয় জানা একান্ত জরুরী। ঈমান কাকে বলে? তার অনুষঙ্গ কি? এই সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো, ঈমানের শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাস করা"। পরিভাষায় ঈমান বলা হয়,

أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان

ওহীয়ে মাতলু অর্থাৎ কুরআনের প্রত্যেক আয়াত এবং ওহীয়ে গায়রে মাতলু অর্থাৎ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি সহীহ হাদীসকে সন্দেহাতীতভাবে সত্যরূপে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখ দ্বারা স্বীকার করা ও সেই অনুযায়ী (সুন্নত তরিকায়) আমল করা।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কছে যেই শরীয়ত এনেছেন (কুরআন, হাদিস) তা গ্রহণ কর। আর যা হতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। [সূরা হাশর-৭]

وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ۝۴۶

অর্থ. তোমরা বলো, আমরা ঈমান আনলাম তার উপর যা আমাদের ও তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের ইলাহ একজনই। আমরা তার সকল বিধানের সামনে আত্মসমর্পণকারী। [সূরা আনকাবুত-৪৬]

পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকুল, সর্বাবস্থায় ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ۝۱۱۲ وَ لَا تَرْكَنُوْۤا اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِیَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ۝۱۱۳

অর্থ. আপনি দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তাওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকুক। তোমরা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। আর তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ করবে। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের

আর কোন অভিভাবক নেই। (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক বানালে) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। [সূরা হুদ- ১১২-১১৩]

ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তার তাৎপর্য

ইস্তিকামাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, কোনো দিকে একটুও না ঝুঁকে একেবারে সোজা দাড়িয়ে থাকা। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ও সকল ঈমানদারকে সর্বকাজে, সর্বাবস্থায় ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তা অবলম্বন করার জন্য উক্ত আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইস্তিকামাত শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে আকাইদ, ইবাদাত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বানিজ্য, আয়-ব্যয়, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত গন্ডিতে থেকে তারই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে গরিমসি করা, বাড়াবাড়ি করা, ডানে বামে ঝুকে পড়া ইস্তিকমাতের পরিপন্থি।

দুনিয়ায় যত গোমরাহি ও পাপাচার দেখা যায়, তার সবই ইস্তিকামাত থেকে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকাইদ তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তিকামাত না থাকলে মানুষ বেদয়াত হতে শুরু করে কুফর-শিরকে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাওহীদ, আল্লাহর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন-পরিবর্ধনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে। তা তার নিয়্যত যতই ভালো হোক না কেন।

অনুরূপভাবে নবি ও রাসূল (আলাইহিমুস সাল্লাম)-গণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে সীমারেখা লংঘন করে বেশী শ্রদ্ধা করাও চরম পথভ্রষ্টতা। কোন রাসূলকে খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খৃষ্টানরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিপদগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে ও রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তাতে কোনরূপ বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি মানুষকে ইস্তিকামাত হতে বিচ্যুত করে, বেদআতে লিপ্ত করে। আর সে

আপন কল্পনা বিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছি, অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তায়ালার বিরাগ ভাজন হতে থাকে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُمۡ بِالۡاَخۡسَرِيۡنَ اَعۡمَالًا ﴿۱۰۳﴾ اَلَّذِيۡنَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَ هُمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ يُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا ﴿۱۰۴﴾

অর্থ. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ লোকদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো, যারা কর্মে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ! এরাই হল এমন লোক যাদের প্রচেষ্টা দুনিয়াবি জীবনে নষ্ট হয়েছে। অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করছে। [সূরা কাহাফ-১০৩-১০৪]

এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে বেদয়াত হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বেদয়াতকে চরম গোমরাহি বলে অবহিত করেছেন। অতএব প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কাজ আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসেবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহক্বীক্ব (যাচাই) করে জানতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) উক্ত কাজ এভাবে করেছেন কিনা? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের সময় ও শ্রম ব্যয় করা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ مَنۡ يَّبۡتَغِ غَيۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِيۡنًا فَلَنۡ يُّقۡبَلَ مِنۡهُ ۚ وَ هُوَ فِي الۡاٰخِرَةِ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ﴿۸۵﴾

অর্থ. যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবি, তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ীনদের ইসলাম ছাড়া) অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করবে, তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। [সূরা আল ইমরান-৮৫]

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআনে কারীমের নির্দেশিত মূলনীতিগুলি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তবে রূপায়িত করে সঠিক মধ্যমপন্থা নির্ধারণ করে

দিয়েছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব-শত্রুতা, ধৈর্য-ক্রোধ, দানশীলতা-কৃপণতা, মিতব্যয়-অপব্যয়, উপার্জন-খরচ, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহর উপর ভরসা, সম্ভাব্য চেষ্টা তাদবীর করা, আব্যশকীয় উপায় উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ঈমানদারদেরকে এক নজির বিহীন মধ্যমপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা অবলম্বন করেই একজন মানুষ সফল হতে পারে।

সারকথা. জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের অনুস্বরণই হল ইস্তিকামাত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, পূর্ণ কোরআনে পাকের মধ্যে উক্ত আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাযিল হয়নি। তিনি আরো বলেন, একবার সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ি মোবারকের কয়েক গুচ্ছ পেকে গেছে দেখতে পেলেন। তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বললেন ইস্তিকামাতের নির্দেশই ছিল বার্ধকের কারণ।

শুধু আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তাই যথেষ্ট নয়; বরং আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও সংশয়হীন দৃঢ় বিশ্বাসও একান্ত জরুরী। কেননা ঈমান তো অবিচল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। তাতে সংশয় ও দোদুল্যমানতার অবকাশ নেই। ঈমানের বিষয়ে যদি সংশয় থাকে, বিশ্বাসে দৃঢ় না হয়, তাহলে তা ঈমান হয় কীভাবে?

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ

اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

অর্থ. তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনে পরে সন্দেহ পোষণ করেনা। এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। তারাই হলো সত্যনিষ্ঠ। [সূরা হুজুরাত-১৫]

সংশয় ও দোদুল্যমানতা কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট, এটা মুমিনের বৈশিষ্ট হতে পারে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لايستأذنك الّذين يؤمنون بالله و اليوم الاخر ان يّجاهدوا باموالهم و انفسهم ط و الله عليمٌ بالمتّقين۝ انّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون بالله و اليوم الاخر و ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون۝

অর্থ. যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার নিকট অব্যাহতি পাওয়ার পার্থনা করবে না। আপনার নিকট অব্যাহতি শুধু তারাই প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে না এবং যাদের হৃদয় সংশয়যুক্ত। তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। [সূরা তাওবা-৪৪-৪৫]

শরীয়তে স্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়ে বিকৃতি/ অপব্যাখ্যা অস্বীকারেরই নামান্তর

ইসলামী আকাইদ ও বিধি-বিধান সমূহ অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করা যেমন কুফরী, তেমনি এগুলোর কোন একটির এমন কোন ব্যাখ্যা করাও সরাসরি কুফরী, যার দ্বারা তার প্রকৃত অর্থই বদলে যায়। কোন কিছুর অপব্যাখ্যা ও অর্থের বিকৃতি হচ্ছে ঐ বিষয়টি অস্বীকারের ভয়বহতম প্রকার। ইসলামী আকীদা ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থেই ঈমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোন অর্থ নির্ধারণ করে বা কোন বেদ্বীনের উদ্ভাবিত অর্থ গ্রহণ করে ঈমানের দাবি করা সম্পূর্ণ ঝিনদিকী ও সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

যেখানে কোন বিধান ও বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকে অসংখ্য মু'মিনের সুসংহতসূত্রে চলে আসছে, প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহর ইজমা ও ঐক্যমত বিদ্যমান আছে, সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কারণ, সেখানে সেই অর্থই নিশ্চিত ও নির্ধারিত। সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অর্থ হলো, অকাট্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার করা।

যেমন কেউ বললো, নামাজ সত্য কিন্তু; আসল নামাজ তা নয় যা মুসলমানরা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করে। আসল নামাজ তো মনের

নামাজ, যা দোয়ার অর্থে এসেছে। যে তা আদায় করতে পারে তার দেহের নামাজের প্রয়োজন নেই (নাউযুবিল্লাহ)। কিংবা বললো ইসলাম মানে শান্তি, বিধায় ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। তাতে যুদ্ধ নেই, সংঘাত নেই, রক্তপাত নেই, মারামারি নেই। অতএব যারা ধর্মীয় উন্মাদনায় প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধ, জিহাদ, গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতি আক্রমণ করার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতিশাধন করে তারা সন্ত্রাস। আর এ সন্ত্রাসী কর্যকলাপকে ইসলাম সমর্থন করেনা। কিংবা বললো, স্বশস্ত্র জিহাদের তুলনায় নফসের জিহাদই বড় জিহাদ। অতএব ছেট জিহাদের (অস্ত্রের) প্রতি মনোনিবেশ না করে বড় জিহাদে অর্থাৎ নফসের কন্ট্রলের দিকে আত্মনিয়োগ করা উচিৎ। একথা বলে শসস্ত্র জিহাদকে অস্বীকার করে।

কিংবা বললো, জিহাদ অর্থ চেষ্টা। সুতরাং আমরা মিছিল-মিটিং, হরতাল-অবরোধ, দাওয়াত-তাবলীগ, দরস-তাদরীস ও লিখনীর মাধ্যমে দ্বীন বিজয়ের চেষ্টা করছি। অতএব, আমরা তো জিহাদের মধ্যেই আছি। তাই শসস্ত্র জিহাদের প্রয়োজন নেই। কিংবা বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত মাটির তৈরী মানুষ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী; মাটির তৈরি নয়। কিংবা বললো, আল্লাহ যেমন গায়েব জানেন, নবীও তেমন গায়েব জানেন। কিংবা বললো, আল্লাহ যেমন একই সময়ে সব জায়গায় হাজির-নাজির, তদ্রুপ নবীও একই সময়ে সব জায়গায় হাজির-নাজির।

তো এই সকল কুফরী ব্যাখ্যা এবং এ জাতীয় আরও আসংখ্য ব্যাখ্যা আছে, যার দ্বারা ইসলামের অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা হয়। আর এ অস্বীকারকে গোপন করার জন্য অপব্যখ্যা করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও ভয়াবহ প্রকারের কাফির মুলহিদ, যিন্দীক, ও মুনাফিকের সারিতে অন্তর্ভূক্ত করে।

আল্লাহ তায়ালার এই ধমকি বাণীর প্রতি গভীরভাবে নজর দেওয়া উচিৎ, যাতে সংশোধনের পথ খুলে যায়-

اِنّ الّذِيْن يُلْحِدُوْن فِيْٓ اٰيٰتِنا لا يخْفوْن عليْنا ؕ افمنْ يُّلْقٰى فِي النّارِ خيْرٌ امْ مّنْ يّاْتِيْٓ اٰمِنًا يّوْم الْقِيٰمةِ ؕ اِعْملُوْا ما شِئْتُمْ ۙ اِنّهٗ بِما تعْملُوْن بصِيْرٌ ۝٤٠

অর্থ. যারা আমার আয়াতসমূহকে (অপব্যাখ্যার মাধ্যমে) বিকৃত করে, তারা আমার আগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর। তোমরা যা কিছু কর তিনি সেগুলোর সম্যক দ্রষ্টা। [সূরা হা-মীম আস-সাজদা-৪০]

দ্বীনকে অপব্যাখ্যা হতে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সর্বসম্মত পথ অনুস্বরণ করাকে মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন। মুমিনদের সর্বসম্মত পথ থেকে বিচ্যুতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধাচারণ স্বাব্যস্ত করেছেন। একে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামী আকীদা ও বিধি-বিধানের এমন অপব্যাখ্যাকারীর ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বিষয়টি মহান আল্লাহর নিম্নে বর্ণিত বাণীর প্রতি দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বোঝা যায়-

ومنْ يُّشاقِقِ الرّسُوْل مِنْۢ بعْدِ ما تبيّن له الْهُدٰى و يتّبِعْ غيْر سبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْن نُوِلّهٖ ما تولّٰى و نُصْلِهٖ جهنّم ؕ وساءتْ مصِيْرًا ﴿١١٥﴾

অর্থ. কারো নিকট হিদায়াতের বাণী স্পষ্ট হওয়ার পরে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, মুমিনদের পথের বিপরীত পথে চলে, তাহলে যে দিকে সে যেতে চায় সে দিকেই তাকে পরিচালিত করবো। এবং সবশেষে তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিব। তা কতোইনা মন্দ আবাসস্থল। [সূরা নিসা-১১৫]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন-

أيْ: ومنْ سلك غيْر طرِيقِ الشّرِيعةِ الّتِي جاء بِها الرّسُولُ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم، فصار فِي شِقّ

অর্থ. যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত শরীয়ত ছাড়া অন্যকোন পথে চলল, সেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

অনৈসলামিক পন্থায় ইসলাম কিভাবে আসবে? সে তো শুরুতেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পন্থা থেকে সরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধাচরণের রাস্তা গ্রহণ করেছে। দুনিয়া ও আখিরাতে কে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

ইবনে জরীর তাবারী রহ. উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

"ومن يشاقق الرسول"، ومن يباين الرسول محمدًا صلى الله ع يه وس م، معاديًا له، فيفارقه على العداوة له (١) ="من بعد ما تبين له الهدى"، يعني: من بعد ما تبين له أنه رسول الله، وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم=" يتبع غير سبيل المؤمنين"، يقول: ويتبع طريقًا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجًا غير منهاجهم، لك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم

অর্থ......ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্যকোন পথে চলা, তাদের নীতি ছেড়ে অন্যকোন নীতি গ্রহণ করা, এটাই আল্লাহর সাথে কুফরী। কেননা ঈমানদারদের পথ ও নীতি বহির্ভূত চলাই আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফরীর নামান্তর।

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اى غير ما هم عليه أجمعون من اعتقاد او عمل ولا بأس بمخالفة البعض إذا وافق البعض لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم نُوَلِّهِ ما تولّى اى نجعله فى الدنيا واليا لما تولى من الضلال ونخلى بينه بين ما اختاره من الكفر

অর্থ.........যে গোমরাহী তারা অবলম্বন করেছে, আমি দুনিয়ার মধ্যে ঐ গেমরাহীর দিকে তাদের ছেড়ে দেই এবং তার ও তার পছন্দ করা কুফরীর মাঝে তাকে ছেড়ে দেই।

نُوَلِّهِ ما تولّى এর ব্যাখ্যা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, যখন কেউ এই শরীয়ত ছাড়া অন্য পথে চলে, তখন আমি তাকে সে পথেই চলতে দেই। তার অন্তরে সে পথকে সুন্দর বানিয়ে দেই ও সুসজ্জিত করে দেই। এটা মূলত ক্ষণিকের জন্য অবকাশ দেই।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۴۴

অর্থ. আমাকে এবং এই বানীকে যারা মিথ্যা বলেছে, তাদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে এমন ভাবে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবো যে, তারা জানতেও পারবে না। [সূরা ক্বালাম-৪৪]

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۭ

অর্থ. যখন তারা বক্র পথে চলল, তখন মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। [সূরা সাফ্‌ফ-৫]

সাহাবী যুগে অপব্যাখ্যাকারীর শাস্তি

অপব্যাখ্যার ব্যাপারে ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী রহ. তার "শরহে মা'আনিল আছার" কিতাবে আলী (রাযি.) এর বর্ণনা নকল করেছেন। যার বিভিন্ন বর্ণনার কয়েকটি ফাতহুল বারীতে 'হদ্দুল খমর' অধ্যায়ে রয়েছে। হযরত আলী (রাযি.) বলেন, যখন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.) শামের আমীর ছিলেন। তখন শামের কিছু লোক এই বলে মদপান শুরু করলো যে, আমাদের জন্য তো মদ হালাল। প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াতটি পেশ করলো-

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا

অর্থ. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা যা আহার করেছে তাতে কোন পাপ নেই। [সূরা মায়েদা-৯৩]

তখন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.) এই ফিতনা সম্পর্কে হযরত ওমর (রাযি.) কে অবহিত করলেন। খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাযি.) তৎক্ষনাৎ ইয়াযিদকে লিখে পাঠালেন,"এ লোকেরা ভ্রষ্টতা ছড়ানোর পূর্বেই তাদেরকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পঠিয়ে দাও।" যখন তাদেরকে বন্দি করে ওমরের (রাযি.) কাছে উপস্থিত করা হলো। হযরত ওমর (রাযি.) সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে এদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। সকল সাহাবয়ে কেরাম (রাযি.) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্বান্ত দিলেন যে, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমাদের মতামত হল, যেহেতু এরা আয়াতের অপব্যাক্ষা করে মহান আল্লাহর উপর অপবাদ দিয়েছে, এমন বস্তুকে

হালাল বানিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা কখনো দেননি, অতএব তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। আপনি এদের সকলকে হত্যা করে দিন।

হযরত আলী (রাযি.) চুপ ছিলেন। তাই ওমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মতে এ লোকদের এমন বিশ্বাস থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হোক। যাদি তারা তাওবা করে, তাহলে তাদেরকে মদ পানের শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেয়া হোক। আর যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে তাদেরকে (মুরতাদ হিসেবে) হত্যা করা হোক। কারণ তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং ইসলামের এমন বস্তুর বৈধতা দিয়েছে যার অনুমতি মহান আল্লাহ তায়ালা দেননি। অতঃপর এই রায়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত হলেন। এবং ওমর (রাযি.) তাদেরকে তাওবা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাওবা করে নিল তাদের মদপানের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত করা হল।

অতএব এই ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে; ঈমান, আকাইদ ও শরীয়তে স্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়ে বিকৃতি সাধন ও অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং অপব্যাখ্যা থেকে বাঁচার জন্য সাবিলুল মু'মিনীন তথা সাহাবাদের পথের অনুস্বরণ একান্তই জরুরি। কিন্তু এই মানদন্ড মুনাফিকদের কাছে পছন্দনীয় নয়। তারা ঈমানের দাবি করে, কিন্তু মু'মিনদের মতো ঈমান আনেনা। নিজেদের খেয়াল-খুশি ও সুবিধামত ঈমান আনে। আর মু'মীনদেরকে মনে করে বুদ্ধিহীন। বর্তমানে এই মানষিক প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾

অর্থ. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক (সাহাবাগণ) ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আনয়ন কর। তখন তারা বলে, নির্বোধরা যেমন ঈমান এনেছে, আমরাও কি তাদের মত ঈমান আনব?

জেনে রাখ! তারাই আসলে নির্বোধ, কিন্তু (তারা যে নির্বোধ) তা তারা জানে না। যখন তারা মু'মীনদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নির্জনে তাদের দুষ্ট নেতা ও শয়তানের সাথে সাক্ষাত করে, তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো মুমিনদের সাথে ঠাট্টা করি। মহান আল্লাহও তাদের সাথে তামাশা করেন। এবং তাদেরকে নিজেদের অবাধ্যতায় ভ্রান্ত হয়ে ঘুরার জন্য (কিছুদিনের জন্য) অবকাশ দেন। [সূরা বাকারা-১৩-১৫]

ঈমান ও ইসলাম; রোকন ও শর্ত

ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে বিধায় ঈমানটা হলো রোকন। কেননা ভিতরের বস্তুকে রোকন বলা হয়। আর ইসলামের সম্পর্ক যেহেতু বাহ্যিকভাবে জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে, তাই ইসলামটা হল শর্ত। কেননা শর্ত বলা হয় বাহিরের বস্তুকে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

অর্থ. মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি। বরং বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্যও কমানো হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। [সূরা হুজুরাত-১৪]

শানে নুযূল. ইমাম বাগভী রহ. বলেন, এ বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি নাযিলের ঘটনা এই যে, বনী আসাদের কতিপয় লোক চরম দুর্ভিক্ষের সময় মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তর্গতভাবে মু'মিন ছিলনা। শুধুমাত্র দান খয়রাত পাওয়ার লোভে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল। বাস্তবে মুমিন না হওয়ার কারণে ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদিনার পথে ঘাটে তারা মলমূত্র, আবর্জনা ছড়িয়ে দিল। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির

মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা মুসলমান হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল, অন্যান্য লোক দীর্ঘকাল আপনার সাথে অনেক যুদ্ধ করেছে অতঃপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেয়া দরকার। এটা ছিল রাসূলের শানে একপ্রকার ধৃষ্টতা।

এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পিছনে মুসলমানদের সদকা, দান খায়রাত লাভ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঈমানের মিথ্যা দাবী করেছিল। এবং দাবীকে সত্য প্রমাণ করার জন্য কিছু কাজ কর্ম মুসলমানদের মত করে যাচ্ছিল। তাই কোরআন তাদের অভ্যন্তরীন অবস্থা প্রকাশ করে বলছে, তোমাদের "ঈমান এনেছি" বলা মিথ্যা। তোমরা বড়জোড় বলতে পার "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।" কেননা ইসলামের শাব্দিক অর্থ 'বাহ্যিক কাজ কর্মে আনগুত্য করা।' আর তারা তা করেছিল বিধায় শাব্দিক অর্থে ইসলাম গ্রহণ করেছি বলা শুদ্ধ ছিল।

কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের একই অর্থ। ঈমান হলো আল্লাহর হুকুম আহকাম আন্তরিকভাবে মহব্বতের সাথে বিশ্বাস করা। আর ইসলাম হল আল্লাহর হুকুমের সামনে জবান দ্বারা স্বীকারুক্তি ও অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা তা বাস্তবায়নের নাম। ঈমান ও ইসলাম রোকন ও শর্ত হিসাবে শুরু ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জিন্‌স (প্রকার)। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছায়। আর ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলাম একটি আপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান যেমন ইসলাম ব্যতিত ধর্তব্য নয়, তেমনি ইসলামও ঈমান ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়।

শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যাক্তি মুমিন হবে কিন্তু মুসলিম হবে না, আবার মুসলিম হবে কিন্তু মুমিন হবে না। বিধায় ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ হলো, বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করবে ও তার প্রতিটি আদেশ কায়মনোবক্যে মেনে নিবে। নিজের বিপক্ষে গেলেও মানবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর তার বিধানের প্রতি আপত্তি, এ দু'টি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান ও তার আদর্শের উপর আপত্তি একত্র হতে পারে না।

কোরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোন আয়াত বা বিধানের প্রতি আপত্তি কখনো একত্র হতে পারে না ।

মুমিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে সমর্পণ, সংশোধন ও খোদাভীতি ।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

অর্থ. আপনি বলুন, আল্লাহর দেখানো পথই হচ্ছে সঠিক পথ । আর আমাদেরকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে সারা জাহানের প্রতিপালকের (হুকুমের) সামনে আত্মসমর্পনের জন্য । [সূরা আনআম-৭১]

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

অর্থ. হে আদম সন্তান! স্বরণ রাখ, যখন তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে কোন রাসূল আগমন করে আমার আয়াতসমূহ শোনায়, তখন যারা আল্লাহকে ভয় করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে, তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না । তারা বিচলিতও হবে না । [সূরা আরাফ-৩৫]

শয়তানী ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়

আর শয়তান ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট হচ্ছে অস্বীকার, অহংকার ও বিপরীত যুক্তি প্রদান করা ।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

অর্থ. যখন আমি হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো । সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল । ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো । [সূরা বাকারা-৩৪]

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسۡجُدَ اِذۡ اَمَرۡتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡهُ ۚ خَلَقۡتَنِیۡ مِنۡ نَّارٍ وَّ خَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِیۡنٍ ﴿۱۲﴾ قَالَ فَاهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا یَكُوۡنُ لَكَ اَنۡ تَتَكَبَّرَ فِیۡهَا فَاخۡرُجۡ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِیۡنَ ﴿۱۳﴾

অর্থ. আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি তখন তোকে কিসে বাধা দিল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই। [সূরা আরাফ-১২-১৩]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, ইবলীস সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতো না; বরং স্বীকার করতো। কিন্তু মহান আল্লাহর একটি মাত্র আদেশ তার সম্মানের বিপক্ষে হওয়ার কারণে তাতেই সে আপত্তি করল ও অস্বীকার করল। যার ফলে সে কাফের ও মারদূদ হয়ে গেল। অথচ ইাবলীসের ভাবার বিষয় ছিল, তিনি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট। তিনি খালিক আমি মাখলুক। তিনি মাবুদ আমি আবেদ। সুতরাং তিনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন না অন্য বস্তু দ্বারা; এটা আমার দেখার বিষয় না, এটা স্রষ্টার ব্যাপার। দেখার বিষয় হল, আমার ও তার মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে, তিনি স্রষ্টা আর আমি সৃষ্ট। সুতরাং স্রষ্টা হিসেবে যে আদেশই করেন তা মেনে নেওয়া জরুরী। তা না করে সৃষ্ট হয়ে স্রষ্টার সামনে উল্টা যুক্তি দিল। ফলে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে গেল।

বর্তমানে ঠিক একই প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শুধু আল্লাহর বিধান আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, আরও এক ধাপ এগিয়ে কুরআনের শাসন ও জীবন ব্যবস্থা যারা চায় তাদেরকে বলছে জঙ্গী, সন্ত্রাসী। কুরআনের পক্ষে, খালেস তাওহীদের পক্ষে, রাসূলের পূর্ণ আদর্শের পক্ষে কথা বলাকে আখ্যা দিচ্ছে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ। আর কুরআনের বিপক্ষে আল্লাহর বিপক্ষে, রাসূলের বিপক্ষে, ইসলামের বিপক্ষে কথা বললে বলছে মুক্তমনা। পর্দাকে আখ্যা দিচ্ছে আবদ্ধকরণ ও স্বাধীনতা হরণ।

প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান ও ঈমানদার মনে করছে। তারা মারা গেলে জানাযা পড়ছে। অথচ আত্মসমর্পণ

ব্যতীত ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। এবং তা গ্রহণযোগ্যও হবে না। আত্মসমর্পণ না করে, কিছু লোক দেখানো ইবাদত; তথা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের কাপড় পরিধান করে ঈমানদার দাবী করা ঈমানের সাথে বিদ্রুপ বৈ কিছু নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ نَادٰۤی اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّۃِ اَنۡ اَفِیۡضُوۡا عَلَیۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَہُمَا عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۵۰﴾ الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا دِیۡنَہُمۡ لَہۡوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتۡہُمُ الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا ۚ فَالۡیَوۡمَ نَنۡسٰہُمۡ کَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ یَوۡمِہِمۡ ہٰذَا ۙ وَ مَا کَانُوۡا بِاٰیٰتِنَا یَجۡحَدُوۡنَ ﴿۵۱﴾

অর্থ. জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। যারা নিজেদেরকে প্রতারণা ও ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল। এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। [সূরা আরাফ-৫০-৫১]

وَ ذَرِ الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا دِیۡنَہُمۡ لَعِبًا وَّ لَہۡوًا وَّ غَرَّتۡہُمُ الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا وَ ذَکِّرۡ بِہٖۤ اَنۡ تُبۡسَلَ نَفۡسٌۢ بِمَا کَسَبَتۡ ٭ۖ لَیۡسَ لَہَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَلِیٌّ وَّ لَا شَفِیۡعٌ ۚ وَ اِنۡ تَعۡدِلۡ کُلَّ عَدۡلٍ لَّا یُؤۡخَذۡ مِنۡہَا ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ اُبۡسِلُوۡا بِمَا کَسَبُوۡا ۚ لَہُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِیۡمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِیۡمٌۢ بِمَا کَانُوۡا یَکۡفُرُوۡنَ ﴿۷۰﴾

অর্থ. যারা ধর্মকে খেল তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে, আপনি তাদেরকে বর্জন করে চলুন। কোরআন দ্বারা তাদেরকে পরোক্ষভাবে উপদেশ দিতে থাকুন। (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী নেই। যদি তার বিনিময়স্বরূপ দুনিয়া ভরপুর বস্তু দিয়েও আল্লহর শাস্তি হতে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে সেই বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। তারা এমন লোক যারা

নিজেদের কর্মদোষে আটকে গেছে। তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পনি ও যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আর এটা তাদের কুফরীর কারণে। [সূরা আনআম-৭০]

শরীয়ত বিরোধী মজলিস থেকে দূরে থাকতে হবে

উল্লেখিত আয়াতে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলো, যে কাজ নিজে করা গুনাহ সে কাজ যারা করে তাদের মজলিসে যোগদান করাও গুনাহ। ইমাম জাসসাস রহ. আহকামুল কুরআনে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "যে মজলিসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা বলা হয় এবং তা বন্ধ করা/করানো, কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশের সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۝۱۴۰

অর্থ. এবং কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করেছেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না। যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ পাল্টায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে সমবেত করবেন। [সূরা নিসা- ১৪০]

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল কোনটি ?

বর্তমানে ইসলামের সাইনবোর্ড লাগানো প্রচলিত যতগুলো দল আছে, তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়; বলুন তো হক্বপন্থি দল কোনটি ? তখন তারা প্রত্যেকে রঙিন যুক্তি দেখিয়ে সর্বাগ্রে নিজের দলের নাম বলবে যে, আমার দলই হক্বপন্থি। আবার প্রায়ই সাধারণ লোকজন -এমনকি ইসলামকে বিজয়ী রূপে পাওয়ার মন মানষিকতা সম্পন্ন মুসলিমগণও- এমন কথা বলে থাকেন যে, আমি সক্রিয়ভাবে কোন দলকে সমর্থন করি না। কারণ কোনটি

পরিপূর্ণ সঠিক দল, আল্লাহর প্রিয় দল, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তবে কোনটা সঠিক দল তার পরিচয় জানা একান্তই প্রয়োজন।

সান্তনার কথা এই যে, কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝٢٧

অর্থ. যে হিদায়াত (সঠিক পথ) পেতে চায়, তিনি অবশ্যই তাকে সঠিক পথ দেখাবেন। [সুরা রা'দ - ২৭]

এছাড়াও আল কোরআনে জোরালোভাবে বারবার ঘোষণা হয়েছে যে, এটা মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক। এতে সব ব্যাপারে সমাধান আছে, সকল ব্যাপারে খুটিনাটি বিবরণ না থাকলেও অন্ততঃ যেকোন ব্যাপারে আল কোরআনে মুলনীতি দেওয়া আছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢

অর্থ. এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই। এটা পরহেযগারদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী। [সূরা বাকারা-২]

এটা কিভাবে সম্ভব যে আল কোরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক; অথচ সেখানে কোন দল সঠিক ও ভাল, মুসলিমগণ কোন দলকে বেছে নিবে, সে ব্যাপারে কোন গাইড লাইন থাকবে না!!! আলহামদুলিল্লাহ! এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে দেননি; বরং সুস্পষ্টভাবে তার পছন্দনীয় দলের কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন, যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, কোন্ দল সত্য, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন্ দলকে মুসলিমদের সাপোর্ট করা উচিত।

এ কথা আমাদের সকলেরই জানা যে, বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহের কোন শাসকই মুসলমানদের শাসক নয়; এরা শুধুমাত্র মুসলিম ভূখন্ডের শাসক। তাই মুসলমানদের উপর চলমান জুলুম নির্যাতনে, আল্লাহর দ্বীন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অপমানে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা আপন দ্বীন থেকে ফিরে গেছে এবং অসংখ্য মানুষ তাদের ভ্রষ্টতার অনুস্বরণ করে চলছে। তাহলে দেখা যাক, মহান আল্লাহ তায়ালা অন্য কোন দলকে দাড় করিয়েছেন কিনা ? কারণ, আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে,

যখনই কোন দল সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তখনই এর স্থানে অপর এক দল দাড় করিয়ে দেন।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاِنۡ تَتَوَلَّوۡا یَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَیۡرَکُمۡ ۙ ثُمَّ لَا یَکُوۡنُوۡۤا اَمۡثَالَکُمۡ ﴿۳۸﴾

অর্থ. যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (নতুন প্রতিষ্ঠিতরা) তোমাদের মতো আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হবে না। [সূরা মুহাম্মদ-৩৮]

এক সময় বনী ইসরাঈলেরা হকের উপর ছিল। পরবর্তীতে যখন তারা হক্ব থেকে সরে দাড়ায়, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা অপর এক হক্ব দল দাড় করিয়ে দেন। ঠিক তেমনি ইসলামের যুগে যুগে, একেক সময় একেক দল সত্যের ঝান্ডা বহন করেছে। কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদিনা, কখনো কুফা, কখনো দামেস্ক, কখনো বাগদাদ, কখনো ইস্তাম্বুল। সুতরাং একটি দল সত্য থেকে বিচ্যুত হবার পর মহিমান্বিত আল্লাহ কীভাবে আরেকটি নতুন দল দাড় করাবেন? কী হবে তার পরিচয়? কী কী গুণ তাদের মাঝে থাকবে? এ সবকিছুর গাইড লাইন হিসাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ یَّرۡتَدَّ مِنۡکُمۡ عَنۡ دِیۡنِهٖ فَسَوۡفَ یَاۡتِی اللّٰهُ بِقَوۡمٍ یُّحِبُّهُمۡ وَ یُحِبُّوۡنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَعِزَّةٍ عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ ۫ یُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ لَا یَخَافُوۡنَ لَوۡمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِکَ فَضۡلُ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۵۴﴾

অর্থ. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর দ্বীন হতে ফিরে যাবে, অনতিবিলম্বে আল্লাহ তায়ালা (তাদের স্থলে) এমন এক দলকে নিয়ে আসবেন, **যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাঁরাও তাকে ভালবাসবে। তাঁরা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল, কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে, এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।** এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। এবং তিনি অধিক প্রশস্ত, প্রজ্ঞাবান। [সূরা মায়েদা-৫৪]

উক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে, একটি দল তার সত্য দ্বীন থেকে ফিরে গেলে তাদের পরিবর্তে আরেকটি দল নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

আর পূর্ববর্তী দলের পরিবর্তে যে দলকে আল্লাহ তায়ালা নিয়ে আসবেন, সেটা অব্যশ্যই ভাল ও আল্লাহর প্রিয় দল হবে। দুনিয়ার মানুষ তা স্বীকার করুক বা না করুক। কেননা, কোন ব্যক্তি যদি কোন উদ্দেশ্যে কিছু তৈরী করে, আর সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তাহলে তার পরিবর্তে যেটা তৈরী করবেন সেটা আবশ্যই ভাল, পছন্দনীয়, মন মুগ্ধকর করে তৈরী করবেন। যাতে আরও সুন্দরভাবে উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

আল্লাহর প্রিয় দলের বৈশিষ্ট সমূহ

এখানে মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় দলের ছয়টি বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট.

সেই দলকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন-

দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ব্যাপক হওয়ার কারণে হয়তো অনেকেই মনে করে থাকেন আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ ভালবাসাকে এমন একটি গুণের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন যে, ঐ গুণ যেখানে থাকবে, সেখানেই আল্লাহর ভালবাসা থাকবে। আর সেই গুণটি হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۝

অর্থ. নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালবাসেন যারা তার পথে সীসাঢালা সুদৃঢ় প্রচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে। [সূরা সফ্ফ-৪]

বাস্তবতা, বলুন তো! কোন্ দলটি এমন আছে, যাদেরকে নিঃশেষ করে দিতে বিশ্বের সমস্ত কুফুরী ও তাগুতি শক্তি একট্টা? যাদের বিরুদ্ধে একের পর এক হামলা চালানোই হচ্ছে? অথচ তারা গুহা থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে? যাদের সংখ্যা এক সময় খুবই কম (বদরী সাহাবীদের সংখ্যার কাছাকাছি) ছিল। আর এখন বিশ্বের প্রায় তেরটি অঞ্চলে শরীয়া প্রতিষ্ঠা করে কালিমার ঝাড়া উত্তোলন করেছে। এত কঠিন সময়ের পরও তাদের এভাবে বিস্তার লাভ করা তাদের প্রতি আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন নয় কি???

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট.

তাঁরাও আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসবে-

আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসা ও তার সাথে গভীর সম্পর্কের দাবীদার ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে,

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

অর্থ. আপনি বলে দিন, হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর কেবল তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্যকোন মানুষ নয়। তবে তোমরা (আল্লাহর জন্য) মৃত্যু কমনা কর যদি তোমরা (আল্লাহকে ভালবাসার দাবীতে) সত্যবাদী হও। [সূরা জুমু'আহ -৬, সূরা বাকারাহ - ৯৪]

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সকলেরই দাবী হলো, তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসে। তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যেমন ইয়াহুদীদের দাবী ছিল, তারাই আল্লাহর ভালবাসার পাত্র। তাদের সকলকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন। ওহে! তোমরা যারা আমার ভালবাসা ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবীদার! তোমরা আমার সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু কামনা করে দেখাও! যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও! কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আল্লাহকে ভালবাসা ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবীদারের অভাব নেই; কিন্তু আল্লাহর জন্য মৃত্যু কামনা করা মানুষের বড়ই অভাব। সকলেই বলে, বাঁচতে চাই; মরতে চাইনা।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, তাদের ভালবাসার দাবী করাটা লৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা ভলবাসার দাবীই হলো, আমি যাকে ভালবাসব আমার হৃদয়ের আসনে যাকে বসাবো, তার সন্তুষ্টিই হলো কামনা-বাসনা। তাকে খুশি করতে আমার অনুকুল-প্রতিকুল সব অবস্থায় তার কথা মেনে নিব। তার কথার বিরুদ্ধাচরণ করব না। তার ভালবাসার সামনে আমার ব্যক্তিত্ব মূল্যহীন।

যেমন, কোন ছেলে কোন মেয়েকে গভীরভাবে ভালবাসে। আর মেয়ে উক্ত ভালবাসার ভিত্তিতে যদি ছেলেকে অমানিশার ঘোর আঁধারে মধ্যরাতে কোন স্থানে দেখা করতে বলে। তখন ছেলে যদি প্রকৃতপক্ষে মেয়েকে

গভীরভাবে ভালবাসে, কালবিলম্ব না করেই তার ভালবাসার সামনে আপন অস্তিত্ব মূল্যহীন প্রমাণ করতে চড়াই উৎড়াই উপেক্ষা করে তার আদেশ পালনের জন্য ব্যাকুল উন্মাদ হয়ে উঠে।

ঠিক তদ্রুপ যদি কেউ আল্লাহকে ভালবাসে, তাহলে তার ভালবাসার দাবী হল তার সকল আদেশ–নিষেধ মেনে নেওয়া। তা যতই কঠিন থেকে কঠিনতর হোক না কেন। তার আদেশ নিষেধের সামনে আপন অস্তিত্ব মূল্যহীন প্রমাণ করতে সকল হুকুম পালনে সদা প্রস্তুত থাকা। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসা ও প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য একটা মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। আর তা হল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু কামনা করা। অথচ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে, আবার আল্লাহর জন্য মৃত্যু কামনা করাকে ঘৃণাভরে দেখে।

পৃথিবীতে এমন একটি দল আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু কামনা করে, তার পথে মৃত্যু (শহীদ) হওয়ার জন্য দোয়া করে, মানুষের কাছে দোয়া চায়। কাফিরদের কাছে মদ ও নারী যেমন প্রিয়; তাদের কাছে আল্লাহর জন্য মৃত্যু (শহীদ হওয়া) তার থেকেও বেশী প্রিয়।

বাস্তবতা, দেখুন তো! একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্য বর্তমানে কারা হাসতে হাসতে জীবন দিচ্ছে? কোন দলের লোকেরা সবচেয়ে বেশী রক্ত ঝড়াচ্ছে? কারা আল্লাহর প্রেমে ধনকুপের রাজকুমার হওয়ার পরেও পাহাড়-পর্বতকে বেছে নিয়েছে? কারা দ্বীনের স্বার্থে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে বেড়াচ্ছে? এটা কি আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবারার নিদর্শন নয়?

তৃতীয় বৈশিষ্ট হল.

সেই দলটি মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হবে,
মু'মিনদের ব্যাপারে তাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে,
মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তার সাহাবীগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। [সূরা ফাতাহ-২৯]

মহান আল্লাহ শুধু তাদের গুণ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং আদেশ করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٢١٥﴾

অর্থ. মুমিনদের জন্য দয়ার ডানা বিছিয়ে দাও। [সূরা শু'আরা-২১৫]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لا تدخلون الجنة حتي تؤمنوا و لا تؤمنوا حتي تحابوا

অর্থ. তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার না হবে। আর পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ মু'মিনদেরকে পরস্পর ভাল না বাসবে। [আল ইবানাতুল কুবরা লি ইবনে বাত্তাহ]

মুমিনদের প্রতি বিনয়ী, নম্র মানেই হলো তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের দুঃখে দুঃখিত ও তাদের সুখে সুখী হওয়া। ঐ দল মুসলিম উম্মাহর সাথে এক দেহ এক প্রাণের মত হয়ে যাবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

অর্থ. মু'মিনদের দৃষ্টান্ত হল একটি দেহের মত। যদি তার দেহের একটি অংশ অসুস্থ হয় সারা দেহই তার কষ্ট অনুভব করে। [বুখারী- মুসলিম]

আল্লাহর বর্ণিত সেই দলটি এমন হবেনা যে, ফিলিস্তিনের শতশত মুসলিম মারা যাচ্ছে। বার্মায় মুসলিমদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন চলছে। এমন অবস্থায় তারা তথাকথিত কোন ইস্যুর রাজনীতি নিয়ে মিছিল, মিটিং ও অবরোধে ব্যস্ত। মুনাফিক ও মুরতাদদের সাথে আতাত করে তা'লীম তায়াল্লুমে লিপ্ত। মুসলিমদের দূর্দশা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। শত্রুরা বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল করে রেখেছে, মুসলিম মা-বোনদেরকে বন্দি রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করছে, অথচ সেই দলের এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই। তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। বরং মুমিনদের প্রতি নম্র ও সহানুভুতিশীল ঐ দল যেকোন মুসলিম ভূমি গ্রাস হলে তা পুণরুদ্ধারের জন্য ফরয জিহাদে শরীক হবে। অসহায় নির্যাতিত মুলিমদের পাশে

দাড়াবে ও মুসলিম বন্দিদেরকে উদ্ধারের জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ত্বাগুতের প্রাণকেন্দ্র ওয়াশিংটন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾

অর্থ. তোমাদের কি হল! তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না! অথচ অসহায় পুরুষ-নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বের করো অত্যাচারী এই জনপদ থেকে। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নির্বাচন করো এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠাও। [সূরা নিসা-৭৫]

এমন তো কখনই হয়না যে, আমরা স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি খুবই নম্র, কোমল, সহানুভূতিশীল। কিন্তু কোন ডাকাত দল পিতা-মাতার উপর আক্রমণ করল, আর আমরা কিছু না করেই বসে থাকি। যদি হাতের দ্বারা প্রতিরোধ শক্তি না থাকে, তাহলে অন্তত মুখে চিৎকার করে আশেপাশের মানুষকে ডাক দেই। এতটুকু না করলে তো পিতা-মাতাকে সম্মান করা বা তাদের সাথে নম্র ব্যবহার ও সহানুভূতিশীল প্রমাণিত হবেনা; বরং ভন্ডামী হবে। আর যদি আমরা নিজেরাই ঐ ডাকাত দলের সাথে বন্ধুত্ব করি! তাহলে কি পরিস্থিতি হবে?

একইভাবে আল্লাহর ও মুসলিমদের প্রিয় দল হলো যারা মুসলিম উম্মাহর প্রতি নমনীয় হবে। তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। তাদেরকে সাহায্য করবে। শুধু নিজ দলের বা নিজ দেশের মুসলিমদের প্রতি তাদের সহানুভূতি স্বীমাবদ্ধ রাখবে না। আর কখনো মুসলিম উম্মাহর সাথে যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, হৃদ্যতা রাখবে না। এটাতো ঈমান বিধ্বংসী কুফর।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾

অর্থ. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [সূরা মায়েদা-৫১]

বাস্তবতা. বলুন তো কোন দলটি প্রতিটি মু'মিন-মুসলিমের ডাকে সাড়া দেয়? যেখানেই মাজলুম মুসলিমদের কান্নার আওয়ায প্রকট হয়, সেখানেই বাহিনী পাঠিয়ে মাজলুমদেরকে রক্ষা করার জন্য লাব্বাইক বলে? আর বলে, আমরা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবো। যতদিন না বিজয় অর্জিত হবে। অথবা সেই সুধা পান করব, যার স্বাদ গ্রহণ করেছেন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব।

<u>চতুর্থ বৈশিষ্ট হল.</u>

কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।

কাফিরদের ব্যাপারে তাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে,

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الۡكُفَّارِ

অর্থ. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তার সাহাবীগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর। [সূরা ফাতাহ-২৯]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قَاتِلُوا الَّذِيۡنَ يَلُوۡنَكُمۡ مِّنَ الۡكُفَّارِ وَ لۡيَجِدُوۡا فِيۡكُمۡ غِلۡظَةً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۱۲۳﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশে পাশে অবস্থান করছে। আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে। [সূরা তওবা-১২৩]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الۡكُفَّارَ وَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَ اغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ ؕ وَ مَاۡوٰٮهُمۡ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۷۳﴾

অর্থ. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করুন তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। [সূরা তাওবা-৭৩]

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কাফিরদের ব্যাপারে মুমিনদের বৈশিষ্ট হল কঠোর হওয়া এবং মু'মিনদের কঠোরতাকে তারা উপলব্ধি করতে পারা। ড্রাইভারের বৈশিষ্ট যেমন সুন্দরভাবে গাড়ী চালাতে পারা, কাঠমিস্ত্রির বৈশিষ্ট যেমন ফার্নিচারের রকমারী আসবাবপত্র তৈরী করতে পারা, ডাক্তারের বৈশিষ্ট যেমন রোগীদের চিকিৎসা করতে পারা। যদি এমন হয় যে, কেউ ড্রাইবার হওয়ার দাবী করছে, কিন্তু গাড়ী চালাতে পারে না; মিস্ত্রি হওয়ার দাবী করছে, কিন্তু কোন আসবাবপত্রই তৈরী করতে পারে না। ডাক্তার হওয়ার দাবী করছে কিন্তু চিকিৎসা করতে পারে না। তাদের দাবী করাটা যেমন ভন্ডামী, অনুরূপভাবে কাফিরদের ব্যাপারে মু'মিনদের বৈশিষ্ট কঠোরতা করা ছাড়া পূর্ণ মু'মিন হওয়ার দাবী করাটাও ভন্ডামী।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে সারা দুনিয়ায় নিজেকে মু'মিন দাবীদার লোকের অভাব নেই, কিন্তু কাফিরদের সাথে কঠোরতা করে এমন লোকের বড়ই অভাব। যেন এটি ভুলেই গেছে। দ্বীনের দাওয়াতের জন্য কাফেরদের কাছে অনুমতি (ভিসা) ভিক্ষা চায় আর তারাও কোন কঠোরতা না পেয়ে ভিক্ষা (ভিসা) দিয়ে দেয়।

আবার অনেকে কাফের ও ত্বাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হয় এবং বিভিন্ন সময় তাদের সাথে আতাত করে সাহায্য নিয়ে চলে। এমনকি তাদের দেওয়া স্লিপের চাল বা গম পর্যন্ত আল্লাহর ঘর মসজিদে বা মাদ্রাসায় আনার জন্য দরখাস্ত করে। ত্বাগুত, মুরতাদ ও মুনাফিকরাই হচ্ছে এখন মসজিদ-মাদ্রাসার সভাপতি, সেক্রেটারী, পরিচালক। আর ভীতু আলেমদেরকে কেবল তাদের আনুগত্য করেই চলতে হয়। অতএব এভাবে নিজেকে শুধু মু'মিন দাবী করাই আল্লাহর কাছে পূর্ণ মু'মিন হওয়া গণ্য হতে পারে না।

বাস্তবতা. বলুন তো কাদের ভয়ে আমেরিকা দুতাবাস ছেড়ে পালায়? কাদের হামলায় ভীত হয়ে আমেরিকা আফগান থেকে পালানোর পথ খুজছে? কারা বলে 'রক্তের বদলা রক্ত ধ্বংসের বদলা ধ্বংস'? আরো বলে 'ফিলিস্তিনে আমরা শান্তিতে না থাকলে আমেরিকাও শান্তিতে থাকতে পারবেনা'? এগুলো কি হক দলের পরিচয় বহন করেনা??

পঞ্চম বৈশিষ্ট হলো.

আল্লাহর পথে লড়াই করে,

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۟

অর্থ. যারা প্রকৃত মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং যারা কাফির তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে লড়াই কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দূর্বল। [সূরা নিসা-৭৬]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟

অর্থ. নিশ্চয় যারা ঈমানদার এবং আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময়। [সূরা বাক্বারা-২১৮]

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۟

অর্থ. যারা ঈমান এনেছে (দ্বীনের জন্য) ঘর বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি করেছে, তারাই হল প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। [সূরা আনফাল-৭৪]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۟

অর্থ. যারা ঈমান এনেছে ও দেশ ত্যাগ করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট বড় মর্যাদাবান এবং তারাই সফলকাম। [সূরা তাওবা-২০]

বাস্তবাতা. বলুন তো বর্তমান দুনিয়ায় এই ফরয কাজ কারা আদায় করছে? কারা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে জিহাদের ঘাটি গেড়েছে? কারা নিজের বুককে ঢাল বানিয়ে শত্রুর দূর্গে আঘাত হেনে জীবন বিলিন করে দেয়? কারা রাজকীয় জীবন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চাষা কামলার সাথে সাতদিন আগের শুকনো রুটি ভাগ করে খায়? কারা বুকে বোমা বেঁধে নিজ দেহকে শত্রুসহ

ছিন্নভিন্ন করে ফেলে? কারা বাসর রাতে স্ত্রীকে ফেলে রেখে ময়দানে চলে যায়? এগুলো কি তাদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ নয়?

<u>ষষ্ঠ বৈশিষ্ট হল.</u>

তারা কারো তিরস্কারে ভীত হবে না,

যুগে যুগে যত নবী রাসূল এসেছেন, তারা তাওহিদ ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। অনুকুল-প্রতিকুল সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করেছেন, পৃথিবীর অন্য কাউকে ভয় করেন নি।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ۨالَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا۝۳۹

অর্থ. তারা (নবীগণ) আল্লাহর বার্তাসমূহ প্রচার করতেন এবং তাকেই ভয় করতেন। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন না। [সূরা আহযাব-৩৯]

বর্তমান দুনিয়ায় যে প্রিয় দল হবে, কোরআনে বর্ণিত নবীর পদ্ধতিতেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে রাম-বাম, যদু-মধু কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়াই তারা করবে না। সাদা-কালো-হলুদ মিডিয়া অথবা কোন দরবারী আলেমের ফতোয়া তাদের মনোবলে বিন্দুমাত্রও চির ধরাতে পারবেনা। কোন বোমারু বিমান বা চোরা গুপ্ত ড্রোন তাদের সামান্যতম ভীত করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক প্রলোভন কিংবা নানা রকম হুমকি-ধমকি ও চোখ রাঙানি, কোনটাই তাদের প্রভাবিত করতে পারবে না। আমরা তাদের স্বীকৃতি দেই আর না দেই, তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না।

আল্লাহর সেই প্রিয় দলের স্বপ্নই হলো, আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার প্রিয় পাত্র হওয়া এবং মাজলুম মুসলমানের অভিভাবক হওয়ার জন্য দিক দিগন্তে ছুটে যাওয়া।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ۝۵۶

অর্থ. আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তবে (তারা আল্লাহর দলভুক্ত হল। এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহর দল চুড়ান্ত বিজয়ী।

[সূরা মায়েদা-৫৬]

হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর প্রিয় দলের গুণাবলী

আল্লাহর প্রিয় দলের গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইরশাদসমূহ ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো-

হাদীস নং ১

নিঃশর্ত আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করা ।

دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থ. আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তার নিকট বাইয়াত হলাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইয়াত নিলেন তাহলো, আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুখে শুনবো ও মানবো। যদিও আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তিনি বললেন, তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও এবং এর পক্ষে তোমাদের কাছে দলীল বিদ্যমান থাকে (তাহলে শুনতে ও মানতে হবেনা)। [সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৩৪২৭]

হাদীস নং ২

দাজ্জাল হত্যার আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

অর্থ. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাফিরদরে বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। [সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১২৫]

হাদীস নং ৩

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ. আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থেকে কঠোর নীতি অবলম্বন করে তাদের শত্রুর (কাফিরের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর এ আদর্শের উপর থাকা অবস্থায় কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে। [সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৩৫৫০]

হদীস নং-৪

وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

অর্থ. হযরত আনাস বিন মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণের পর থেকেই জিহাদ বাস্তবায়িত হয়ে চলছে। আমার উম্মতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত এই জিহাদকে কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন ন্যায় নিষ্ঠাবানের ন্যায়পরায়নতা বন্ধ করতে পারবেনা। [সুনানে আবুদ দাউদ হাদীস নং-২১৭০]

হাদীস নং ৫

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থ. এই দ্বীন টিকে থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ মুসলিমদের একটি দল দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। এমনকি কেয়ামত অবধি।
[সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৩৫৪৬]

হাদীস নং-৬

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ. কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্তে আমাকে তরবারীসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যেন এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আর আমার রিযিক রাখা হয়েছে বল্লমের ছায়ার নিচে। আপমান ও লাঞ্চনা তাদের জন্য, যারা আমার

আদর্শের (তরবারীর) বিরোধিতা করবে। আর যে অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন। [মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৪৮৬৯]

হাদীস নং৭

জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গৃহণ করা।

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

অর্থ. হযরত উকবা বিন আমের জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বারের উপরে থাকা অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, তোমরা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তবে জেনে রেখো! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা। জেনে রেখো! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা। জেনে রেখো! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা [সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১৫৩]

হাদীস নং-৮

জিহাদের জন্য ভ্রমণ করা।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

অর্থ ঃ আবু উমামা থেকে বর্ণিত যে, একজন লোক বলল 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমাকে ভ্রমণের অনুমতি দিন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন আমার উম্মতের ভ্রমণ হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। [আবু দাউদ হাদীস নং-২১২৭]

হাদীস নং-৯

জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদতের দ্বারা পূর্ণ মুমিন হওয়া।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ

অর্থ. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলো, মু'মিনদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন, যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিজের জান-মাল দ্বারা এবং ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন, যে আল্লাহর ইবাদত করে পাহারের গিরিপথ বা পাহারের চুড়ায় আরোহণ করে। আর মানুষেরা তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে। [আবু দাউদ হাদীস-২১২৬]

উপরুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর সকল পরাশক্তি এবং তাদের দোসররা সম্মিলিতভাবেও তাদের সামান্যতম কাবু করতে পারবে না। বরং তাদের ভয়ে কাপুরুষ কফের মুনাফিকদের প্রাণ আজ প্রায় ওষ্ঠাগত। চুড়ান্ত বিজয় হবে আল্লাহর সৈনিকদেরই বিইযনিল্লাহ।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾

অর্থ. আমার বান্দা ও রাসূলগণের ব্যাপারে আমার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, অবশ্যই তারা (আমার পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এবং আমার বাহিনীই হবে চুড়ান্ত বিজয়ী। [সূরা সফফাত-১৭১-১৭৩]

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۠ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

অর্থ. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অব্যশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব) দান করবেন, যেমন তিনি (প্রতিনিধিত্ব) দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। তিনি অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। (কিন্তু শর্ত

হল) জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী অবাধ্য। [সূরা নূর-৫৫]

উপরুক্ত আলোচনার স্বারকথা হলো, খলেছ মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা তাওহিদ প্রতিষ্ঠা, জান-মাল ও ঈমানের হিফাজতের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করবে। কখনো অস্ত্র থেকে উদাসীন হবে না। যদি অস্ত্র থেকে উদাসীন হয়, তাহলে কাফিরগণ একযোগে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করবে।

আমাদেরকে সচেতন করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ

অর্থ. কাফিররা চায় যে, যদি তোমরা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে গাফেল হও, তাহলে একযোগে তোমাদের উপর তারা আগ্রাসন চালাবে। [সূরা নিসা-১০২]

ও আধার রাতের যাত্রিরা!

তোমাদের চোখের ফেতনার কালো চশমা খুলে দেখে নাও, কাফিররা তোমাদের হাতের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছে ক্রিকেট ও ফুটবল। তোমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ সময়কে নষ্ট করার জন্য ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছে টেলিভিশন। মুসলিম যুবকদেরকে জিহাদ বিমুখ করার জন্য তাদের সংস্থা Rand এর সাজানো ছকে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে মসজিদ-মাদ্রাসা ও দাওয়াতের ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে খালেছ মু'মিনের বেশে তাদের দালালদেরকে বসিয়েছে। আর মানুষকে ধোকার জালে আবদ্ধ করে বুঝাচ্ছে যে, জিহাদ মানে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা; অস্ত্রের জিহাদ নয়। ইসলাম জিন্দা হয়েছে আদর্শের দ্বারা; অস্ত্রের দ্বারা নয়।

অপরদিকে কাফিররা একযোগে মুসলিমদের উপর একের পর এক হামলা করে যাচ্ছে। হাজার হাজার মুসলিম শিশুদেরকে হত্যা করে চলেছে। সরলমনা মুসলিম মা-বোনদেরকে অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু ঐ দালালদের এ নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই, নেই কোন ভুমিকা। সকলেই যেন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠায় উম্মাদ হয়ে গেছে।

বাস্তবতা. বলুন তো কারা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ও মুসলিমদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনতে নির্ভিক ও সৎসাহসী? বর্তমানে কারা সেই বাহিনী, যারা জঙ্গি/সন্ত্রাসী শব্দকে ভয় পায় না? কারা দুনিয়ার কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেনা? কারা মানব রচিত গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি পদ্ধতি বাদ দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্টার জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মনোনীত পদ্ধতি ক্বিতালকে বেছে নিয়েছে? কারা কাফিরদের বোমারু বিমানের সামনে দাড়িয়ে যায় বুক উচু করে? কাদের ভয়ে কাফের বেইমানের স্বপ্নের রংমহলে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়েছে? কাদের ভয়ে ত্বাগুতের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি হয় ও তাদের অন্তর্জালা বেড়ে যায়? কারা কুফরের বিশ্ব মোড়লদের শয়তানী টেকনোলোজির মোকাবেলা করছে সামান্য ছুরি আর চাপাতি দিয়ে? এগুলো কি তাদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ বহন করেনা?

এই অধ্যায়ের আয়াত ও হাদীসগুলো কষ্টিপাথরতুল্য। সুতরাং আমাদের ভাবার সময় এসেছে মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করার।

আপন পথ বেছে নাও

অন্ধকার ফিতনার ভয়ানক প্রতিচ্ছবি দিন দিন মানবতাকে গ্রাস করে ফেলছে। কুফরের পক্ষ থেকে এই পক্ষে অথবা ওই পক্ষে (কুফরের সাথে অথবা মুজাহিদদের সাথে) থাকার ঘোষণা প্রচার করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানকে একটি বিষয় বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে,পরীক্ষার এই হলটি অতিক্রম করা ব্যতীত জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হতে পারে না। এবং শুধু মৌখিক ঈমানের দাবী করাটাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۝۲ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ۝۳

অর্থ. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আর মহান আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই

জেনে নিবেন (পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের ব্যাপারে) কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। [সূরা নামল-২-৩]

وَ لَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتّٰى نَعۡلَمَ الۡمُجٰهِدِيۡنَ مِنۡكُمۡ وَ الصّٰبِرِيۡنَ ۙ وَ نَبۡلُوَا۠ اَخۡبَارَكُمۡ ﴿۳۱﴾

অর্থ. আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, এমনকি আমি জেনে নিব, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল। তোমাদের অবস্থা সমূহেরও আমি পরীক্ষা করবো। [সুরা মুহাম্মদ-৩১]

বর্তমান বিশ্বের মানুষ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ধাবমান, যা দিবালোকের মত প্রতিয়মান। কেউ যুদ্ধ করছে ঈমান তথা আল্লাহর পথে ইমাম মাহদীর সাহায্যে। আর কেউ যুদ্ধ করছে তাগুত তথা শয়তানের পথে দাজ্জালের সাহায্যে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ الطَّاغُوۡتِ فَقَاتِلُوۡۤا اَوۡلِيَآءَ الشَّيۡطٰنِ ۚ اِنَّ كَيۡدَ الشَّيۡطٰنِ كَانَ ضَعِيۡفًا ﴿۷۶﴾

অর্থ. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দূর্বল। [সূরা নিসা-৭৬]

সময় এসেছে জেগে উঠার, বিবেককে প্রশ্ন করার, নিজের অবস্থান পরিস্কার করে প্রতিকূলতার ভিতরেও আল্লাহর পথে ঈমানের পরীক্ষা দেওয়ার, এর থেকে পিছিয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَ يَعۡلَمَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۱۴۲﴾

অর্থ. তোমরা কি ধারনা করছো যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে! অথচ আল্লাহ তায়ালা জেনে নিবেন না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে? [সূরা আল-ইমরান-১৪২]

وَ قَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰى لَا تَكُوۡنَ فِتۡنَةٌ وَّ يَكُوۡنَ الدِّيۡنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انۡتَهَوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۳۹﴾

অর্থ. তোমরা সর্বদা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে তবে তারা যা করে তা মহান আল্লাহ অবশ্যই দেখেন। [সূরা আনফাল-৩৯/ সুরা বাক্বারা-১৯৩]

ফিতনা বা পরীক্ষাকে ভয় পেয়ে তা থেকে দূরে থাকা উভয় জাহানের ক্ষতির কারণ।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

অর্থ. মানুষের মধ্যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দোদুল্যতার সাথে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে প্রশান্ত মনে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে। আর যদি কোন পরীক্ষায় বা বিপর্যয়ে পড়ে, তবে পূবার্বাস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

[সুরা হজ্জ-১১]

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, সেহেতু তার নবুওয়্যাতও চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। সুতরাং কিয়ামত অবধি যা কিছু ঘটবে, কোন্ পরিস্থিতিতে কী করবে, সব ব্যাপারেই তিনি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। নিম্মের হাদিছের প্রতি লক্ষ্য করলেই তা প্রতিয়মান হয়-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ

অর্থ. হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মাঝে দাড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবগুলোই বর্ণনা করেছেন। কোনোটাই বাকি রাখেন নি। [সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩৭০২]

অতএব কারো একথা বলার অবকাশ নেই যে, এই ফিতনার যুগে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের সকলেই হক্বের দাবী করে, আমরা কোন্‌টিকে হক, আর কোন্‌টিকে বাতিল বলবো বুঝিনা। তাই ফিতনায় না জড়িয়ে অধিকাংশ মানুষ যেভাবে ইসলাম পালন করে, আমিও সেভাবে ইসলাম পালন করতে থাকি।

প্রিয় দ্বীনি ভাই! দাজ্জালের ফিতনাসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম ফিতনা হলো অধিকাংশের ফিতনা। সুরা আনফালের উনচল্লিশ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, সকল ফিতনার অবসান পন্থা হলো যুদ্ধ। এটি আল্লাহ পাকের নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ পাকের বিধান কখনো পরির্বতন হয় না। আদি পিতা হয়রত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চূড়ান্ত যুগ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফিতনা হল দাজ্জালের ফিতনা। তাই প্রত্যেক নবী আলাইহিমুস সালাম স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে গেছেন।

ওহে ঘুমন্ত কাফেলার সাথীরা! আপনারা 'অধিকাংশ' নামক ফিতনার জালে আর কতদিন আবদ্ধ থাকবেন? বের হয়ে আসুন! তিমিরাচ্ছন্ন অধিকাংশের আঁধার থেকে দীপ্তমান অল্পাংশের আলোর দিকে। জাগ্রত বিবেকসহ হযরত মাহাদী ও দাজ্জালের ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলো পড়ে দেখুন! সবগুলো হাদিসই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। হযরত মাহাদী ও ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের উদ্দেশ্য হলো, জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন বিজয় করা। আবির্ভূত হয়েই তাঁরা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দিবেন।

দাজ্জালের ফিতনার অবসানও যুদ্ধের মাধ্যমে হবে। কিন্তু আমরা অনেকেই বলে থাকি, আলেমরা কি বুঝে না? অধিকাংশ আলেম তো যুদ্ধের কথা বলে না। যুদ্ধই যদি যুদ্ধ নামক ফিতনার সমাধান হতো, তাহলে অধিকাংশ আলেম যুদ্ধের কথা বলতো, নিজেও যুদ্ধ করতো। যেহতু অধিকাংশ আলেম যুদ্ধকে এড়িয়ে চলে, ফজিলতের কথা বলে, এজন্য আমরাও যুদ্ধকে উপেক্ষা করে চলি। কেননা আলেমগণ হলেন নবীর ওয়ারিশ।

প্রিয় দ্বীনি ভাই! 'আলেমগণ নবীর ওয়ারিশ' কথা সত্য; তবে, আপনাকে আরেক ধাপ এগিয়ে জানতে হবে কোন আলেম নবীর ওয়ারিশ আর কোন আলেম নবীর ওয়ারিশ নয়; বরং নবীর দুশমন, দ্বীনের শত্রু। আপনাকে এটা জানতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত ভ্রান্তি থেকে বাঁচার, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দুইটি জিনিস আঁকড়ে ধরার কথা বলে গেছেন। আর সেগুলো হলো,

১. কুরআন

২. সুন্নাহ।

দাজ্জালের ফিতনাগুলোর মাঝে অন্যতম ফিতনা হলো, অধিকাংশের ফিৎনা। আর তা থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের দেখতে হবে, কুরআন কি বলে। কারণ, কুরআন হলো হক আর বাতিল চেনার কষ্টি পাথর। কষ্টি পাথর দিয়ে যেমন আসল স্বর্ণ ও নকল স্বর্ণ যাচাই করা যায়, অনুরূপ কুরআন দিয়ে হক ও বাতিল তথা সত্য দ্বীন ও ভ্রান্ত দ্বীন পার্থক্য করা যায়।

অধিকাংশের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার ইরশাদসমূহ নিম্নে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হল।

অধিকাংশের ব্যাপারে আল্লাহর ইরশাদসমূহ

প্রথম আয়াত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অধিকাংশের অনুস্বরণ করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার ঘোষণা-

وَاِنۡ تُطِعۡ اَكۡثَرَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ یُضِلُّوۡكَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ

اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَخۡرُصُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

অর্থ. হে নবী! আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু ধারনার অনুস্বরণ করে। এবং অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে।

[সুরা আনআম-১১৬]

দ্বিতীয় আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর কিতাবে অবিশ্বাসী-

الٓمّٓرٰ ۟ تِلۡكَ اٰیٰتُ الۡكِتٰبِ ؕ وَالَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ الۡحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ

لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱﴾

অর্থ. আলিফ লাম- মীম রা। এগুলো কুরআনের আয়াত। আপনার প্রতিপালক হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাই হলো সত্য। কিন্তু; অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করেনা। [সুরা রা'দ-১]

তৃত্বীয় আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই কিয়ামতে অবিশ্বাসী-

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

অর্থ. কিয়ামত অবশ্যই আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না। [সুরা মু'মিন-৫৯]

চতুর্থ আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই ঈমানের পরে মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

অর্থ. তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে শিরকও করে। (যার ফলে) ঈমান আনার পরেও মুশরিকই থাকে।

[সুরা ইউসুফ-১০৬]

পঞ্চম আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে অবিশ্বসী-

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

অর্থ. তারা আপন অন্তর দিয়ে ভেবে দেখেনা যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী, ভূমন্ডলী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। [সূরা রূম-৮]

ষষ্ঠ আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই সত্যকে অপছন্দ করে-

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

অর্থ. আমি তো তোমাদের নিকট সত্যধর্ম পৌছিয়েছি। কিন্তু তোমরা অধিকাংশ লোকই সত্যধর্মে নিস্পৃহ। [সূরা যুখরূফ-৭৮]

সপ্তম আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই তাকদীরে অবিশ্বাসী ও অজ্ঞ-

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

অর্থ. বলুন আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা। [সূরা সাবা-৩৬]

অষ্টম আয়াত.

অধিকাংশই শোনেনা, বুঝেনা, তারা পশুর ন্যায় বা তার চেয়ে নিকৃষ্ট-

اَمۡ تَحۡسَبُ اَنَّ اَكۡثَرَهُمۡ یَسۡمَعُوۡنَ اَوۡ یَعۡقِلُوۡنَ ؕ اِنۡ هُمۡ اِلَّا كَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُّ سَبِیۡلًا ﴿۴۴﴾

অর্থ. হে নবী! আপনি কি মনে করেন জগতবাসীর অধিকাংশই শুনে অথবা বুঝে? তারা তো পশুর মত বরং পথভ্রষ্ট। [সূরা ফুরকান-৪৪]

নবম আয়াত.

অধিকাংশই ধ্যান ধারণার অনুস্বরণ করে-

وَ مَا یَتَّبِعُ اَكۡثَرُهُمۡ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغۡنِیۡ مِنَ الۡحَقِّ شَیۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمٌۢ بِمَا یَفۡعَلُوۡنَ ﴿۳۶﴾

অর্থ. বস্তুত জগতবাসীর অধিকাংশই অনুমানের উপর চলে। অথচ অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসেনা। আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন তারা যা কিছু করছে। [সূরা ইউনুস-৩৬]

দশম আয়াত.

অধিকাংশই আল্লাহর নেয়ামত চিনেও তা অস্বীকার করে ও কুফরী করে-

یَعۡرِفُوۡنَ نِعۡمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنۡكِرُوۡنَهَا وَ اَكۡثَرُهُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۸۳﴾

অর্থ. তারা আল্লাহর নেয়ামত বা অনুগ্রহ চিনতে পারে। অতঃপর সেগুলোকে অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফের।

[সূরা নাহল-৮৩]

একাদশ আয়াত.

অধিকাংশ মানুষই ওয়াদা ভঙ্গকারী-

وَ مَا وَجَدۡنَا لِاَكۡثَرِهِمۡ مِّنۡ عَهۡدٍ ۚ وَ اِنۡ وَّجَدۡنَاۤ اَكۡثَرَهُمۡ لَفٰسِقِیۡنَ ﴿۱۰۲﴾

অর্থ. আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি। বরং তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসেক বা হুকুম অমান্যকারী পেয়েছি। [সূরা আরাফ-১০২]

ও আমার পথহারা কাফেলার যাত্রীরা! কালের শেষলগ্নে দাজ্জালী ফিতনার কারণে মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। দ্বীন থেকে বিমুখ হতে

শুরু করবে, কুরআন-হাদিছ বর্জন করে সময়ের বিচার-বিবেচনা না করে যার যার রুচি মাফিক দ্বীন পালন করবে। সকল ধর্ম পালনকারীদের স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু; মুসলিম জাতির স্বাধীনতা থাকবে না। তারা থাকবে নির্যাতিত, অপমানিত, অবহেলিত, বঞ্চিত। আল্লাহ তায়ালাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, ইসলামকে গালি-গালাজ করা হবে; কটু কথা বলা হবে। আর এগুলোকে বলা হবে বাক স্বাধীনতা। এর প্রতিবাদ করতে গেলে বলা হবে সন্ত্রাসী; উপহার হিসাবে পাবে তাগুতি বাহিনীর নির্যাতন, আঁধার কুঠুরিতে কারাবরণ। এমন অসংখ্য ফিতনা প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ হচ্ছে। যার ফলে মানুষ দলে দলে ঈমানহারা হয়ে চলছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করেছেন-

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا

অর্থ. হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই অন্ধকার রাতে তাসবীর সুতা কেটে দিলে যেভাবে তার দানাগুলো একের পর এক পড়তে থাকে, তদ্রুপ; কিয়ামতের আগ মূহুর্তে ফিতনাসমূহ ঘোর অন্ধকার হয়ে আত্মপ্রকাশ পাবে। তখন মানুষ সকালে ঈমানদার থাকবে, আর সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। [সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩৭১৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যতবাণীর আলোকে বর্তমান সময়টা যে ফিতনার যুগ তা বোধ হয় উপলব্ধি করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সুতরাং কুরআন যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাই বর্তমান সকল ফিতনা অবসানের দিক নির্দেশনা কুরআন হাদিছে অবশ্যই থাকবে ।

কুরআনের দিক নির্দেশনার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ يَّرۡتَدَّ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ فَسَوۡفَ يَاۡتِى اللّٰهُ بِقَوۡمٍ يُّحِبُّهُمۡ وَ يُحِبُّوۡنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ يُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوۡنَ لَوۡمَةَ لَآٮِٕمٍ‌ ؕ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ‌ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ۞

অর্থ. হে মুমিনগণ ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে মুরতাদ হওয়া শুরু করবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন; তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয় নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে পরোয়া করবে না। আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্য দানকারী ও মহাজ্ঞানী। [সূরা মায়েদা-৫৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন-

وَ قَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰى لَا تَكُوۡنَ فِتۡنَةٌ وَّ يَكُوۡنَ الدِّيۡنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ‌ ۚ فَاِنِ انْتَهَوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ۞

অর্থ. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। আর যদি তারা ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে, তবে তারা যা করছে তা আল্লাহই দেখছেন। [সূরা বাক্বারা-১৯৩, সূরা আনফাল-৩৯]

ফিতনার যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক নির্দেশনামূলক বাণী

ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে কুরআনে যেমন মৌলিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক হাদিসে নববীতেও এমনই বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদিসে কিছুটা বিস্তারিত এসেছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, সকলের জীবন যাপন ও সকল সমস্যার সমাধান আমরা কুরআন ও হাদিসে পাব। হক তালাশ করছি? তো প্রথমে কুরআন হাদিসেই তালাশ করতে হবে।

ফিতনার যুগে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনামূলক হাদিসগুলো ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো-

প্রথম হাদিস

কিয়ামত পর্যন্ত তরবারী ধারণ করে রাখতে হবে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের পূর্বে তলোয়ার সহকারে, যতক্ষণ না শিরকমুক্ত অবস্থায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। যারা আমার আদেশ প্রত্যাখান করবে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননা ও লাঞ্চনা। যে তাদের (কাফেরদের) অনুস্বরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। [মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৪৮৬৯]

দ্বিতীয় হাদিস

হারিস ও মানসূরকে সাহায্য করতে হবে-

عَنْ هِلَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ

অর্থ. হযরত হেলাল ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) কে বলতে শুনেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নদীর অপর প্রান্ত (মা ওয়ারাউন নাহার) থেকে আল-হারিস ইবনে হাররাস নামে একজন লোক আসবে। তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবে মানছুর নামে এক ব্যাক্তি। যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলের জন্য যাবতীয় বিষয়সমূহ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, যেভাবে কুরাইশরা করেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। প্রত্যেক মু'মিন যেন তাকে সাহায্য করে। বা তিনি বলেছেন, যেন অবশ্যই তার আহবানে সাড়া দেয়।

[সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩৭৩৯]

উল্লেখিত হাদিছে আল-হারিসের একটি অর্থ হল, 'সিংহ শাবক'। এবং হাররাস অর্থ হল, যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করে। আর এটা হলো হুবহু উসামা বিন লাদেন নামটির অর্থ। কেননা উসামা অর্থ সিংহ শাবক। আর ইয়ামেনী উপভাষা অনুযায়ী লাদেন অর্থ হলো যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করে। হাদিসের আরবী ইবারত দ্বারা একথা বুঝাচ্ছে না যে, তার প্রকৃত নাম হবে আল হারিস ইবনে হররাস। বরং এখানে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাহলো **يقال له** অর্থাৎ সে এই নামে পরিচিত হবে। সুতরাং, এখানে হারেস ইবনে হাররাস দ্বারা উসামা বিন লাদেনকে বুঝানো হয়েছে।

ما وراء النها ر এর অর্থ হল নদীর ওপারের এলাকা। তাহলো খোরাসান অঞ্চল বা বর্তমান আফগানিস্তান। তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবে **منصور** নামক এক ব্যাক্তি। **منصور** অর্থ হল যে বিজয়প্রাপ্ত। যাকে তার শত্রুদের উপর বিজয় দেওয়া হয়েছে। আর এটাও **ايمن الظواهري** (আইমান আল যাওয়াহিরি) নামের অর্থ বহন করে। কেননা **ظواهر** শব্দটা **ظاهرون** এর বহুবচন; একবচন হলো **ظاهر** অর্থ বিজয়। যেমন **مساجد** শব্দটা **مسجدون** এর বহুবচন; একবচন হলো **مسجد**।

সুতরাং উপরোক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদিছে বর্ণিত **منصور** শব্দ দ্বারা আইমান আল জাওয়াহিরিকে বুঝানো হয়েছে। যিনি হলেন বিংশ শতাব্দীর জিহাদের কান্ডারি শায়েখ ওসামা বিন লাদেন র. এর উত্তরসূরী। হাদিছে এটা উল্লেখ নেই যে, তার প্রকৃত নাম হবে **منصور** বরং বলা হয়েছে, তিনি **منصور** তথা বিজয়প্রাপ্ত হিসেবে পরিচিত হবেন। অতএব, সকল ফিতনা অবসানের লক্ষ্যে তার আহবানে (তাওহীদ ও ক্বিতালের আহবানে) সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। কেননা তিনি সকল মজলুমের পক্ষে এবং দাজ্জাল ও তার বাহিনী কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

<u>তৃতীয় হাদিস</u>

খুরাসানের বাহিনীতে যোগদান করতে হবে-

عن ثوبان رضي الله عنه، قال: «إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا، فإن فيها خليفة الله المهدي» «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»

হযরত সাওবান রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহীদের আসতে দেখবে, তখন হামাগুরি দিয়ে হলেও তাদের সাথে যোগ দিবে। কারণ এদের মাঝেই রয়েছে আল্লাহর খলিফা মাহাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু। [মুস্তাদরাকে হাকিম হাদীস নং-৮৬৭১]

চতুর্থ হাদিস

শাম বা ইয়ামেনের বাহিনীতে যোগদান করতে হবে-

عَنْ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনে, শিঘ্রই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটবে তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন জিহাদের জন্য তিনটি সেনাদল গঠিত হবে। (ক) সিরিয়ার সেনাবাহিনী (খ) ইয়ামেনের সেনাবাহিনী (গ) ইরাকের সেনাবাহিনী। ইবনে হাওয়ালা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমার জন্য কোন দলের সঙ্গী হলে কল্যাণকর হবে, তা আমার জন্য পছন্দ করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার জন্য আবশ্যক হলো সিরিয়ার বাহিনীতে যোগদান করা। কেননা সিরিয়া আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম ভূমি হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদেরকে এখানে একত্রিত করবেন। আর তোমরা যদি সিরিয়াতে যেতে রাযি না হও, তবে তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো ইয়ামেনের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা, তাদের কূপগুলো থেকে পানি পান করো। নিশ্চই মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে সিরিয়া ও তার বাসিন্দাদের ব্যাপারে জিম্মাদারী দিয়েছেন।

[সুনানে আবু দাউদ হাদিছ নং ২১২৪ মুস্তাদরাকে হাকেম]

পঞ্চম হাদিস

সিরিয়ায় হিজরত করতে হবে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, মদিনার হিজরতের পর অচিরেই পূণরায় হিজরত হবে। সুতরাং জমিনের ভাল মানুষগুলো সিরিয়াতে যুদ্ধের জন্য হিজরত করাকে জরুরী মনে করবে এবং তারা সিরিয়া দখল করবে। যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা হল জমিনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। জমিন তাদের ছুড়ে ফেলবে অর্থাৎ, তাদের কোন মর্যাদা থাকবেনা। অবহেলিত অবস্থায় তাগুতের গোলামী করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অপছন্দ করবেন এবং আগুন তাদেরকে সমবেত করবে বানর ও শুকরের সাথে। [মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৬৫৭৫]

ষষ্ঠ হাদিস

দুনিয়ার মুহাব্বত অন্তর থেকে দূর করে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের আকঙ্খা তৈরি করতে হবে-

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

(أحمد عن أبي هريرة) حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন কাফের জাতিগুলো একে অপরকে তোমাদের উপর আক্রমনের জন্য আহবান করবে যেভাবে খাবার ভর্তি পেয়ালার দিকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা ঝাপিয়ে পড়ে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি এ কারণে হবে যে আমরা সংখ্যায় কম হব? তিনি বললেন, না; তোমাদের সংখ্যা অনেক হবে। কিন্তু; তোমরা হবে বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার মত দুর্বল। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে ওয়াহান ঢুকিয়ে দিবেন এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব ও ভয় উঠিয়ে নিবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াহান কি? তিনি বললেন দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর (আল্লাহর পথে) মৃত্যুকে ঘৃণা করা।

[সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩৭৪৫ আহমাদ, হাদিছ নং ২২৪৫, উত্তম সনদে কিতালের প্রতি ঘৃণা এই বাক্য সহকারে বায়হাকি, হাদিছ নং ১০৩৭২]

সপ্তম হাদিস.

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে সম্মান ফিরিয়ে আনতে জিহাদের দিকে ফিরে আসতে হবে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

অর্থ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবারে লিপ্ত হবে, গরুর লেজের (দুনিয়ার) পিছনে ছুটবে, ক্ষেত খামার কৃষি কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, আর আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। এই লাঞ্ছনা ততক্ষণ তুলে নিবেন না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রকৃত দ্বীনের (জিহাদের) প্রতি ফিরে আসবে।

[আবু দাউদ অধ্যায় ২৩, হাদিছ ৩৪৫৫ জামি' হাদিছ ৬৮৮ মুসনাদে আহমাদ হাদিছ ৪৮২৫]

অষ্টম হাদিস

যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে হবে-

«خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان (١) فرسه - أو قال : برسن (٢) فرسه - خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل (٣) في باديته (٤) يؤدي حق الله تعالى الذي عليه »

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনার যুগে সর্বোত্তম মানুষ সে, (১) যে নিজে ঘোড়ার লাগাম অথবা নাকের রশি ধরে আল্লাহর শত্রুকে ধাওয়া করবে। (২) সে আল্লাহর শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তারাও তাকে ভীতি প্রদর্শন করবে। (৩) কিংবা সে ব্যক্তি উত্তম যে লোকালয়শূণ্য এলাকায় যাযাবরের মত নিভৃত জীবন-যাপন করবে এবং আল্লাহর বিধানাবলী পালন করবে। [মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীস নং-৮৪৯৯]

নবম হাদিস

দ্বীনের জন্য গুরাবাদের সঙ্গী হয়ে যেতে হবে-

عَن جَابِرُ اِبْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنْ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

অর্থ. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে। অচিরেই আবার অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের জন্য মুবারকবাদ। ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল! গুরাবা কারা? তিনি বললেন, তারা হল ঐ সকল লোক, যারা মানুষ যখন যমিনে ফিতনা সৃষ্টি করবে, তখন মানুষের সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবে। [জামে তিরমিযী হাদীস নং-২৫৫৪]

দশম হাদিস.

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلغُرَبَاءُ » ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلُ اللهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ : « اَلفِرَّارُوْنَ بِدِيْنِهِمْ يَبْعَثُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ مَعَ عِيْسَى اِبْنِ مَرْيَمُ »

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো গুরাবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গুরাবা কারা? তিনি বললেন, নিজ ঈমান নিয়ে পালায়নকারীরা। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হযরত ঈসা (আ.) এর সাথে উঠাবেন।

[হিলইয়াতুল আওলিয়া-১/২৫ الابانة الكبري بابن بطة]

হযরত ঈসা (আ.) এর সাথে যাদের পুণরুত্থান হবে তারা কারা? এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট বর্ণনা অন্যান্য হাদিসের কিতাবে বিদ্যমান আছে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত,

একাদশ হাদিস.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

অর্থ. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের পথে অবিচলভাবে জিহাদ ও ক্বিতাল করে যাবে। তারা তাদের বিরোধীদের উপর সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এ দলটি সর্বশেষ হযরত ঈসা (আ.) এর সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

[সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১২৫]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদিছের নির্দেশনার আলোকে বর্তমান সময়ে সকল ফিতনার অবসান যে "ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ" দ্বারাই হবে, তা বোধ হয় উপলব্ধি করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর দাজ্জালের ফিতনা যেহেতু

সবচেয়ে বড় ফিতনা; সুতরাং তারও অবসানও ক্বিতাল দ্বারাই হবে। যার চূড়ান্ত রূপ দিবে হযরত ঈসা (আ.) এসে দাজ্জালকে হত্যার মাধ্যমে এবং বিশ্বের সর্বত্রই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে। তাই দাজ্জালের বাহিনীর মাথা ব্যাথার কারণ হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এজন্য আমেরিকাসহ ৪৮ টি কুফফার দেশ একযোগে আফগানে আক্রমন করেছিল। কারণ, সেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান বিশ্বের সবখানেই তাদের লোলুপ দৃষ্টি ও কালো থাবা বসানো আছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, নেপাল, চীন, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ইয়ামেনসহ বিশ্বের সকল মুসলিমদের উপর চলছে চূড়ান্ত নির্যাতন, লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করা হচ্ছে। ফাতেমা ও আফিয়া সিদ্দিকার মত হাজার হাজার মুসলিম মা-বোনদেরকে অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি রেখে একের পর এক ধর্ষণ করা হচ্ছে। নিষ্পাপ দুধের বাচ্চাগুলোকে পুড়িয়ে কয়লা বানানো হচ্ছে, কুরআনকে পাপোষ বানানো হচ্ছে, আগুনে জালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা পৃথিবীটাই যেন শয়তানী রাজত্বে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই, যেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত আছে। অথচ আমরা এখনো খোড়া যুক্তি দেখিয়ে জিহাদকে ফিতনা বলে এড়িয়ে চলছি! আর কতদিন বিবেককে ধোকায় ফেলে রাখবো? আমার ভাই! মনে রেখ, জিহাদ ফিতনা নয়; বরং টাল বাহানা করে জিহাদ হতে দূরে থাকাটাই বড় ফিতনা।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۹﴾

অর্থ. এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিন। আমাকে (যুদ্ধে নিয়ে) ফিতনায় ফেলবেন না। শুনে রাখ! (যুদ্ধে না গিয়ে) তারা তো পূর্ব থেকেই ফিতনায় পড়ে আছে। এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টনকারী। [সূরা তাওবা-৪৯]

উক্ত আয়াতের শানে নূযুল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মুনাফিকদের মধ্যে জাদ্দ ইবনে কায়স নামক এক লোক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাবুকের যুদ্ধে অংশ

গ্রহণের জন্য বললে সে জবাব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ই নারী লোভী মানুষ। রোমান সুন্দরীদের দেখলে আমার পক্ষে কামভাব সংযম করা সম্ভব নয়। সুতরাং, আমাকে এই যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি দিন। আমাকে যুদ্ধে নিয়ে ফিতনায় ফেলবেন না। এ আয়াতে তার দিকে ইশারা করা হয়েছে। [তাওযীহুল কুরআন-১/৫৪৩]

এই মুনাফিক ব্যক্তি কিন্তু নিজের সংশোধনের অভাবের কথা ওযর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এখন সময় এসেছে নিজেকে প্রশ্ন করার যে, আমার ওযর কি ঐ মুনাফিকের ওযর থেকেও বড়? ও আমার ভাই! শুনে রাখ, যেমনিভাবে মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যকারী ইবাদাত হলো নামাজ; অনুরূপভাবে মুসলমান আর মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী ইবাদতের নাম হলো জিহাদ। কোন মুনাফিক যেমন জিহাদ করতে পারেনা, অনুরূপ কোন মুসলমানও জিহাদ হতে দূরে থাকতে পারেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

অর্থ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ সে যুদ্ধ করেনি এবং যুদ্ধের কোন সংকল্পও মনের মধ্যে নেই; তবে সে মুনাফিকদের একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল। [সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১৪১]

হে প্রিয় দ্বীনি ভাই! অনেকেই মনে মনে জিহাদের ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু জিহাদের কোন প্রস্তুতি নেই। আপনিও যেহেতু অনেকের মধ্যে একজন, তাই আপনিও হয়তোবা ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু, তার জন্য কোন প্রস্তুতি পরিকল্পনা আপনার নেই। তবে মনে রাখবেন! কোন ইবাদতই প্রস্তুতিবিহীন শুধু মনের নিয়তের দ্বারা পূর্ণ হয়না। আবার মনের নিয়তবিহীন শুধু প্রস্তুতি দ্বারাও নেফাক থেকেও বাঁচা সম্ভব হয়না।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ۝

অর্থ. এবং যদি তারা (মুনাফিকেরা যুদ্ধে) বের হওয়ার ইচ্ছা করতো তবে অবশ্যই এর জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের যাত্রা আল্লাহ তায়ালার কাছে পছন্দ নয়। ফলে তাদেরকে বিরত রাখেন। তাদের বলে দেয়া হলো, তোমারাও এখানে নারী এবং অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক। [সূরা তাওবা-৪৬]

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরজ। যারা আমেরিকান সংস্থার টাকায় লালিত পালিত হয়ে জিহাদ বিমুখ শীতল ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদতের সাগরে আবেগী মনকে ভাষিয়ে বিবেকের দর্শনকে তালাবদ্ধ করে বলছো, জিহাদের জন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। সময় হলেই যুদ্ধে অংশ নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। তাদের কাছে অধমের প্রশ্ন, বান্দার করণীয় কি হবে, এ ব্যাপারে তুমি কি মহান আল্লাহর চেয়ে বেশী বুঝে গেছ ?

মহান আল্লাহ তায়ালার বলেছেন-

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

অর্থ. তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। [সূরা আনফাল-৬০]

আর তুমি বলছো কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই! এটাই যদি হয় তোমার বুঝের অবস্থা, তবে তো তুমি বান্দার থেকে একধাপ এগিয়ে নিজেকে আল্লাহর আসনে বসিয়েছ। শুনে রাখ! কোন পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার সময় কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করে বরং সময়টা খেলাধূলা, আড্ডা ও অন্যান্য কাজে ব্যয় করে। আর পরীক্ষায় চূড়ান্ত সফলতার আশা রাখে, তাহলে প্রস্তুতি ব্যতীত তার এ আশা করা যেমন বোকামী ও চরম মূর্খতা, তদ্রূপ এ ফিতনার যুগে প্রস্তুতি ব্যতীত দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ঈমানের হিফাজত ও লক্ষ্যে পৌঁছার আশা রাখাও চরম মূর্খতা।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

দাজ্জালের ফিতনা থেকে ঈমান বাঁচানোর জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি তা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো-

[১] হাকেম গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডে ৫১০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে ইবলিসি শক্তিগুলো মিথ্যা মাহদীকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করবে, আর সত্য মাহদীকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবে। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাহদীর যেসব

আলামত বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে সামনে রেখে ঘটনার বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করা।

[২] দাজ্জালের যুগে বাস্তবতা ততটুকু হবেনা, যতটুকু চলবে গুজব ও অপপ্রচার। এই প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর সবচেয়ে কার্যকারী মাধ্যম হবে আধুনিক প্রচার মাধ্যমসমূহ। যেমন, পত্রিকা, রেডিও, টিবি, মোবাইল, ফোন ও ইন্টরনেট ইত্যাদী। বর্তমান এই দাজ্জালী প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত বেশী প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই অপপ্রচারের জোরে সত্য চাপা পরে যায়। উদাহরণ স্বরূপ-

[ক] হিটলার ৬০ লক্ষ ইয়াহুদী ও অন্যান্য জাতী-গোষ্ঠীসহ মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল। তারপরেও তাকে কোন দাজ্জালী মিডিয়া টেরোরিষ্ট বা সন্ত্রাস বলে প্রচার করেনি। কারণ, সে মুসলিম নয়।

[খ] জোসেফ স্টালিন ২০ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছিল। তারপরও তাকে সন্ত্রাস বলা হয়নি। কারণ, সে একজন খৃষ্টান; মুসলিম নয়।

[গ] মাও সে তুং ১ থেকে ২০ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেও সন্ত্রাস হয়না। কারণ, সে মুসলিম নয়।

[ঘ] মুসলিনি (ইতালিয়ান) ৪ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল। তাকেও কোন মিডিয়া সন্ত্রাস বলে আখ্যা দেয়নি। কারণ, সে একজন খৃষ্টান; মুসলিম নয়।

[ঙ] অশোকা (কালিঙ্গাবেটল) ১ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল। কিন্তু কোন প্রচার মাধ্যম তাকেও সন্ত্রাস বলে না। কারণ, সে একজন খৃষ্টান; মুসলিম নয়।

[চ] জজ ডাব্লিউ বুশ ইরাক ও আফগানে ১.৫ মিলিয়ন নারী ও শিশু হত্যা করেছে। কিন্তু কোন মিডিয়া তাকে সন্ত্রাস বলেনা। কারণ, সে একজন খৃষ্টান; মুসলমান নয়।

[ছ] হায়দারাবাদে ও গুজরাটে কসাই নরেন্দ্র মোদি হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে যা সবারই জানা। তারপরও তাকে সন্ত্রাস বলে প্রচার করেনা। কারণ, সে একজন কট্টরপন্থি হিন্দু; মুসলিম নয়।

[জ] এখন তো মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর চলছে গণহত্যা, গণধর্ষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন। তাদেরকে তো কোন মিডিয়া বৌদ্ধ সন্ত্রাসী হিসাবে প্রচার করেনা। কারণ, তারা মুসলিম নয়।

ভূপৃষ্ঠে যত গণহত্যা হয়েছে এবং এখনো আমেরিকা এবং তার দোসররা ড্রোন দিয়ে নারী ও অবুঝ শিশুদের হত্যা করে চলছে, তারা সন্ত্রাস নয়। কিন্তু শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহ.) মত যে সকল সচেতন, দ্বীন অনুরাগী, মুসলিম, এই হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাস। কারণ একটাই, তারা মুসলিম।

দাজ্জালী মিডিয়ার সংবাদ যারা পড়ে ও শোনে, তারা সাধারনত নিজের মাথায় চিন্তা করেনা। বরং এসব মিডিয়ার সংবাদ, ছবি, ও পর্যালোচনাই তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর পুরাপুরি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এবং বাস্তবতা যাচাই না করে নিজেও সেই অপপ্রচারে অংশীদার হয়ে যায়। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾ لَوْ لَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٢﴾

অর্থ. যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা এটাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করোনা, এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য কৃতকর্মের ফল ততটুকু আছে, যতটুকু গুনাহ সে করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকায় আছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের সম্পর্কে সু-ধারনা করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। [সূরা নূর-১১-১২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

অর্থ. হে মু‘মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন (মিডিয়ার মাধ্যমে তোমাদের কাছে কোন) সংবাদ উপস্থাপন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে কষ্ট না পৌঁছাও এবং পরে নিজেদের কৃতকমের জন্য অনুতপ্ত না হও।

[সূরা হুজুরাত-৬]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে বিরত থাক। কারণ, কোন কোন ধারণা গুনাহ। [সূরা হুজরাত-১২]

কাজেই আধুনিক প্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য সুবিধা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এসব আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এখন থেকেই এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যে, আগামীকাল যদি আপনি এসব প্রযুক্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, তাহলে এসব পরিত্যাগ করতে যেন আপনাকে কোন সমস্যায় পতিত হতে না হয়। এটাই আপনার জন্য কল্যাণকর।

[৩] যখন কোন বিষয়কে দাজ্জালী শক্তির পক্ষ থেকে সন্দিহান বানিয়ে দেওয়া হবে এবং বিষয়টি 'সঠিক না ভুল' এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে, তখন আধুনিক বস্তুগত উপকরণের মাধ্যমে তথ্য জানার পরিবর্তে আল্লাহর সত্যবাদী বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। কেননা পরিস্থিতিকে যারা দাজ্জালের চোখে দেখে এবং যারা আল্লাহর নূরের সাহায্যে দেখে, উভয়ে কখনো সমান হতে পারেনা ।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

অর্থ. মু'মিন লোকদের জন্য এখনও কি সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্বরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার স্বরণে অন্তর বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন তারা না হয় । [সূরা হাদিদ-১৬]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ ﴿۳۷﴾

অর্থ. এটা তাদের জন্য উপদেশ, যাদের রয়েছে জাগ্রত হৃদয় অথবা যে শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে। [সূরা ক্বাফ-৩৭]

[৪] হৃদয়ের স্কিনকে ওয়াস করে নিন। বিবেকবান মুসলিম ভাই ও বোনেরা! যখন পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ বুঝে ফেলবেন এবং তাদের টিভি

ও কম্পিউটারের স্কিনের ঘটনাচিত্র মনে সংশয় তৈরী করতে শুরু করবে, তখন ডানে বামে না দেখে নিজের বক্ষে স্থাপিত ক্ষুদ্র স্কিনটিকে ওয়াস করে নেওয়াটাই অধিকতর উত্তম হবে। তাই কবি বলেন-

* মুখের দাগে বিচলিত দেখে, আয়নায় বারে বার,
আত্মার খবর রাখ কি সে যে, কুৎসিত কদাকার।

*নষ্ট হৃদয়ের ভ্রষ্ট মানুষ, আসল মানুষ নয়,
সুস্থ হৃদয়ের শুদ্ধ মানুষ, আসল মানুষ হয়।

পরিস্কার হওয়ার পর দেখবেন এই ক্ষুদ্র স্কিনটি আপনাকে এমন দৃশ্যাবলী দেখাতে শুরু করবে, যা আপনি গোটা জীবনে আধুনিক হতে আধুনিকতর প্রযুক্তি ব্যবহার করেও দেখতে পারতেন না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

অর্থ. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলতে পার, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (হক বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী প্রমাণ) দান করবেন। [সূরা আনফাল-২৯]

এই ফুরকান হলো এমন বস্তু, স্কিনের যে পর্দা সাধারণ চোখে দেখা যায়না এমন সব বিষয়ও ফুরকান নামক বস্তু দেখাতে সক্ষম। খোদায়ী শক্তির সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে যায়, যেখানে জগতের ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়াদি চূড়ান্ত হয় এবং আল্লাহর তাজাল্লি প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। অবশেষে বান্দা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতে শুরু করে।

[৫] আল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিত তরজমা ও তাফসিরসহ পবিত্র কুরআন পাঠ করা। কেননা দাজ্জালের যুগে ফিতনা আত্মপ্রকাশ করবে অন্ধকার রূপে। সেই অন্ধকারের ফলে আলো ব্যতীত সত্যকে চেনা যাবেনা। আর মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে আলো হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَآاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

অর্থ. হে লোক সকল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে প্রমাণ। এবং আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের কাছে সমুজ্জল আলো। [সূরা নিসা-১৭৫]

অমানিশার ঘোর আঁধারে যেমন আলো ছাড়া রাস্তা চেনা যায়না, তদ্রুপ দাজ্জালের ফিতনার আঁধারে কুরআনের প্রদীপ ছাড়া দ্বীনের পথ, তথা সীরাতে মুস্তাকীম চেনা যাবেনা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনার অন্ধকার সময়ে সিরাতে মুস্তাকীম চেনার জন্য সূরা কাহফ নামক কুরআনের আলো বেশী বেশী তেলাওয়াতের জন্য বলেছেন।

সূরা কাহফে চারটি ঘটনা উল্যেখ রয়েছে,

[ক] আসহাবে কাহফের ঘটনা। যা তাদের ঈমানের উপর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

[খ] দুইটি বাগানের মালিকের ঘটনা। যা তার সম্পদের উপর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

[গ] মুসা ও খাজির আলাইহিস সালামের ঘটনা। যাতে তাঁর জ্ঞানের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

[ঘ] জুলকারনাইন ও ইয়াজূজ মাজূযের ঘটনা। যা তাদের ক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

দাজ্জালের সময় এই চারটি পরীক্ষা বান্দার থেকে একত্রে নেয়া হবে। আর সকল প্রকার অন্ধকার ও গুনাহ যেহেতু শয়তানের পক্ষ হতে আসে, তাই সকলের জন্য আবশ্যক হল শয়তান থেকে দূরে থাকা। অতএব শয়তান থেকে দূরে থাকার জন্য কুরআনের বিকল্প কিছুই নেই।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾

অর্থ. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর কুরআন থেকে বিমূখ থাকে, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করে দেই। অতপর সেই হয় তার বন্ধু। এবং তারাই (শয়তানরা) মানুষেকে সিরাতে মুস্তাকীম হতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতের পথের (অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীমের) উপর আছে। [সূরা যুখরূফ-৩৬,৩৭]

[৬] নিজের অন্তরকে আলোকিত রাখতে ও সত্যের কাফেলায় যুক্ত থাকতে সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী আলেমদের সান্নিধ্য হাসিল করুন। আল্লাহকে ভয় করুন, সব সময় সত্যপন্থীদের পথ অনুস্বরণ করে চলুন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ۝۱۱۹

অর্থ. হে মু'মিনগন! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (কথা কাজে) সত্যবাদীদের সাথে থাকো। [সূরা তাওবা-১১৯]

সত্যবাদী কারা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ۝۱۵

অর্থ. তারাই প্রকৃত মু'মিন যারা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনা। এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। তারাই হলো সত্যবাদী। [সূরা হুজরত-১৫]

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ۝۸

অর্থ. এই সম্পদ (মালে ফাই) দেশত্যাগী নিঃসদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। [সূরা হাশর-৮]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার পদ্ধতি কি হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হলো-

وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ۝۲۵

অর্থ. এবং আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচন্ড রণশক্তি, এবং মানুষের জন্য বহুবিদ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা জেনে নিবেন, কে গাইবে বিশ্বাস রেখে লোহা দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী। [সূরা হাদীদ-২৫]

একটি বিষয় সকলেরই জানা। তাহলো, মক্কা থেকে দূর্বল মুসলিমগণ ঈমানের কারণেই নিজেদের ধন-সম্পদ, ভিটামাটি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ও আল্লাহর জমিনে তার দ্বীন বিজয় করতে বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইনসহ অনেক যুদ্ধে তরবারী ধারণ করেছিলেন। এমনকি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দশ হাজার সাহাবী ছিলেন। প্রত্যেকের হাতে তরবারী ছিল, আর তরবারী লোহা দ্বারা নির্মিত। সুতরাং তারা যখন লোহা দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছিল, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করেছেন।

কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

অর্থ. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। [সূরা মুহাম্মাদ-৭]

আর যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, সাহায্যের ফলে বিজয় অর্জিত হবে, তখন মানুষ দলে দলে ইসলামের দিকে দীক্ষিত হবে, জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾

অর্থ. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আপনি মানুষদেরকে দেখবেন যে, তারা দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করছে। [সূরা নাছর-১,২]

অতএব, যে গুণের কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা সাহাবীদের সত্যবাদী বলেছেন, তাহলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ঈমানের কারণে ভালবাসা এবং লোহা নির্মিত অস্ত্র দ্বারা অথবা যেকোনভাবে সাহায্য করা। আল্লাহর সাহায্য পাওয়া ও দ্বীনের বিজয়ের জন্য প্রান্ত থেকে তেপান্তর, দেশ থেকে দেশান্তর হিজরত করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই পথে যারা চলবে তারাই হলো সত্যবাদী।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীদের একাধিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মূলত মুজাহিদীনের গুণ। তবুও কেউ জিহাদ ব্যতীত এক দুটি গুণের কারণে নিজেকে সত্যবাদী হিসাবে দাবী করতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এই দাবী ভিত্তিহীন প্রমাণ করতে শুধুমাত্র একটি গুণ উল্লেখ করেছেন আর তাহলো আল্লাহর পথে লড়াই করা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿۲۳﴾ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۴﴾

অর্থ. মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ (শহীদ হয়ে) জীবন কুরবান করেছে এবং কেউ কেউ (শহীদ হওয়ার) প্রতীক্ষা করছে। তাদের সংকল্প মোটেও পরির্বতন করেনি। এটা এজন্য যে আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদীতার কারণে প্রতিদান দিবেন। [সূরা আহযাব-২৩,২৪]

উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযুল হলো, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমার চাচা হযরত আনাস বিন নযর (রা.) বদর যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে যুদ্ধ করেছিলেন তাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দেয় তবে আল্লাহ তায়ালা দেখবেন আমি কি করি। উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বলেন হে আল্লাহ! মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমরা সম্পর্কহীনতা এবং এ বিষয়ে অসন্তুষ্টি ঘোষণা করছি। আর সাহাবাগণ যা করছে সে বিষয় তোমার কাছে ওযরখাহী করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলে সা'দ (রা.) এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তখন সা'দ তাকে বললেন হে আমার ভাই! আপনার সঙ্গে থেকে আমি আর কতটুকু করতে পারি। সা'দ আরো বললেন, তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি। তার শরীরে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত মিলিয়ে আশিটির অধিক যখম

ছিল। আনাছ (রা.) আরো বলেন, আমরা বলতাম তার এবং তার সাথীদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। [তাফসিরে কুরতুবী-১৪/১৫৯]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি (রহ.) তাফসির ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে كونوا مع الصدقين এর ব্যাপারে বলেন-

{ وَكُونُوا مَعَ الصادقين } يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات ، ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت

অর্থ. তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের সাথে যুদ্ধের ময়দানসমূহে থাক। তোমরা এ ব্যাপারে মতানৈক্যকারী হয়োনা এবং মুনাফিকদের সাথে ঘরে বসে থেকোনা। [তাফসীরে রাযি]

ইমাম ইবনে আব্দুস্ সালাম (রহ.) كونوا مع الصدقين এর ব্যাখ্যায় বলেন,

كونوا مع الصدقين يعنى مع الرسول واصحابه فى الجهاد

অর্থ. তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের সাথে যুদ্ধে থাকো।
[তাফসির ইবনে আব্দুস সালাম-৩৯]

তো, যুদ্ধ কি শুধু পুরুষেরাই করবে, নাকি নারীদেরও কোন ভূমিকা আছে? আসুন এবার সে বিষয়ে জানা যাক।

ময়দানের বাহিরে নারীদের ভূমিকা

জিহাদের কাজ কেবল ময়দানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। ময়দানের বাহিরেও অনেক কাজ আছে। যেমন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মুজাহিদ গঠন, ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ, মাল কালেকশন, সংশয় দূরীকরণ ইত্যাদি আরো অনেক কাজ। যে কাজগুলো না করলে ময়দানের জিহাদে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে যাবে। আর ময়দানের বাহিরের কাজে নারীরা যে ভূমিকাগুলো রাখতে পারেন, তার কিছু এখানে বর্ণনা করা হলো,

[১] সন্তানদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন ওয়েব সাইট বা ইন্টানেট থেকে মুজাহিদীনের ছবি ও ভিডিওগুলো দেখানো

তাদের মতো হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা। অন্তত দু'টি অনুপ্রেরণার গল্প বা আল্লাহর কালামের কয়েকটি আয়াত বলেও তাদেরকে জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে পারেন। বাচ্চারা ছোট থাকতেই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ তারা যখন বড় হবে, দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন এ কথাগুলো হঠাৎ করে শুনলে তাদেরও জিহাদের মাঝে দ্বন্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ভুলে যাবেনা কচি বয়সে শোনা কথা ও দেখা জিনিসগুলো। আর কচি বয়সে শোনা কথা ও দেখাগুলো বাচ্চাদের মনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। জিহাদের কথা শিখানোর জন্য কোন বয়স নেই। কখনো মনে করবেন না জিহাদ শিখানোর জন্য আপনার সন্তানের এখনো বয়স হয়নি। নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত যেমন ফরজ। এগুলোর মাসআলা শিখার যেমন কোন বয়স নেই। ছোট থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত শিখা যাবে। যদি অল্প বয়সে জিহাদ শিক্ষা শরীয়ত সম্মত না হয়, তাহলে মুআ'জ এবং মুআ'ওয়াজ রাযি. বদর প্রান্তে আবু জাহেলকে হত্যা করেছিলেন জিহাদ না শিখেই? উসামা বিন যায়েদ (রাযি.) কে যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠাচ্ছিলেন জিহাদের প্রশিক্ষণ না দিয়েই? দ্বীনের শিক্ষা ও চর্চা ছোট থেকেই করতে হয়। অতএব, জিহাদ যেহেতু দ্বীনের অংশ, তাই তা শিক্ষা ও চর্চা ছোট থেকেই করতে হয়।

[২] আপনজনদেরকে জিহাদে যেতে উৎসাহিত করা.

ধৈর্যের সাথে পরিবারের পুরুষদেরকে নাসীহা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা। আল্লাহর প্রতি ও অন্যান্য মুসলিম ভাই বোনদের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া। পরকালের বিশাল পুরস্কারের কথা, জাহান্নামের ভয়ংকর আযাবের কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া। এমনভাবে উৎসাহিত করে গড়ে তোলা যেন তাদের মাঝে জিহাদ ও শাহাদাতের তামান্না এসে যায়। যেন জিহাদে যাওয়াকে বোঝা মনে না করে। নিজ পরিবারের পুরুষদেরকে দৃঢ়, ধৈর্যশীল ও আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করুন। যেন তারা তাদের মিশনের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে। এবং ফেলে আসা

পরিবারের কথা ভেবে দুঃশ্চিন্তা না করে। বোন আমার! পরিবারের অন্যান্য নারীদেরকে দ্বীনের জন্য অনুকুল বা প্রতিকুল সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীলা হতে উৎসাহ দিন। রঙিন দুনিয়ার পাঁচ দশ মিনিটের ভোগ বিলাসিতা বর্জন করে আখেরাতকে লক্ষ্য বানাতে অনুপ্রাণিত করুন। কেননা যখন পরিবারের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিটি জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়েন, তখনকার সময়টা পরিবারের জন্য খুব কঠিন সময়। এ সময় পরিবারকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। বিশেষ করে মা-বোন-স্ত্রী, এদেরকে অনেক বেশী ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

[৩] দক্ষতা অর্জন ও কর্মের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা.

ইসলামে এমন বলা হয়নি যে, চাকরি পাবার জন্য নারীদেরকে কোন দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যদি একজন নারী এই নিয়তে লেখাপড়া করেন বা কোন কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যে, যখন তার স্বামী বা ভাইয়েরা জিহাদে যাবেন তখন তিনি তার পরিবারের দেখাশোনা করবেন। তবে ইনশাআল্লাহ এটাই তার জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হিসেবে গণ্য হবে। আদর্শিকভাবে মুজাহিদীন ও শহীদের পরিবারের ভরণ পোষনের দায়িত্ব নেওয়া মুসলিম উম্মাহর উপর বর্তায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নারীরাই পরিবারের হাল ধরবে এটাই সময়ের দাবী।

[৪] শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা ভূমিকা রাখা.

যারা ইসলাম থেকে জিহাদকে অপসারণ করতে চায়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নতুন করে জিহাদের ব্যাখ্যা দিতে চায়, যারা জিহাদের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচার চালায়, তাদেরকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং উচিত জবাব দিতে হবে তা শিখুন। কারণ, যদি জিহাদের ভুল তথ্য ছড়ানো হয়, তাহলে সেটা মুসলিমদের জন্য আরো বেশী ফিতনার কারণ হয়ে দাড়াবে। হে আমার বোন! বর্তমান সময়ে আল্লাহর বিধানসমূহ থেকে জিহাদ নামক বিধানের সবচেয়ে বেশী অপব্যাখ্যা চলছে। আম জনতা থেকে শুরু করে ত্বাগুত ও মুরতাদ শাসকের সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী আলেম পর্যন্ত এই গুনাহে লিপ্ত, এটা এক ভয়াবহ ফিতনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা থেকে মসজিদ মাদ্রাসা ও দ্বীনী মাহফিলগুলোও মুক্ত নয়। তাই জাতির ঈমানের হিফাজত ও অনুসন্ধানী চোখের ধূলা

অপসারণে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা জানা ও প্রচার করা সময়ের দাবী। অতএব বোনদেরকে মা আয়েশার মতো জ্ঞানের আধার হয়ে প্রতিবাদী ভূমিকায় শ্রোতের বিপরীতে দাড়াতে হবে। হতে হবে কলম সৈনিক, বুঝতে হবে দায়িত্ববোধ, লিখতে হবে অনবরত। তবেই তো উদিত হবে সত্যের সোনালী সূর্য, বিলুপ্তি ঘটবে মিথ্যা রাজত্বের, মুসলিমরা ফিরে পাবে হারানো সম্মান, রচিত হবে ইসলামিক নতুন অধ্যায়, ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শান্তির সুবাতাস বয়ে চলবে প্রান্ত থেকে তেপান্তরে।

[৫] আল্লাহর দ্বীনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা.

বোনেরা! অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনজন প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সাথে সাক্ষাত করে আল্লাহর রাস্তায় দানের গুরুত্ব বোঝান। বিশেষ করে ধার্মিক মা বোনদেরকে একটি বিষয় পরিস্কার বুঝিয়ে দিন যে, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের জন্য অর্থদানের জন্য এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, যা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেননি। যার ফলে মুসলিম মহিলারা কেউ নাকের ফুল, কানের দুল, গলার হার, এমনকি দুধের বাচ্চা পর্যন্ত দান করে আখেরাতের সওদা করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সময়ে এই পথে অর্থদান ও অর্থ সংগ্রহের মানুষের অনেক অভাব। তাই দ্বীনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত সুন্নতকে পূণরুজ্জীবিত করাও জিহাদের অংশ।

প্রিয় বোন আমার! দ্বীনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা অনেকের কাছে আত্মমর্যাদাবোধহীন অসম্মানের কারণ বলে মনে হয়। তাদের একটু ভেবে দেখা উচিত যে, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকেও বেশী? বোন আফিয়ার থেকেও বেশী? যিনি হাফেজা, আলেমা, বিজ্ঞানী, এভাবে চুয়াল্লিশটা ডিগ্রি অর্জন করে আমেরিকার মত কাফের দেশেও মুজাহিদীনদের জন্য পায়ের জুতা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। অতএব দ্বীনের জন্য নিজের রঙিন পরিচয়কে মুছে দিয়ে ইখলাসের সাথে কাজ করুন। তবেই তো জান্নাতের উচ্চ সম্মান পাওয়া যাবে।

[৬] দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করা.

বর্তমান প্রথিবীর যে সকল স্থানে জিহাদ চলছে সেখানকার মুজাহিদীনদের জন্য বেশী বেশী দোয়া করা-দোয়া চাওয়া। কেননা মুজাহিদগণ আমাদের

সকলের কাছে এই অনুরোধটিই করেছেন, দোয়ার সময় কখনো তাদেরকে যেন না ভুলি। সুতরাং যেভাবে পারেন মন থেকে তাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের আন্তরিক দোয়াগুলো কবুল করেন। তাদের জন্য দোয়া করাটাও জিহাদের অংশ হিসেবেই মহান রবের কাছে গণ্য হবে।

[৭] <u>একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখা.</u>

মহান আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারণ করেছেন তা ঘটবেই। কেউ তা থামাতে পারবে না। যদি আপনার প্রিয় মানুষটির ভাগ্যে জখম বা হত্যা হওয়া লিখা থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে সেটা হবেই হবে। জিহাদে না যেয়েও কেউ সেটা ভাগ্য থেকে সরাতে পারবে না। যদি কারো আর্থিক কষ্টে পড়ার কথা ভাগ্যে লিখা থাকে, তবে সে তাতে পড়বেই। যদি স্বামী বা পিতা ঘরে থাকে, তবুও তারা এটাকে রোধ করতে পারবে না। এজন্য অর্থ অভাবের ভয়ে তাদেরকে জিহাদের ময়দানে যাওয়া থেকে আটকাবেন না। নিজেকে বারবার ইসলামের কথা স্বরণ করান। আল্লাহর জন্য দুনিয়ার বিলাসিতা ত্যাগ করুন। নিজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করুন।

জিহাদের ময়দানে নারীদের ভূমিকা

শরীয়তের বিধান জিহাদ যখন ফরজে কিফায়া হয়, তখন জিহাদ নারীর জন্য ফরজ নয়। জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে, শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে চলে আসলে, মুসলিম ভূখন্ডে আক্রমণ চালালে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হবে। পুরুষ হোক বা নারী। এমনকি নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই, ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার অনুমতি ছাড়াই, জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাবে। যেমন, ফরজ সালাত, সিয়াম, জাকাত আদায়ের জন্য স্বামী বা মনিবের অনুমতির প্রয়োজন হয়না। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখা যায়, জিহাদ ফরজে আইন অবস্থায় মুসলিম মহিলারা তাতে সরাসরি অংশ গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই ঘটেছে। রাসুল তাদের নিষেধ করেন নি।

উদাহরণ স্বরূপ দুইটি ঘটনা উল্যেখ করা হলো-

[১] উম্মে সুলাইম রাযি. এর ঘটনা

হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম বিন মিলহান রাযি. কাপড় পেঁচিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাদের ব্যাপারে আপনার কি মতামত যারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে? আল্লাহ যদি তাদের উপর আপনাকে ক্ষমতা দান করেন তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত হবেনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে সুলাইম! আল্লাহর ক্ষমা বিশাল। উম্মে সুলাইম তিনবার এই কথাটি পূণরাবৃত্তি করলেন। এবং প্রতিবারই রাসুল একই জবাব দিলেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয়! উম্মে সুলাইমকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি জিহাদ করতে বাঁধা দেননি বা নিষেধ করেন নি। এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজনের ভিত্তিতে জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন নারীদের জিহাদে অংশ গ্রহণের বিধান শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ীই আবশ্যক।

[২] উম্মে আম্মারা রাযি. এর ঘটনা

অনুরূপভাবে নুসাইবা বিনতে কা'ব নামক বিরঙ্গনা নারী। যিনি উম্মে আম্মারা নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন শহীদের মা। একজন অকুতোভয় বীর সাহাবীর স্ত্রী। এই নুসাইবাও একাধিকবার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মুসাইলামা কাজ্জাবের যুদ্ধে তার হাত কাটা পড়ে। উহুদের যুদ্ধে তার যোগদানের ঘটনাটিই অধিক প্রশিদ্ধ। উহুদের ময়দানে যখন মুসলিম সেনাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর দ্বিধা কাজ করছিল। অপরদিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কাফেররা একেরপর এক আঘাত হানছিল। সে সময় খুব অল্প সংখ্যক সাহাবী রাসুলের কাছাকাছি ছিলেন। তারা নবীজিকে নিজের দেহ দিয়ে সুরক্ষা করছিলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন নুসাইবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুদ্ধের পর বলেন, আমি যখন ডানে ফিরলাম, তাকিয়ে দেখি উম্মে আম্মারা। যখন বামে ফিরলাম, দেখি উম্মে আম্মারা। জিহাদের পরেও নবীজি তার যখমের খোজ নিলেন। উম্মে আম্মারা কি চান তা জানতে চাইলেন। নুসাইবা উত্তর দিলেন, তিনি জান্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতে চান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয়! নুসাইবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে বামে চতুর্দিকে কাফিরদের আঘাত প্রতিহত করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিষেধ করেন নি। বরং রাসুল আরো খুশি হয়ে প্রশ্ন করেছেন, নুসাইবা! তুমি কী চাও ? সুতরাং এ ঘটনা থেকেও প্রতিয়মান হয় যে, জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন বিশেষ প্রয়োজনে নারীগণ জিহাদে অংশ গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত ভাবেই আবশ্যক হয়ে যায়।

কুরআন কেন অবতীর্ণ হলো

মানবতার চরম দূর্দিনে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা জীব তার মর্যাদার আসন থেকে ছিটকে পড়ে যখন মূল্যহীন পশুর মতো অমানিশার ঘোর আঁধারে অপরাধ ও অপকর্মের সাগরে নিমজ্জিত ও উপেক্ষিত, তখন অসহায় মানবতার বুকফাটা আর্তনাদ শোনার কেউ নেই। সকলেই জড়বাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদের নেশায় বেহুশ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত। মানবতার এ করুণ সংকটময় মুহুর্তে আশরাফুল মাখলুকাতকে সকল প্রকার অন্ধকার থেকে বের করে সামগ্রিক কল্যাণের আলোতে সফল জীবন উপহার দেয়ার নিমিত্তে মহান আল্লাহ তায়ালা দান স্বরূপ বিশ্ববাসীকে প্রদান করেন জ্যোতিময় মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۱﴾

অর্থ. এ কিতাব আপনার কাছে নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানব সম্প্রদায়কে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। [সূরা ইবরাহীম- ১]

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹﴾

অর্থ. তিনিই তার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন তোমাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু।

[সূরা হাদীদ-৯]

يٰٓاَهۡلَ الۡكِتٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيۡرًا مِّمَّا كُنۡتُمۡ تُخۡفُوۡنَ مِنَ الۡكِتٰبِ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ؕ قَدۡ جَآءَكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ نُوۡرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيۡنٌ ۙ﴿۱۵﴾ يَّهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۱۶﴾

অর্থ. তোমাদের কাছে এসেছে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি আলোকময় জ্যোতি এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব। এর দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালা এরূপ লোকদেরকে নিরাপত্তার পথ দেখান যারা তার সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। এবং তিনি নিজ তাওফীকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন। [সূরা মায়েদা-১৫-১৬]

এ কুরআনই মানুষের সকল অজ্ঞতা দূর করে পৃথিবীতে সত্যিকার আলোর মশাল জ্বালিয়েছিল। কুরআনই দিয়েছিল সত্যিকার দিক-নির্দেশনা। কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেই তারা জাহিলিয়াত থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর সেরা জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এ কুরআন বুকে ধারণ করে মাত্র কিছু সংখ্যক মুসলমান শির উঁচিয়ে শামশির হাকিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেছেন। বাধার শত প্রাচীর মাড়িয়ে একত্ববাদের ঝান্ডা উঠিয়েছেন সর্বোচ্চ চূড়ায়। যা আজ দেড়শত কোটি মুসলমানের বিচরণস্থল পৃথিবীতে কল্পনা করাও দুরূহ ব্যাপার।

পৃথিবীর মোড়ল সব বেঈমানদের দল। মুসলমানরা যেন তাদের কেনা গোলাম। পৃথিবীর তিনভাগ জল যেন আজ মুমিনের রক্তে রঞ্জিত। দৃষ্টি নিবদ্ধের স্থানগুলো লাশের স্তুপে ভরপুর। বায়ু তরঙ্গেও লাশ পোড়া বিদঘুটে গন্ধ। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালে দেখতে পাব মুসলিম জাতির উত্থান হয়েছিল আল্লাহ প্রদত্ত একটি নেয়ামত গ্রহণ করার কারণে আর বর্তমানে পতনও হচ্ছে সেই নেয়ামতটি বর্জন করার কারণে। সেই নেয়ামতটি হলো মানবতার গাইড বুক মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا ۪ وَ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ کُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِکُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهٖۤ اِخۡوَانًا ۚ وَ کُنۡتُمۡ عَلٰی شَفَا حُفۡرَۃٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَکُمۡ مِّنۡهَا ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمۡ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ﴿۱۰۳﴾

অর্থ. আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এ বিষয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নেয়ামত রয়েছে তা স্বরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তখন তিনিই তোমাদের মনে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে। এবং তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে মহান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কল্যাণের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন যেন তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও। [সূরা আলে ইমরান-১০৩]

উক্ত আয়াতে 'হাবলুল্লাহ' দ্বারা তাফসীরবিদদের মতে কুরআনুল কারীম উদ্দেশ্য। যার প্রমাণ নিম্নরূপ-

عن [أبي] سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كِتَابُ اللهِ، هو حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ"

অর্থ. হযরত আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআনুল কারীম হলো মাহান আল্লাহ তায়ালার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত।

[তাফসীরে দুররে মানসূর- ২/২৮২, মাজহারি- ২/১০৬, ইবনে আতিয়্যাহ, ১/৪৮৩, কুরতুবি- ৪/১৫৯, বাগবী- ২/৭৮, কাশশাফ- ১/৩৯৪, বায়যাবী- ২/৩২, তাবারী- ৭/৭২, ইবনে কাসীর- ২/৮৯]

নিম্নের হাদিসটিতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور، قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على عليّ فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنها ستكون فتنة" فقلت: ما المَخْرج منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحُكْم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهَزْل، من تركه من جبار قَصَمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تَلْتَبِس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخْلَق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذْ سمعته حتى قالوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ} [الجن: ١، ٢]، من قال به صَدق، ومن عمل به أُجِر، ومن حكم به عَدَل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم". خذها إليك يا أعور، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات،

অর্থ. হারিস আ'ওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন মসজিদে গিয়ে দেখি লোকেরা আলাপ চারিতায় রত। হযরত আলী রাযি. এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! দেখছেন না লোকেরা নানা কথাবার্তায় মত্ত! তিনি বললেন, এরা কি তাই করছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোনো! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! অচীরেই ফিতনা ফাসাদ দেখা দিবে। আমি বললাম তা থেকে বাঁচার উপায় কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব। তাতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের সংবাদ। তোমাদের জন্য সংবিধান। এ হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। এটা নিরর্থক নয়। যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে তা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তায়ালা তার গর্দান ভেঙ্গে দিবেন। একে বর্জন করে যে ব্যক্তি হিদায়াত তালাশ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দিবেন। এ কুরআন হলো মহান আল্লাহ তায়ালার সুদৃঢ় রজ্জু। এ হলো বিজ্ঞানময় উপদেশ। এ হলো সরল সঠিক পথ। এর অনুস্বরণে মানুষের চিন্তাধারা বক্র হয়না। এতে যবান জড়তার শিকার হয়না। আমিলগণ এর থেকে কখনো পরিতৃপ্ত হয়না। বারবার পাঠেও তা কখনো পুরাতন হয়না।

এর বিস্ময়ের অন্ত নেই। এটা সেই গ্রন্থ যা শোনার পর জিনেরা এই কথা না বলে থাকতে পারেনি যে-

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ

আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। সুতরাং আমরা তাতে ঈমান এনেছি। [সূরা জিন-১-২]

যে ব্যক্তি এর অনুস্বরণের কথা বলে সে সত্য বলে। যে ব্যক্তি তদানুযায়ী আমল করবে সে প্রতিদান পাবে। যে ব্যক্তি তদানুযায়ী বিচার করবে সে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি এর দিকে আহবান করে সে সিরাতে মুস্তাকীমের দর্শন পায়। হে আ'ওয়ার! তোমার প্রতি আমার এ কথাগুলি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো।

[তিরমিযি-২৯০৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৭/১৬৫, দারেমী-২/৪৩১, মুসতাদরাকে হাকেম- ১/৫৫৫, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-২/ ৩৭৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১০/৪৮২, তাফসীরে তবারী-৭/১৬৪, তাফসীরে বাগভী-২/৭৮, ইবনে কাসীর-৪/৫৮২]

وفي أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة)

অর্থ. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারি জিনিস রেখে গেলাম। তার থেকে একটি হলো আল্লাহর কিতাব। এটিই আল্লাহর রজ্জু। যে ব্যক্তি এর পরিপূর্ণ অনুস্বরণ করলো সে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এবং যে এটা বর্জন করবে সে গোমরাহীর উপরে থাকবে। [তাফসীরে খাজেন-১/২৭৭]

عن عبد الله، قال: إن الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هلم هذا الطريق! ليصدوا عن سبيل الله. فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله

হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইসলামের পথ হলো মিলন মেলা। সেখানে অনেক শয়তান উপস্থিত হয়ে আহবান করতে থাকে যে, হে আল্লাহর বান্দা! (আমার দেখানো) এই পথে আস। এভাবে তারা আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে ধরো। নিশ্চয়ই আল্লাহর রজ্জু হলো আল্লাহ তায়ালার কিতাব। [তাফসীরে তাবারী-৭/৭২, হাদীস নং ৭৫৬৬]

عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هو حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وهو النور المبين وهُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ"

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই এই কুরআনুল কারীম হলো মহান আল্লাহ তায়ালার রজ্জু। এই কুরআন হলো জ্যোতি। এবং কুরআন হলো আত্মার কল্যাণময় চিকিৎসা। যে এটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তার জন্য এটা গুনাহের অন্ধকার থেকে রক্ষার উপায়। যে এর পরিপূর্ণ অনুস্বরণ করবে, তার জন্য এটা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। [তাফসীরে ইবনে কাসীর-২/৮৯, বয়ানুল মায়ানী-৫/৩৭৫]

উক্ত আয়াতে কুরআনুল কারীমকে রূপক অর্থে রজ্জু বলা হয়েছে। যাতে করে মুসলিম উম্মাহ গুনাহ বর্জন করে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয় ও মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রনে থাকে।

যেমন কূপের পানি উত্তলনের সময় রশির এক প্রান্ত থাকে বালতির সাথে দৃঢ় স্থাপন। এই সংযোগ যদি না থাকে তবে বালতি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কূপের গভীরে তলিয়ে যাবে। ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে কুরআন নামক লম্বা রশি ছেড়েছেন যমীনে। রশির এক প্রান্ত মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে। আর অপর প্রান্ত দিয়েছেন জগতবাসীর সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপনের জন্য। যদি জগতবাসী রশির সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাহান্নামের গভীরে তলিয়ে যাবে। [তাফসীরে বায়যবী- ২/৩১]

বলা বাহুল্য, জগতবাসী ছাগল, গরু, মহিষ, উট, গাধা, খচ্চর, ঘোড়া এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে রশির বন্ধনের মাধ্যমে। এগুলো যখন রশির বন্ধনমুক্ত হয় তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দিক-বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। একপর্যায়ে মানুষ তাদের উপর চড়াও হয় ও নির্যাতন করে বন্দি করে রাখে। ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন নামক রশি দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম নামক ঘরে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই কুরআন নামক রশি নিজেদের গলায় পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ মুসলিম উম্মাহ উক্ত রশিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে বন্দি হয়ে জাহান্নামের পথ ধরছে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার ইরশাদসমূহ ক্রমান্বয়ে উল্যেখ করা হলো,

[এক]

কুরআন থেকে বিমুখ হলে তার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে বাতিল পথে থেকেও নিজেকে সুপথপ্রাপ্ত মনে করে-

وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ۝۳۶ وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۝۳۷

অর্থ. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার পিছনে এক শয়তান নিয়োজিত করি। অতপর সে হয় তার সহচর বন্ধু। তারাই কুরআন বর্জনকারী মানুষগুলোকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। অথচ তারা মনে করে যে তারা হিদায়াতের উপর পরিচালিত হচ্ছে। [সূরা যুখরূফ-৩৬-৩৭]

[দুই]

কুরআন থেকে বিমুখ হলে জীবন যাপন সংকীর্ণ হয়ে যায়। সে হাশরের দিন অন্ধ হয়ে উঠবে-

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى۝۱۲۴ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا۝۱۲۵ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى۝۱۲۶ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى۝۱۲۷

অর্থ. এবং যে আমার স্বরণ (কুরআন) থেকে বিমুখ, তার জীবন যাপন হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উঠাব অন্ধাবস্থায়। সে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে কেন অন্ধাবস্থায় উঠালেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। মহান আল্লাহ বলবেন, এরূপেই আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল। কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এবং সেভাবে তুমিও আজ বিস্মৃত হলে। এবং এভাবেই আমি তার প্রতিদান দেই যে সীমালঙ্ঘন করে ও তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস করেনা। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। [সূরা ত্ব হা-১২৪-১২৭]

[তিন]

আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ ব্যক্তি সবচে বড় জালেম-

فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

অর্থ. অতপর তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং পথ নির্দেশক ও রহমত সমাগত হয়েছে। অতপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে থাকবে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলবে তাদেরকে আমি এড়িয়ে চলার কারণে অতিসত্বর কঠিন শাস্তি দিব। [সূরা আনয়াম-১৫৭]

[চার]

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

অর্থ. তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতপর সে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে। এবং তাদেরকে বধির করেছি। তুমি তাদের সৎপথে আহবান করলেও তারা কখনো আসবে না। [সূরা কাহফ- ৫৭]

[পাঁচ]

রাসূলের বিরোধিতা করে, মুমিনদের পথ ব্যতিত ভিন্ন পথ গ্রহণ করলে তাকে ভ্রান্ত পথেই ছেড়ে দেয়া হবে-

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

অর্থ. এবং যে হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিশ্বাসীদের বিপরীত পথে চলে তবে আমি তাকে ঐদিকেই ফিরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে। এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তা কতোইনা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। [সূরা নিসা-১১৫]

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিকা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পথ বিসর্জন দিয়ে বাইপাসে জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে জনসমাজে পরিচিত বড় বড় সাইনবোর্ডধারী আলেম উলামা পীর ফকীররা -যাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা হলো পেট ও পকেট- যেন বিভোর। এই প্রচেষ্টায় তারা যাই অর্জন করুক না কেন, তাদের আত্মার ক্ষুধা কোনদিনই নিবৃত হবেনা। এমন ব্যক্তিদের অন্ধ অনুস্বরণের জোয়ারে এক বিবেকহীন জাতির ঈমান আকীদা ভেসে যাচ্ছে।

বন্যার প্লাবণ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, এই জোয়ারে অচীরেই ভাটা নামে। অন্ধ অনুস্বরণের জোয়ার অবিরত বেড়েই চলছে, যার ভাটা নেই।

মুসলিম উম্মাহর সামনে কুরআন ও তার বিধান মানার প্রশ্ন আসলে তার অন্ধ অনুস্বরণীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে বলে, এটা কেন মানব? এটা মানা আবশ্যক হলে আমার পীর সাহেব হুজুর যার লক্ষ লক্ষ মুরীদের অনেকেই আলেম উলামা মুফতী মুহাদ্দীস আছে, উনি কেন মানেন না? উনি কি কুরআন হাদীস কম বোঝেন? অতএব উনি যেহেতু ইহা মানেন না, সেহেতু এটা মানা আবশ্যক নয়।

আবার অনেকেই বলে, এটা কেন মানব? এটা মানা আবশ্যক হলে আলেম উলামা মুফতী মুহাদ্দীস ও দেশ বিদেশ ভ্রমণকারী মুরুব্বীরা কেন মানেন না? যাদের মধ্যে অসংখ্য আলেম রয়েছে। তারা কি বোঝেন না? অতএব এটা মানা আবশ্যক হলে তারা নিজেরাও মানতো, মুসলিম উম্মাহকে মানার নির্দেশও দিত। যেহেতু তারা নিজেরাও মানেনা, মানার নির্দেশও করেন না, সুতরাং এটা মানা আবশ্যক না।

আবার অনেকে বলে, আমরা তো সাধারণ মানুষ। কুরআন হাদীস মাসআলা মাসায়েল বুঝিনা তাই দ্বীন মানার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধীকারী উলামায়ে কেরামের অনুস্বরণই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাদের ওয়াজের ময়দান থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ময়দান পর্যন্ত জন সমুদ্র গড়ে তুলি। তাদের নির্দেশেই মিসিল, মিটিং, হরতাল, অবরোধে বুকের তপ্ত রক্তে যমীন লাল করি। তাদের নির্দেশেই পরিচালিত হয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ। সুতরাং তারা যদি ভুল নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তবে রব্বে কারীমের দরবারে এর জবাবদিহিতার দায়ভার তারাই গ্রহণ করবেন, আমরা নই।

এভাবে তারা নিজেদের দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে চায় অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে।

অথচ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

অর্থ. কেউ (স্বেচ্ছায় বা অন্যের প্ররোচনায়) অনু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পারবে। [সূরা যিলযাল-৮]

নিজের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকারের কোনই অবকাশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۝٣٨ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝٣٩

অর্থ. তা এই যে, অবশ্যই কোন বহনকারী অপরের (গুনাহের) বোঝা বহন করবে না। এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। [সূরা নাজম-৩৮-৩৯]

মৌলিকভাবেই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষকেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হক-বাতিল, হালাল-হারাম বোঝার জ্ঞান দান করেছেন। যার উৎস হলো সুস্থ বিবেক। এই জ্ঞানের বিকাশের জন্য কুরআন হাদীস জানা নির্ভরশীল নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠

অর্থ. এবং আমি কি তাদের ভালো মন্দ দু'টি পথই দেখাই নি?

[সূরা বালাদ-১০]

উক্ত জ্ঞান যাদের নেই কুরআন হাদীসের যতই পান্ডিত্য অর্জন করুক না কেন সঠিক পথ নিরূপণ করতে কখনো তারা সম্ভব হবেনা ।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝٩٣

অর্থ. আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন । ফলে তারা কিছুই জানেনা । [সূরা তাওবাহ-৯৩]

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ۝٢٢

অর্থ. আল্লাহ তায়ালার কাছে নিকৃষ্টতম জীব হলো ঐসব বোবা ও বধীর লোক যারা কিছুই বোঝেনা । [সূরা আনফাল-২২]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও আম জনতার জন্য ধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের দিক নির্দেশনাই মাইল ফলক । কিন্তু এই দিক নির্দেশনা পালন করতে গিয়ে, আবেগ প্রবণ হয়ে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী হলেও অন্ধ অনুস্বরণ কাম্য নয় । বরং নিজেদের মান্যবরদের ব্যাপারে ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে এতটুকু তো অবশ্যই যাচাই করে নিবে, যতটুকু যাচাই একজন রোগী কোন ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে যাওয়ার পূর্বে করে নেয় ।

যারা জানে তাদের থেকে এটা যাচাই করে যে, এই রোগের জন্য কোন ডাক্তার বেশী অভিজ্ঞ, কোন কবিরাজ ভালো, সে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? তার চেম্বারে গমনকারী এবং চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা কী হয় । তাহলে যদিও সে চিকিৎসক বা কবিরাজের ফাঁদে পড়ে যায় বা ঐ ডাক্তার বা কবিরাজ ভুল চিকিৎসা করে বসে, তবুও বিবেকবান মানুষের কাছে সে তিরষ্কৃত হয়না ।

কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি যাচাই বাছাই না করে কোন আনাড়ি চিকিৎসক বা হাতুড়ে ডাক্তারের জালে ফেঁসে যায় বা কোন বিপদে পড়ে, তাহলে লোক সমাজে সে অবশ্যই তিরষ্কারের পাত্র হবে । কারণ সে নির্বুদ্ধিতার কারণে বিপদে পড়েছে । দ্বীনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের জন্য কাউকে অনুস্বরণের বিষয়টিও এমনই । এই মূলনীতি উপেক্ষা করে যারা বিপদগামী হবে, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ نَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَ جَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۳﴾

অর্থ. হে নবী! আপনি যদি জালিমদের দেখতেন, যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দাড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। দূর্বলেরা (অনুস্বারী) অহঙ্কারকারীদের (মান্যবর)-কে বলবে, সেদিন তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। একথার জবাবে অহঙ্কারকারীরা বলবে, তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। এবার দূর্বলেরা বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তার অংশীদার সাব্যস্ত করি। [সূরা সাবা-৩১-৩৩]

وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ اَجَزِعْنَاۤ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾

অর্থ. সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে এবং দূর্বলেরা অহঙ্কারকারীদের বলবে যে, আমরা তো তোমাদের অনুস্বারী ছিলাম। অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের কিছু রক্ষা করবে কি? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা অস্থির হই কিংবা সবর করি একই কথা। আমাদের আজ কোন রেহাই নেই। [সূরা ইব্রাহীম-২১]

অনুস্বরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মাহর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা সুনির্দিষ্টভাবে দুইটি অপশন রেখেছিলেন।

১) আল্লাহর অনুস্বরণ

২) নবীর অনুস্বরণ

তৃত্বীয় কোন অপশন ছিলনা। অর্থাৎ উম্মাহর মধ্যে থেকে অন্যজনকে অনুস্বরণের সুযোগ ছিলনা। কেননা মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় যত প্রয়োজন ছিল তাদের নবীগণই সমাধান করতেন। এক নবীর ইন্তিকালের পরপরই তার স্থানে আল্লাহ তায়ালা আরেক নবী পাঠাতেন, যাতে নবী না থাকার কারণে ধর্মীয় কোন বিষয়ে উম্মতকে সংকটে পড়তে না হয়। এবং অভিযোগের ধারাবাহিকতাও রুদ্ধদ্বার হয়।

অনুস্বরণের ক্ষেত্রে পূর্বের উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তায়ালার ইরশাদসমূহ ক্রমাণ্বয়ে ইরশাদ করা হলো,

[এক]

নূহ আলাইহিস সালামের উম্মাহর প্রতি নির্দেশ ছিলো-

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٠٦ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٠٧ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ۝١٠٨

অর্থ. যখন নূহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমি নিশ্চয়ই তোমাদের কল্যাণের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় করো ও আমার অনুস্বরণ করো। [সূরা শুয়ারা-১০৬-১০৮]

[দুই]

হুদ আলাইহিস সালামের উম্মাহ 'আদ' এর প্রতি নির্দেশ ছিল,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٢٤ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٢٥ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ۝١٢٦

অর্থ. যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুস্বরণ করো।

[সূরা শুয়ারা-১২৪-১২৬]

[তিন]

সালেহ আলাইহিস সালামের উম্মাহর প্রতি নির্দেশ ছিলো,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾

অর্থ. যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুস্বরণ করো।

[সূরা শুয়ারা-১৪২-১৪৪]

[চার]

লূত আলাইহিস সালামের উম্মাহর প্রতি নির্দেশ ছিলো,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾

অর্থ. যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুস্বরণ করো।

[সূরা শুয়ারা-১৬১-১৬৩]

[পাঁচ]

শুয়াইব আলাইহিস সালামের উম্মাহর প্রতি নির্দেশ ছিলো-

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾

অর্থ. যখন শুয়াইব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? আমি তোমাদের অনুস্বরণের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমার অনুস্বরণ করো।[সূরা শুয়ারা-১৭৭-১৭৯]

অনুস্বরণের ক্ষেত্রে পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ অর্থাৎ আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা সুনির্দিষ্টভাবে তিনটি অপশন রেখেছেন।

[১] আল্লাহর অনুস্বরণ।

[২] নবীর অনুস্বরণ।

[৩] উলিল আমর ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম শাসকের অনুস্বরণ ।

এই উম্মতের জন্য তৃত্বীয় অপশন রাখার কারণ হলো, পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় যত প্রয়োজন ছিলো, তাদের নবীগণই পূরণ করতেন । এবং সর্বদা তাদের মাঝে কোন না কোন নবী অবস্থান করতেন । কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তৃত্বীয় কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হতনা । কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোত্রীয় নবী নন । তিনি বিশ্বনবী ও শেষ নবী । তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেনা । তিনিও উম্মতের মাঝে শেষ অবধি থাকবেনা । অতএব মুসলিম উম্মাহ নবীবিহীন অবস্থায় ধর্ম পালনে যেন সংকটে না পড়ে, আর অভিযোগের দরজাও যেন বন্ধ হয় ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۵۹﴾

অর্থ. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুস্বরণ করো এবং অনুস্বরণ করো রাসূলের এবং তোমাদের নির্দেশদাতা (ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম শাসকগণের) । তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো । যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী হয়ে থাকো । আর এটিই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতম সমাধান । [সূরা নিসা-৫৯]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের ক্ষেত্রে শর্ত ও সংকোচহীন অনুগত্যের কথা বলা হয়েছে । এজন্যই তো আল্লাহ ও রাসূলের পূর্বে ‘আতিউ’ শব্দ এনেছে । কিন্তু উলুল আমর অর্থাৎ নির্দেশদাতা মুসলিম শাসক বা উলামাদের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে অনুস্বরণের কথা বলা হয়েছে । তাই উলুল আমরের পূর্বে ‘আতীউ’ শব্দ উল্যেখ নেই ।

শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তায়ালা ‘মিনকুম’ শব্দ উল্যেখ করে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তোমাদের মুমিনদের মধ্য থেকে নির্দেশদাতার অনুস্বরণ করো । উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, নির্দেশদাতা শাসক বা আলেম যেই হোক না কেন, যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উসূল তথা কুরআন সুন্নাহ থেকে বের হয়ে যায়, অর্থাৎ যার দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শ

হলো কুরআন সুন্নাহর বিরোধী এবং নবী ও সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শ ও আমল বিরোধী, তবে তার অনুস্বরণ জায়েয হবেনা। বরং এরূপ স্থানে এর বিরোধীতা করে সত্য প্রকাশ ও সত্যের উপর অবিচল থাকাটাই মজবুত ঈমানের দাবি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾ وَ لَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

অর্থ. অবএব তুমি ও তোমার সাথে যারা কুফরী থেকে তওবা করেছে সবাই সোজা পথে অবিচল থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করোনা। তোমরা যা কিছু করছ নিশ্চয়ই তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আর তোমরা পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুকে পড়োনা। অন্যথায় তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। [সূরা হুদ-১১২-১১৩]

وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

অর্থ. যার হৃদয়কে আমার স্বরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার (কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে) খেয়াল খুশির অনুস্বরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার অনুগত্য করোনা। তুমি বলে দাও, সত্য (কুরআন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরীত। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি। [সূরা কাহাফ-২৮-২৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

অর্থ. হযরত আলী রাযি. সূত্রে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন এবং একজনকে এর সেনাপতি বানিয়ে তাদের সেনাপতির কথা শ্রবণ ও অনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। অতপর ঐ সেনাপতি আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে তাতে ঝাপ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। একদল লোক তাতে ঝাপ দিতে অস্বীকার করে বলল, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম কবুল করেছি। আবার কিছু লোক আগুনে ঝাপ দেয়া মনস্থ করলো। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বললেন, তারা যদি আগুনে ঝাপ দিত তবে চীরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যেত। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো অনুগত্য নেই। অনুগত্য কেবল সৎকাজে।

[সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৭১৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৭২৪ সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২২৫৬, সুনানে নাসায়ী হাদীস নং-৪১৩৪ মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৬৮৬]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থ. আব্দুল্লাহ রাযি. সূত্রে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নির্দেশদাতা পাপ কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তার নির্দেশ শোনা এবং অনুগত্য করা মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। চাই তার মনঃপূত হোক বা না হোক। আর নির্দেশদাতা যখন পাপ কাজের নির্দেশ দিবে তখন তার নির্দেশ শোনা এবং আনুগত্য করা যাবেনা।

[সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৬১১, জামে তিরমিযী, হাদীস নং-১৬২৯ সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২২৫৭, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৪৪৩৯]

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ. সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন মাখলুকের আনুগত্য করা যাবেনা।

[মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১০৪১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৬/৫৪৫ হাদীস নং-৩৩৭১৭, মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রাজ্জাক-২/৩৮২- হাদীস নং-৩৭৮৮, জামেউস সগীর হাদীস নং-২৩২৩]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেউ যদি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নির্দেশ- উপদেশ বা বক্তব্য প্রদান করে, তা পরিত্যাজ্য হবে। যেমন আল্লাহর পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের নির্দেশ কুরআনে চারশত ছিয়াশিবার এসেছে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এবং স্বয়ং রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ, তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ীদের আমল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ইবাদত।

অথচ নিজেদের স্বার্থে এই পবিত্র ইবাদতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এক শ্রেণীর আলেম ও মুরুব্বীগণ। যেভাবে ইহুদী খৃষ্টান পীর আলেমগণ গর্হিত পন্থায় মানুষের ধন সম্পদ ভোগ করত। অর্থাৎ অনেক সময় তারা স্বার্থণ্বেষীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তাদের অনূকুলে তাওরাতের বিধানের বিপরীত ফতওয়া প্রদান করত। আবার কখনো কখনো নিজেদের প্রয়োজনে তাওরাতের বিধি বিধানকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো।

তাদের বড় অপরাধ হলো যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হতো। ফলে অনুস্বারীগণ তাদের ভুল ফতওয়ার দরুণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে পথহারা হতো। যার বিশদ বিবরণ কুরআনে এসেছে।

তার থেকে কিছু ক্রমাণ্বয়ে উল্যেখ করা হলো,

[এক]

কিতাবধারী আলেমরা গোমরাহী ক্রয় করে এবং অন্যদেরও গোমরাহ করতে চায়-

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۴۴﴾

অর্থ. তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ করনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। এবং তারা চায় যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। [সূরা নিসা-৪৪]

[দুই]

অধিকাংশ পীর দরবেশরা হারাম মাল বক্ষণ করে ও আল্লাহর পথে বাঁধা দিয়েছিল-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

অর্থ. হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই ইহুদী ও খৃষ্টানদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশ ভুয়া কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে থাকে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। এবং যারা অতি লোভের বশঃবর্তী হয়ে স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। [সূরা তাওবা- ৩৪]

[তিন]

وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۱﴾

অর্থ. এবং তারা সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্তেও গ্রহণ করত এবং তারা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ গ্রাস করত। এবং আমি তাদের মধ্যস্ত কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরা নিসা- ১৬১]

[চার]

নিজেদের অঙ্গীকার ও শপথ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেছিল-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

اَلِيۡمٌ ۝٧٧ وَ اِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيۡقًا يَّلۡوٗنَ اَلۡسِنَتَهُمۡ بِالۡكِتٰبِ لِتَحۡسَبُوۡهُ مِنَ الۡكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الۡكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوۡلُوۡنَ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ وَ هُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ۝٧٨

অর্থ. নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের জন্য নেয়ামতের কোন অংশ থাকবেনা। এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কোন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিও দেবেন না এবং পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ এক দল আছে যারা কিতাবকে স্বীয় জিহ্বা বাঁকা করে আবৃত্তি করে। যেন তোমরা ওটাকে কিতাবের অংশ মনে কর। মূলত ওটা কিতাবের অংশ নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ এইসব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরীত নয়। বরং তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। [সূরা আলে ইমরান-৭৭-৭৮]

[পাঁচ]

কিতাবের ওয়ারিসরা দুনিয়ার নিকৃষ্ট উপকরণ গ্রহণ করেছিল-

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ وَّرِثُوا الۡكِتٰبَ يَاۡخُذُوۡنَ عَرَضَ هٰذَا الۡاَدۡنٰى وَ يَقُوۡلُوۡنَ سَيُغۡفَرُ لَنَا ۚ وَ اِنۡ يَّاۡتِهِمۡ عَرَضٌ مِّثۡلُهٗ يَاۡخُذُوۡهُ ؕ اَلَمۡ يُؤۡخَذۡ عَلَيۡهِمۡ مِّيۡثَاقُ الۡكِتٰبِ اَنۡ لَّا يَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّ وَ دَرَسُوۡا مَا فِيۡهِ ؕ وَ الدَّارُ الۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۝١٦٩

অর্থ. অতপর তাদের পরে এসেছে এমন অযোগ্য লোক যারা কিতাবের উত্তরাধীকারী হয়ে দুনিয়ার নিকৃষ্ট উপকরণ গ্রহণ করে। আর বলে, আমরা যা কিছুই করিনা কেন, আলেম হওয়ার কারণে আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এমনকি যদি অনুরূপ দুনিয়ার স্বার্থ আবারো তাদের সামনে আসে তবে তা গ্রহণ করে নেয়। তাওরাত কিতাবে কি তাদের থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছুই বলবে না? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে যা তাতে লেখা রয়েছে। আর যারা তাকওয়া

অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝনা? [সূরা আ'রাফ-১৬৯]

[ছয়]

আহলে কিতাবরা কিতাবকে স্পষ্ট করে বর্ণনা না করে, বরং গোপন করেছিল-

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

অর্থ. আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই এটা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। তখন তারা নিজেদের সেই অঙ্গীকার পিছনে ফেলে রাখলো এবং তা বিক্রি করলো সমান্য মূল্যের বিনিময়ে। অথচ তারা যা বিক্রি করেছিল তা ছিলো নিকৃষ্টতর। [সূরা আলে ইমরান-১৮৭]

[সাত]

কিতাবধারীরা তাগূতের অনুস্বরণ করেছিল, এবং তাগূতের পথকে (ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে) অধিক সঠিক আখ্যা দিয়েছিল-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿۵۱﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿۵۲﴾

অর্থ. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে? যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগূতকে। এবং অবিশ্বাসীদের বলে যে, মুমিনদের তুলনায় তারাই অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। এদের প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যার উপর অভিসম্পাত করেন, তুমি কিয়ামত দিবসে তার কোন সাহায্যকারী পাবেনা। [সূরা নিসা- ৫১-৫২]

[আট]

জুলুম, পাপাচার, হারাম ভক্ষণ হতে আলেম, দরবেশরা বাঁধা দিতনা, বরং নিজেরাও এগুলোর দিকে দৌড়ে যেত-

وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝۶۲ لَوْ لَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ۝۶۳

অর্থ. আর তুমি তাদের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক দেখতে পাবে, যারা প্রতিযোগী হয়ে পাপ, জুলুম ও হারাম ভক্ষণে পতিত হচ্ছে। বাস্তবেই তাদের এই কাজ মন্দ। দরবেশ ও আলেমগণ তাদের পাপের কথা বলা হতে এবং হারাম ভক্ষণ হতে নিষেধ করেনা কেন? তারা যা করে তা কতইনা নিকৃষ্ট। [সূরা মায়েদা-৬২-৬৩]

[নয়]

কিতাবধারীরা হককে বাতিল, আর বাতিলকে হক বলত। এবং সত্যকে গোপন করত-

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝۷۱ وَ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝۷۲

অর্থ. হে কিতাবধারীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছ? এবং সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা তা জান! আহলে কিতাবদের একদল বললো, ঈমানদাররে উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে দিনের শুরুভাগে মেনে নাও আর দিনের শেষভাগে অস্বীকার করো। হয়তো তারা ফিরে আসতে পারে। এবং যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করোনা। [সূরা আলে ইমরান-৭১-৭২]

[দশ]

আহলে কিতাবরা ঈমানদ্বারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত-

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ۝۵۹

অর্থ. হে নবী! আপনি বলে দিন, ও আহলে কিতাবরা! তোমরা আমাদের সাথে শুধু এই কারণে শত্রুতা করছো যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি

এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি। এবং এই কারণে যে, তোমরা অধিকাংশই নাফরমান। [সূরা মায়েদা-৫৯]

[এগার]

কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত-

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝٨٠ وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨١

অর্থ. তুমি তাদের (ইহুদীদের) মধ্যে অনেক লোককে দেখবে যে, তারা বন্ধুত্ব করেছে কাফেরদের সাথে। যা কিছু তারা ভবিষ্যতের জন্য পাঠিয়েছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ। আর তা এই যে, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। আর তারা যদি ঈমান আনত আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি এবং রাসূলের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের (তাওরাতের) প্রতি। তবে কাফেরদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করতোনা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই দুরাচার। [সূরা মায়েদা-৮০-৮১]

[বার]

কিতাবধারীদের একটি গ্রুপকে মুমিনরা অনুস্বরণ করলে মুমিনদেরকে তারা কুফরের দিকে নিয়ে যাবে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

অর্থ. হে মুমিনগণ! যারা আসমানী গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে যদি তোমরা তাদের এক বিশেষ দলের অনুস্বরণ করো তবে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দিবে। [সূরা আলে ইমরান-১০০]

[তের]

তাওরাত প্রদানের পরেও যারা নিজ দায়িত্ব পালন করেনি, তারা গাধার মত-

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥ قُلْ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

অর্থ. যাদেরকে তাওরাত কিতাবের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিলো অতপর তা তারা বহণ করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহনকারী গাধার ন্যায় (যে বহনকৃত কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়না)। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। বলো, হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা দাবি কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কেউ নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। [সূরা জুমুআহ-৫-৬]

উল্যেখিত আয়াতগুলো মূলত ইহুদী খৃষ্টানদের ঐসকল আলেমদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান লাভ করার পরেও পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসিতার বিনিময়ে বিপথে চলে গিয়েছিল। এবং সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে সত্যের মোড়ক পড়িয়ে ভুল দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে অন্যদেরকেও বিপথে পরিচালিত করেছিল। ঠিক একইভাবে এই উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে একদল আলেম থাকবে যারা দুনিয়ার রুটি রুজি পদ পদবীর লোভে সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে শয়তানী যুক্তির মোড়ক পড়িয়ে সত্য দ্বীন হিসেবে উপস্থাপন করবে। এবং মানুষকে তা গ্রহণের জন্য সেদিকে পরিচালিত করবে। ইহুদী খৃষ্টান আলেমদের ব্যাপারে উল্যেখিত আয়াতে যতগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে ঠিক ততগুলো বৈশিষ্টই বর্তমান অনেক আলেমদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এই উম্মতও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর হুবহু অনুস্বরণ করবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ مِنْ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

অর্থ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের পদাঙ্ক অনুস্বরণ করবে প্রতিটি

বিষয়ে। বিঘত বিঘত, গজ গজ, মেপে মেপে অনুস্বরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে, তবে তোমরাও ঐ গর্তে ঢুকে ছাড়বে। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐসকল উম্মত কি ইহুদী খৃষ্টান? তিনি বললেন, তারা ব্যতীত আর কারা?

[সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৭৭৫, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৯৪৪৩]

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ. আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মত ঐসকল অবস্থার সম্মুখীন হবে যার সম্মুখীন বনী ইসরাঈলেরা হয়েছিল। ঠিক এক জোড়া জোতার একটি অপরটির মতো। এমনভাবে যে, যদি তারা কেউ নিজের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জিনা করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক থাকবে যে নিজের মায়ের সাথে জিনা করবে। আর বনী ইসরাঈল বায়াত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেক দলই জাহান্নামী হবে। শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে মতাদর্শে আছি যারা এর অনুস্বরণ করবে। [জামে তিরমীযী হাদীস নং-২৫৬৫]

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী উম্মতের সকল বিষয়ে পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে চলছে, তা বোঝার জন্য দুইটি আলামত বা নিদর্শন রয়েছে।

[১] অভিভাবক হারানো।

[২] আল্লাহর সাহায্য না আসা।

এই বিষয়টি বুঝার জন্য নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করুন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾

অর্থ. ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুস্বরণ করো। তুমি বলে দাও, আল্লাহর প্রদর্শিত পথই হলো সরল পথ। আর তোমার কাছে কুরআনের জ্ঞান আসার পর যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুস্বরণ করো, তবে **আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবেনা।** [সূরা বাকারা-**১২০**]

বর্তমান বিশ্বে পৌনে দুইশত কোটি মুসলমানের বিচরণস্থল পৃথিবীটা যেন আঁধার বন্দিশালায় পরিণত হয়েছে। যার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মূল চাবিকাঠি পশ্চিমা কাফের ও তাদের অনুগত মুসলিম নামধারী পথভ্রষ্ট শাসকের হাতে। সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম জাতি যেন পশুর চেয়েও মূল্যহীন, অবহেলিত, অপমানিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। অসহায় মানবতার বুকফাটা আর্তনাদ শোনার মতো কেউ নেই। পৃথিবীর যমীন ও জলরাশি যেন মুমিনদের রক্তে রঞ্জিত। বায়ু তরঙ্গেও ভাসমান লাশপোড়া গন্ধ। মুসলমানদের হত্যা করে পিরামিড তৈরি করা হচ্ছে। মুসলিম মা বোনদের বন্দি করে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হচ্ছে। তাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে জবাই করা হচ্ছে ও কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে।

অথচ বিশ্বের ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা মুখে কুলুপ এটে বসে আছে। বরং পরোক্ষভাবে তাদেরই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে চলেছে। যদিওবা তারা সাহায্যের সাইনবোর্ড নিয়ে হাজির হয়েছে। রাতের সর্প হয়ে দংশন করা ও দিনে ওঝা হয়ে বিষ নামানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ পৃথিবীর কোন প্রান্তে একজন ইহুদী নির্যাতিত হলে ইজরাইলসহ অনেক রাষ্ট্রই তার পাশে এসে দাড়ায়। পৃথিবীর কোন প্রান্তে একজন খৃষ্টান নির্যাতিত হলে আমেরিকাসহ অনেক রাষ্ট্রই তার পাশে এসে দাড়ায়। কোন হিন্দু নির্যাতিত হলে ভারতসহ অনেক রাষ্ট্রই তার পাশে এসে দাড়ায়। বৌদ্ধ নির্যাতিত হলে বার্মা ও চীনসহ অনেক রাষ্ট্র তার পাশে দাড়ায়। এমনকি অনেক নামধারী

মুসলিম শাসক পর্যন্ত তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অথচ মুসলিম উম্মাহ নিজের দেশে আপন ঘরে বন্দি হয়ে নিরবে অশ্রু ঝড়ায় ও সাহায্য চায়। তবুও তাদের জন্য সাহায্যের মৃদু বাতাসও বহেনা। এবং আসমানী সাহায্যও আসেনা।

সুতরাং উক্ত অবস্থাটাই ম্যাসেজ দিচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ ইহুদী খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে চলেছে প্রতিটি ব্যাপারে। তাই বর্তমানে অনেক আলেম ও মুরুব্বীরা পূর্ববর্তী উম্মতের আলেমদের অনুস্বরণ করে পথভ্রষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক।

অতএব, তৃত্বীয় অপশনে উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অন্ধভাবে অনুস্বরণ করা যাবেনা। তা না হলে হিদায়াতের পরিবর্তে পথহারা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتْ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ

অর্থ. উলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত হলো আকাশের ঐ সকল তারকার ন্যায় যাদের দ্বারা জল ও স্থলের অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায়। আর যখন তারকাগুলো আলোহীন হয়ে যায়, তখন পথচারীর পথ হারাবার উপক্রম হয়। [মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১২১৩৯]

প্রখ্যাত সাহাবী তামিম দারী রাযি. থেকে বর্ণিত-

وروي عن تميم الداري ، أنه قال : اتقوا زلة العالم فسأله عمر مع ابن عباس فقال له : ما زلة العالم ؟ فقال : العالم يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب والناس يأخذون به- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي - ٣٨٩ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي- ٦٨٩

অর্থ. তোমরা আলেমদের ভুল থেকে বেঁচে থাক। অতপর ওমর রাযি. ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলেন যে, আলেমদের ভুল দ্বারা কী বোঝায়? তিনি বললেন, আলেম মানুষের সামনে ভুল করলে মানুষ সেটা অনুস্বরণ করতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে ভুল থেকে ফিরে আসেন। আর মানুষ অন্ধভাবে সে ভুল আঁকড়ে ধরে রাখে।

[সুনানে বায়হাকী- ৬৮৯]

ভ্রান্ত আলেমের বৈশিষ্ট

যে বস্তুটা মূল্যবান, অধিক মুনাফার জন্য তার নকলে বাজার ছেয়ে যায়। আর অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সতর্ক না হলে আসল আর নকলের মধ্যে পার্থক্য করা যায়না। মানুষ নকলটাকে আসল মনে করে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতির আমানত উলামায়ে কেরামও মূল্যবান হওয়ার কারণে তাদের মাঝেও নকল (ভ্রান্ত) থাকাটাই স্বাভাবিক। বাজারের নকল বস্তুর ক্ষেত্রে বিচক্ষণ ও সচেতন না হলে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে হিদায়াতের বাজারে আলেমদের অনুগত্যের ক্ষেত্রে অত্যান্ত বিচক্ষণ ও অধিক সতর্ক না হলে পথহারা হতে হবে। যার ফলাফল হলো জাহান্নাম। অতএব ভ্রান্ত আলেমদের চেনার জন্য তাদের বৈশিষ্টগুলো কুরআন মাজিদ থেকে ক্রমাণ্বয়ে উল্যেখ করা হলো-

[এক]

কিতাবের জ্ঞান অর্জনের পরে যারা দুনিয়ামুখী হবে, তারা কুকুরের ন্যায়-

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۱۷۵﴾ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾

অর্থ. হে নবী! তাদের কাছে এমন ব্যক্তির কাহিনী শুনিয়ে দাও যার কাছে নবীর মাধ্যমে আমার নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম। অতপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতের

সাহায্যে উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম। কিন্তু সে তো উর্ধ্বমূখী হওয়ার বদলে নিম্নমূখী হয়ে পড়ে। এবং স্বীয় কামনা বাসনা অনুস্বরণ করতে থাকে। তার উদাহরণ হলো কুকুরের ন্যায়। তুমি তাকে দৌড়াতে থাকলে সে জিহ্বা বের করে হাপাতে থাকে। আর কিছু না করে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাপাতে থাকে। এই হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করে। তুমি এই কাহিনীগুলো তাদের পড়িয়ে শোনাও। হয়তোবা তারা এটা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে।

[আ'রাফ-১৭৫-১৭৬]

উল্যেখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রশিদ্ধ আলেম বালআম ইবনে বাঊলাহ এর আলোচনা করা হয়েছে। যে দুনিয়ার স্বার্থে মুসা আলাইহিস সালাম এবং তার সাথে যারা আমালিকা গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদে বেরিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেছে।

[দুই]

অধিকাংশ পীর ফকির ও আলেম অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে, এবং আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

অর্থ. হে মুমিনগণ! অবশ্যই আলেম ও ধর্ম যাজকদের অধিকাংশই ভুয়া কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে থাকে আর আল্লাহর পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে। আর অতি লোভের বশঃবর্তী হয়ে স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে। এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা। হে নবী! তুমি তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। [সূরা তাওবা-৩৪]

[তিন]

হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরে যারা তা গোপন করে, তাদের উপর আল্লাহর লানত এবং লানতকারীদেরও লানত-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। আমি তা সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরেও যারা সে বিষয়কে গোপন করে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাদের উপর অভিসম্পাত করে।

[সূরা বাকারা- ১৫৯]

[চার]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং সেজন্য স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজেদের পেটে আর কিছুই ঢুকায়না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরা বাকারা-১৭৪]

[পাঁচ]

তারা কাফেরদের বন্ধু বানায়। অথচ মুমিনরা কখনোই কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতে পারেনা-

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

অর্থ. আপনি তাদের অনেককে দেখবেন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা খুবই মন্দ। তা এই যে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। যদি তারা আল্লাহ, নবী ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতো তাহলে কিছুতেই কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই দুরাচার। [সূরা মায়েদা-৮০-৮১]

[ছয়]

কাফেরদের ভয়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়-

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

অর্থ. বস্তুত, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, আপনি দেখতে পাবেন তারা দ্রুত ওদের (ইহুদী, নাসারা) সাথে এই বলে মিলিত হবে যে, আমরা আশংকা করছি আমাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটবে। হয়তো অচিরেই আল্লাহ তায়ালা বিজয় অথবা তার পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশ দিবেন, যার ফলে তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের কারণে অনুতপ্ত হবে।
[সূরা মায়েদা-৫২]

[সাত]

তাদের কথা, বেশভূষা খুবই চমকপ্রদ হবে। কিন্তু বাস্তবে তারাই হবে শত্রু-

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾ وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٤﴾

অর্থ. তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালসরূপ ব্যবহার করে। অতপর তারা আল্লাহর পথ (জিহাদ) হতে মানুষকে বাধা দেয়। তারা যা করছে তা খুবই মন্দ। এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর পূণরায় কুফরী করেছে। অতএব তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে ফলে তারা কিছুই বুঝেনা। তুমি যখন তাদের দেখবে তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়, এবং যখন কথা বলে তখন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। তারা যেন দেয়ালে টেক লাগানো কাঠের স্তম্বের ন্যায়। তারা প্রতিটি আওয়াজকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই প্রকৃত শত্রু, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে? [সূরা মুনাফিকূন-২-৪]

ভ্রান্ত আলেমদের চেনার জন্য হাদীস থেকে তাদের বৈশিষ্ট ক্রমাণ্বয়ে উল্লেখ করা হলো-

[এক]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথভ্রষ্ট ইমামদেরকে উম্মতের জন্য সবচে বেশি ভয় করতেন-

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

হযরত সাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি পথভ্রষ্ট ইমামদেরকে (আলেমদেরকে)।

[সুনানে আবু দাউদ-৩৭১০]

[দুই]

عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ كُنْتُ مُخَاصِرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ الدَّجَّالِ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنْ الدَّجَّالِ قَالَ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

অর্থ. হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি একটি বিষয়কে আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের থেকেও বেশি ভয় করি। এ কথাটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কী সেটা? তিনি বললেন, পথভ্রষ্ট ইমামরা (আলেমরা) অর্থাৎ যারা পথভ্রষ্ট আলেম হবে তারা হবে দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয়ানক। [মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২০৩৩৫]

[তিন]

বক্তারা মিথ্যা কল্প কাহিনী বর্ণনা করবে-

عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى.... ويقوم الخطباء بالكذب فيجعلون حقي لشرار أمتي فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح رائحة الجنة

অর্থ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত তখনই হবে যখন বক্তারা মিথ্যা কল্প-কাহিনী বলে বেড়াবে। এমনকি আমার হক শরীয়তের বিধান বর্ণনার অধিকার উম্মতের সর্ব নিকৃষ্টদের কাছে অর্পিত হবে। অতপর যারা তাদেরকে বিশ্বাস করবে তাদের এবং তাদের চিন্তা চেতনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবেনা।

[মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৭/২৭৯, তারীখে দিমাশক লি ইবনে আসাকির-২২/১১]

[চার]

দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا

অর্থ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, সে ইলম যে ব্যক্তি দুনিয়ার সামগ্রী অর্জনের জন্য শিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবেনা।

[সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩১৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-২৪৮, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-৪১০৩]

[পাঁচ]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত

অন্যকোন উদ্দেশ্যে (সম্মান, সুখ্যাতি, সম্পদ, ইত্যাদি অর্জনের উদ্দেশ্যে) ইলম শিখেছে, সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।

[জামে তিরমিযী হাদীস নং-২৬৫৫]

[ছয়]

দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে শাসকদের কাছে ভ্রমন করবে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا

অর্থ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অতিসত্বর আমার উম্মতের কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভ করবে, কুরআন পড়বে, এবং (আপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শাসকদের কাছে গমন করে) বলবে যে, আমরা শাসকদের নিকট যাবো, অতপর দুনিয়ার কিছু ফায়দা হাসিল করে আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকব। অর্থাৎ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবনা। অথচ এরূপ কখনো হতে পারেনা যে, শাসকদের নিকট যাবে অথচ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবেনা। যেমন কাটাযুক্ত গাছ থেকে কাটা ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয়না, তেমনি এদের নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা মন্দ ব্যতীত আর কিছুই অর্জিত হয়না।

[ইবনে মাযাহ হাদীস নং-২৫১, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১৭৩৭৯]

[সাত]

কুরআনকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করবে-

أن حذيفة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه، وكان ردئا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره،

অর্থ. হযরত হুজাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য ঐ ব্যক্তিকে সবচে বেশি

আশংকাজনক মনে করি, যে কুরআন পড়েছে, এমনকি তুমি তাকে দেখবে কুরআনের সৌন্দর্যতায় ফুটে ওঠে। সে ইসলামের একজন সাহায্যকারী হয়েও কুরআন বিকৃত করেছে (অপব্যাখ্যা করেছে)। কুরআনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করে পিছনে ফিরে গেছে।

[সহীহ ইবনে হিব্বান-৮১]

[আট]

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا

অর্থ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় এমনকিছু লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা ধর্মের আড়ালে দুনিয়া শিকার করবে। বাঘের নরম চামড়ার পোষাক পরিধান করবে (যাতে মানুষ তাদেরকে দুনিয়া বিরাগী মনে করে ধোকা খায়)। তাদের জিহ্বা চিনির চেয়ে বেশি মিষ্টি হবে। অর্থাৎ তাদের কন্ঠ, ভাষা, বচনভঙ্গি হবে আকর্ষনীয়। অথচ তাদের অন্তর হবে বাঘের ন্যায়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তারা কি আমার ঢিল দেয়ার কারণে ধোকায় রয়েছে? না আমার মোকাবেলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে? আমি শপথ করছি যে, আমি তাদের মধ্যে, তাদের ভিতর থেকেই এমন ফিতনা সৃষ্টি করব যে, তাদের জ্ঞানীদেরকেও দিশেহারা করে ছাড়বে।

[সুনানে তিরমিযী হাদীস-২৩২৮, তারগীব-১/৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৫/২৩৭]

[নয়]

عَن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إنما أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يتكلم بالحكمة و يعمل بالجور

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এই উম্মতের উপর আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয় সেই মুনাফিকের, যে জিহ্বার আলেম। (অর্থাৎ মুখে ইলম প্রকাশ করে মুস্তাহাবের মাসআলা নিয়ে বাহাস/বিতর্কে লিপ্ত হয়। অথচ আমলের ক্ষেত্রে থাকে অন্ধ।) [বায়হাকী-২/২৮৩]

[দশ]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ

অর্থ. হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইলম দ্বারা ওলামায়ে কেরামকে হতবাক করা নির্বোধদের সাথে বিতর্ক করা এবং লোক জমানোর উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করোনা। যে এরূপ করবে তার জন্য রয়েছে আগুন, আগুন।
[সহীহ ইবনে হিব্বান-১/২৭৯, ইবনে মাজাহ- ২৫৩]

"হিকমাহ" এর পর্যালোচনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই মূলত লক্ষাধিক নবী রাসূলের পৃথিবীতে আগমন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে লক্ষ্যেই মিথ্যার ভয়কে জয় করে, হাজারো প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে, সীমাহীন জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েও দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটেছিলেন তৎকালীন সমাজের লোকদের কাছে। পৌঁছিয়ে দিয়েছেন সত্যের বাণী স্পষ্ট ভাষায়। বিদায় হজের সময় কাট-ছাট করা ব্যতীরেখে এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন মুসলিম উম্মাহর উপর। সে দায়িত্ব পালনার্থে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশই ভীরুতা ও স্বার্থপরতার কারণে প্রতিকূলতার অযুহাত পেশ করে সত্যকে গোপন করে দ্বীনকে কাট-ছাট করে উপস্থাপন করছে। আর সেটাকে হিকমাহ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অথচ হিকমাহ অবলম্বন করেই আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে আহবান করা আল্লাহ তায়ালার বিধান।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴿١٢٥﴾

অর্থ. আপনি পালনকর্তার পথে আহবান করুন হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। [সূরা নাহল-১২৫]

এখানে আহবান করার জন্য হিকমাহ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। হিকমাহ শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ অর্থ করেছেন 'কুরআন ও সুন্নাহ'। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াত দিলেই হিকমাহ'র উপর সঠিকভাবে আমল হবে। কেননা হিকমাহ শব্দের অর্থ হল প্রজ্ঞা, কৌশল। আর কুরআনের একটি নাম হলো, হাকীম। অর্থাৎ পজ্ঞাময় কৌশলে পূর্ণ এক মহান কিতাব। কুরআনে বর্ণিত হিকমাহ অনুস্বরণ করলেই কেবল হিকমাহ বলে গণ্য হবে। আমরা যদি কুরআন হাদীসে সমাধান থাকার পরেও এর বাহিরে সমাধান তালাশ করি, আর তা হিকমাহ হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে তা হবে হিকমাহ'র নামে ধোকাবাজি।

যেমন, কোন শত্রু এলাকায় প্রকাশ্যে নামায, রোযা পালন করা যায়না। করলে হামলা হয়, বাধা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা কী করব? এ ক্ষেত্রে ইসলামে যে হিকমাহ অবলম্বন করার বিধান আছে তাই করতে হবে। যেমন, প্রকাশ্যে নামায রোযা আদায় করা না গেলে গোপনে হলেও তা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এ বিধান ত্যাগ করার সুযোগ নেই। অসুখ হলে মসজিদে যেতে অক্ষম হলে বাড়িতে নামায আদায় করতে হবে। রুকু সিজদা করতে অক্ষম হলে ইশারায় আদায় করবে। সমস্যা সৃষ্টির অযুহাতে নামায রোযা বাদ দেয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। বরং ইসলামের হিকমাহ হলো প্রকাশ্যে না পারলে গোপনে, যথাযথভাবে না পারলে ইশারায় বিকল্প পন্থায় হলেও ফরজ আদায় করতে হবে। ফরজ আদায় থেকে বিরত থাকা যাবেনা। বিরত থেকে কেউ যদি বলে, আমি হিকমাহ অবলম্বন করেছি। তা কোনভাবেই হিকমাহ হবেনা। বরং আল্লাহর বিধান অমান্য করার শামিল হবে।

তদ্রুপ দ্বীন কায়েম করা মহান আল্লাহ ফরজ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

তোমরা দ্বীন কায়েম কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। [সূরা শূরা-১৩]

আবার মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বীন কায়েম করার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। তা হলো ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۹﴾

অর্থ. তোমরা সদা কাফেরদের সাথে লড়াই করতে থাক ফিতনা অবসান হওয়া ও দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত।

[সূরা আনফাল-৩৯]

কেবলমাত্র কিতালের দ্বারাই দ্বীন কায়েম করতে হবে। তার বাধ্যবাধকতাও আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱۶﴾

অর্থ. তোমাদের জন্য কিতালকে অপরিহার্য করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। তোমরা একটি বিষয় অপছন্দ করো যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এমন বিষয়কে পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। মূলত আল্লাহই জানেন, তোমরা জাননা।

[সূরা বাকারা-২১৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে এই পদ্ধতিতেই দ্বীন কায়েম করে উম্মাহর জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآىِٕفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ. আর তোমরা স্বরণ কর সেই সময়টিকে যখন আল্লাহ তায়ালা দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা তো এমন দলের মুকাবেলা করাকে পছন্দ করতে যাতে কোন কন্টক (তুমুল লড়াই) নেই। অথচ আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছেন স্বীয় নিদর্শন দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে । তিনি আরো চাচ্ছেন কাফেরদের শিকড় কেটে দিতে। [সূরা আনফাল-৭]

উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট মুসলিম উম্মাহকে ম্যাসেজ দিচ্ছে যে, আল্লাহর জমীনে দ্বীন কায়েম করতে হলে তার দেয়া পদ্ধতি জিহাদের মাধ্যমে কন্টকাকীর্ণ পথেই করতে হবে। ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীর্ঘ ১৪ বছর অক্লান্ত মেহনতের ফসল ৩১৩ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে ২য় হিজরীর ১২ই রমাদান শনিবার ঐতিহাসিক বদর প্রান্তে সমবেত হন। প্রাথমিকভাবে সাহাবীদের একাংশের মনোবল ছিল দুর্বল। কারণ তাদের পেটে খাবার ছিলনা। দেহে কাপড় ছিলনা। এমনকি যুদ্ধের সরঞ্জামও ছিল খুবই কম। যথা ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া, ৬টি লৌহবর্ম, ৮টি তরবারী। আর ৯৫০ জন মুশরিক ১০০টি ঘোড়াসহ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত ছিল। এমন কঠিন মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় পড়ে দোয়া করেছেন,

"اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান যে, এই ছোট মুসলিম বাহিনী পরাজিত হোক। তবে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মতো লোক আর অবশিষ্ট থাকবে না। [আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নব দীক্ষিত মুসলিম হিসেবে মনোবল দূর্বল হতেই পারে। তাই সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতির কারণে আবু জাহলের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত আবু সুফিয়ানের কাফেলার উপর বিজয় চেয়েছিলেন। যা অর্জন করতে যুদ্ধের প্রয়োজন হবেনা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন এর বিপরীত। তার কারণ হলো, এখানে সাহাবীগণের চাওয়ার মধ্যে বাহ্যিক কিছু ফায়দা থাকলেও ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশি। ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, যখনি কোথাও তাগুতি শক্তি মাথা তুলেছে এবং কুফরী হুকুমত কায়েম হয়েছে তখনি পৃথিবীটা জাহান্নামের গহ্বরে পরিণত হয়েছে। বিপর্যয়, জুলুম, অত্যাচার, হত্যা, রাহাযানি, অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সেখানকার পরিবেশ উত্তপ্ত করেছে। ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু কুফর ও তাগুতি শক্তি পৃথিবীর জন্য একটি বিষাক্ত সংক্রামক ফোঁড়াসরূপ। যার অপারেশন ব্যতিরেখে পৃথিবীতে কোনদিন শান্তি আসতে পারেনা। এ অবস্থায় সর্বদাই বিশ্বশান্তি ব্যহত হয়।

এজন্য যখনি কুফরী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে মুসলিমদেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে, অথবা এই কুফরী ও তাগুতি শক্তিগুলো একট্টা হয়ে দ্বীন কায়েম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হুমকির কারণ হয়ে দাড়ায়, তখনি ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, তোমরা এই অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সংক্রমণশীল অংশগুলো কেটে দাও। যাতে দ্বীন কায়েম ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এবং আল্লাহর আল্লাহর বান্দাগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থেকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে।

এখানে বিষয়টা এমনই ছিল। তাইতো আল্লাহ তায়ালা বিপদমুক্ত পথে বিজয়দানের সুযোগ থাকার পরেও জিহাদের খুনরাঙা পথেই বিজয় দেয়াকে বেছে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামে নব দীক্ষিত মুসলমানের হিনমন্যতার কারণে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে আয়াত নাযিল করলেন,

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ۝

يُجَادِلُوۡنَكَ فِى الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ۝

অর্থ. যে রূপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে গৃহ হতে বের করলেন ন্যায় ও অধিকারের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল তাতে সম্মত ছিলনা। তারা তোমার সাথে বিবাদ করেছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে তা প্রকাশিত হওয়ার পর। যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে। [সূরা আনফাল-৫-৬]

মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর বিধান পালনার্থে কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীন কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থ. কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা মুসলিমদের ক্ষুদ্র একটি দল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। [সহীহ মুসলিম-৩৫৪৬]

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ. আমার উম্মতের ক্ষুদ্র একটি দল আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাবে। তারা স্বীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এমনকি কিয়ামত আসার আগ পর্যন্ত। [সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৩৫৫০]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর বিধান দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি হলো কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা খুবই দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি বাদ দিয়ে আজ দেশে গণতন্ত্র, মিছিল, মিটিং, জিহাদ বিমুখ দাওয়াত প্রভৃতির মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। এবং কিতালের পথে না এসে চেষ্টা না করে শুধু বিপদের আশংকায় কুরআন বহির্ভুত পদ্ধতিকেই কল্যাণকর ও নিরাপদ মনে করে গ্রহণ করা হচ্ছে। আর একে হিকমাহ নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

অথচ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা যেমন আল্লাহ তায়ালার বিধান আর এই বিধান পালনের পদ্ধতিও আল্লাহ তায়ালার পসন্দনীয় ও মনোনিত হতে হবে। যার যার সুবিধা মতো হলে হবেনা। সুতরাং কুরআন সুন্নাহ বহির্ভূত পদ্ধতি কখনোই হিকমাহ হতে পারেনা। এর নাম হলো আল্লাহর দেয়া পদ্ধতির উপেক্ষা করা, অপছন্দ করার দুঃসাহস দেখানো।

আল্লাহ ভাল করেই জানেন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে। মানুষের কল্যাণ হবে, সকল ফিতনার অবসান ঘটবে, মানুষ শান্তিতে জীবন যাপন করবে, সে পদ্ধতিই তিনি দিয়েছেন। এখন আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি বাদ দিয়ে কেউ যদি বিকল্প কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাহলে তা হবে নিজেদের আল্লাহর চেয়ে বেশি বিজ্ঞ মনে করার শামিল। মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

সকল ক্ষেত্রেই মানুষের বিধানদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তার দেয়া কোন একটি বিধানকে বাদ দিয়ে নতুন কোন বিধান বেছে নেয়ার অধিকার আল্লাহ তায়ালা কাউকে প্রদান করেন নি। আল্লাহর দেয়া বিধানকে অকল্যাণকর মনে করে অন্য বিধান গ্রহণ করা হিকমাহ হতে পারেনা। বরং তা শিরকের অন্তর্ভূক্ত হবে। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَّلَا يُشۡرِكُ فِيۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا ۝

অর্থ. তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না । [সূরা কাহফ-২৬]

ব্যাপারটি চিন্তার ঝড়ো হাওয়ায় মনকে নাড়া দেয়ার মতো হলেও মৃদু বাতাসও বহেনা যে, নামায রোযা যেমন প্রকাশ্যে আদায় করতে বাঁধা আসলে তা বাদ দেয়া যাবেনা । বরং গোপনে বা একাকী হলেও এ ফরজ আদায় করতে হবে । তদ্রুপ দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি জিহাদের আমলে বাঁধা আসলে তা প্রকাশ্যে না করতে পারলে গোপনে হলেও এ ফরজ আদায় করতে হবে । বিপদাপদের কারণে নামায রোযা বাদ দেয়াকে যেমন হিকমাহ বলা যাবেনা । তদ্রুপ জিহাদ ত্যাগ করাকেও হিকমাহ বলা যাবেনা ।

সালাতের একটি অর্থ হল দোয়া করা । এখন কেউ যদি বাধা বিঘ্নতা সৃষ্টির কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সালাত পড়েছেন সে পদ্ধতি বাদ দিয়ে ঘরে বসে সকাল সন্ধা কয়ে ঘন্টা দোয়া করে আর বলে, আমি হিকমাহ অবলম্বন করে সালাত আদায় করেছি । এ নতুন পদ্ধতিতে সালাত আদায় হবেনা, একে হিকমাহও বলা যাবেনা । বরং একে পাগলামী বলে মানুষ হাসবে । তাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে ।

অনুরূপ কোন প্রকার চেষ্টা না করে বিপদাপদ আসতে পারে শুধু এ ধারণা করে যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কিতালের পদ্ধতি বাদ দিয়ে বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে কি কিতালের ফরজ আদায় হয়ে যাবে? এজন্য কি আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবেনা? মানুষ কিতালের পথকে অপছন্দ করবে কঠিন মনে করবে, বিপদের ভয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, এটা আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন । তাইতো দেখা যায় সালাত সওম জাকাতের ব্যাখ্যা কুরআনে নেই, এগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে হাদীসের মধ্যে । যেমন, কোন ওয়াক্তে কত রাকাত সালাত আদায় করতে হবে, রোযা কীভাবে রাখতে হবে, হজ্জ পালন করতে হলে কী কী করতে হবে, যাকাত কীভাবে আদায় করতে হবে । কিন্তু কিতালের বিষয়টি কখন করবে, কার সাথে করবে, কতক্ষণ করবে, এমনকি শত্রুর কোথায় কোথায় আঘাত করতে হবে, লড়াইয়ের

সময় মানষিক অবস্থা কেমন হবে, তাও আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলে দিয়েছেন। অন্যান্য আমলের মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে ব্যাখ্যা পাওয়ার পরেও আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র জিহাদের ক্ষেত্রে এমন পূঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অন্যান্য আমলে তেমন কষ্ট করতে হয়না। তাই মানুষ এসব নিয়ে এত সমস্যাবোধ করেনা। সহজেই গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু জিহাদ করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়, পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, কষ্ট করতে হয়, তাই একে সহজে গ্রহণ করেনা। অপছন্দ করবে, মনগড়া ব্যাখ্যা, ফতওয়া দিয়ে বিকল্প নিরাপদ পথ খুজবে। সেই বিভ্রান্ত পথকে কল্যাণকর মনে করবে। অন্যকে সেই পথে ডাকবে। তাই আল্লাহ তায়ালা নিজেই জিহাদের এমন পূঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিলেন, যাতে মানুষ জিহাদের সত্য সঠিক পথ সহজেই বুঝতে পারে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দেয়া হিকমাহ

প্রথম হিকমাহ হলো.

মুমিনদেরকে কিতালের পথে উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ

অর্থ. হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।

[সূরা আনফাল-৬৫]

দ্বিতীয় হিকমাহ হলো.

জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ

অর্থ. তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো এবং সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো। যেন তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে পার। এছাড়াও এমন শত্রুদেরকে যাদের ব্যাপারে তোমরা জাননা। কিন্তু আল্লাহ ঠিকই জানেন।

[সূরা আনফাল-৬০]

তৃতীয় হিকমাহ হলো.

যদি কেউ এ পথে না থাকে তবে একাই এ কাজ শুরু করা ও মানুষকে এ পথে ডাকতে থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

অর্থ. হে নবী! আপনি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করুন। আপনাকে কেবল আপনার নিজের ব্যাপারেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর মুমিনদেরকে লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন। [সূরা নিসা-৮৪]

চতুর্থ হিকমাহ হলো.

সকল ফিতনার অবসান হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহর বাণী,

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣٩

অর্থ. তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক। যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠা হয়। [সূরা আনফাল-৩৯]

এখানে একটি কথা লক্ষনীয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম দশ বছরের স্বল্প সময়ে আল্লাহর দেয়া এসব হিকমাহ অবলম্বন করেই বারো লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী একটি বৃহত্তম ও সুশৃংখল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্ববাসী দেখতে পেরেছে যে, নবীর দেখানো এসব হিকমাহ অবলম্বনের ফলে পৃথিবীটা কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে। পূণ্য পাপের স্থান দখল করে, ন্যায় জুলুমের স্থান দখল করে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয়েছে। পৃথিবী শান্তির স্বর্গে পরিণত হয়েছে। রক্ত পিপাসু বন্য পশুর ন্যায় হিংস্র মানব জাতি ফেরেস্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে আশরাফুল মাখলুকাত উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানুষ তাওহীদের সুধা পানে ধন্য হয়েছে।

বড় আশ্চর্যের বিষয় হল, এত বড় বিপ্লব সাধন লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যার পরে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে শত্রু মিত্র সবাই মিলে মোট ১০১৮

জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ২৫৯ জন স্বপক্ষের এবং ৭৫৯ জন বিপক্ষের লোক মারা গেছে।

নিফাকের পর্যালোচনা

দীর্ঘকাল থেকে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ধরনের ফেতনার স্বীকার হয়ে আসছে। এসব ফেতনা বাইরের ও ভিতরের। এসব ফেতনার কিছু প্রভাব পড়েছে ঈমানদারের আকীদা বিশ্বাসের উপর। কিছু পড়েছে তাদের আমলের উপর। কিছু ফিতনা তাদের প্রকাশ্য দেহকে প্রভাবান্বিত করেছে। আবার কিছু ফেতনা তাদের অন্তর জগতে হামলা চালিয়ে ভীরুতা, কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও সর্বপ্রকার গুনাহের আকাঙ্খা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। যার ফলে ধীরে ধীরে মনোজগত থেকে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, বেলেল্লাপনার প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে যাচ্ছে। এখন আর এসব গুনাহকে খারপ বলে মনে হয়না। এমনকি তাওহীদ ও ইসলাম লুণ্ঠিত হতে দেখেও নিরবতা অবলম্বন করে চলেছে। এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বসে আছে যে, তারা ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করেছে।

এমন চিন্তাধারার সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, আমাদের সমাজ দীর্ঘকাল থেকে মিষ্টি মিষ্টি ফজীলতের কথা শুনে শুনে সুগারের রোগীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের সমাজে গুনাহ ও তার শাস্তির কথা, ধমকের কথা শোনানোর লোক খুবই কম। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে উল্যেখিত ফিতনার অন্যতম হলো নিফাকের ফিতনা।

ইতিহাসের এই নাজুকতম অধ্যায়ে সময়ের অপরিহার্য দাবি হলো, নিফাকের কদাচার উন্মোচন করা, যা দ্বীনের পোষাকে সজ্জিত হয়ে মানুষের হৃদয় রাজ্যে মর্যাদার চেয়ারে অধিষ্ঠিত হয়ে বনী আদমকে জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সরলমনা মানুষেরা এদের প্রতারণার শিকার হয়ে ঈমান হারিয়ে নিজেদের মনোজগতে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধার মন্দির বানিয়েছে। যাদের কথার সামনে কুরআন হাদীস সবই মূল্যহীন। তাদের এ গতিপথ রুদ্ধ করে সত্যের পথ পরিস্কার করে দিতে নিফাকের পর্দা উন্মোচন করা সময়ের দাবি।

আজ পুরো পৃথিবী দাজ্জালী ফিতনার আঁধারে নিমজ্জিত। এ সময়টি দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বমুহুর্ত। হাদীসে এসেছে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের

পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীর মানুষ দুই তাবুতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি খালেস মুমিনদের, অপরটি খালেস মুনাফিকদের।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاَسِ قَالَ « هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لاَ تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لاَ إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ ».

অর্থ. মানুষেরা দুই তাবুতে ভাগ হয়ে যাবে। একটি ঈমানের তাবু যাতে নিফাক থাকবে না। অপরটি নিফাকের তাবু যাতে ঈমান থাকবে না। সুতরাং যখন তোমরা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, সেদিন বা তার পরেরদিন দাজ্জাল প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করবে। [আবু দাউদ-পৃ. ৫৮২]

বাস্তবে মুনাফিকরা ইসলামের যতটা ক্ষতি করেছে, ইহুদী খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মিলেও ততটা করতে পারেনি। আজ মুসলিমদের ভূমিগুলোতে ইহুদী খৃষ্টানদের আধিপত্য মুনাফিকদের কারণেই। মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতা ও সম্মানের চেয়ারে এমন মুনাফিকরা বসে আছে, যারা কথা তো আমাদের ভাষায়ই বলে। কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের সাথে মিশে আছে।

এসব মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয় নিজেদের রাষ্ট্রক্ষমতা স্থায়িত্ব করার জন্য। সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্থানে, মুসলিম উম্মাহকে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব তারা নিজেদের কাধে তুলে নিয়েছে। তারাই মুসলিমদের স্বাধীনতা, সম্মান, ঈমান, ঈমানী মূল্যবোধ, সামান্য অর্থের বিনিময়ে শত্রুর হাতে নিলাম করে দিয়ে কথা ও লেবাসে

ঈমানের রঙ লাগিয়ে আবেগী ঈমানদারদের বিবেকের দরজায় চক্রান্তের তালা লাগিয়ে ঈমান চুরি করে বিপথগামী করছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এসব মুনাফিকদের অবস্থা অত্যন্ত খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। যেন তার খাঁটি বান্দারা তাদের চক্রান্তের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সরলপথ চিনে তৃষ্ণার্ত আত্মার পিপাসা নিবারণ করতে পারে। অতএব প্রতিটি ঈমানদারের উচিত হলো, কুরআন হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকদের গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা। আর এ চিন্তা জগতের মাটিকে উর্বর করতেই নিফাকের প্রকারভেদ ও মুনাফিকদের আলামত উল্যেখ করা হলো।

নিফাকের প্রকারভেদ

নিফাক দুই প্রকারঃ-

১) আমলগত নিফাক

২) আকীদাগত নিফাক

আমলগত নিফাকের চারটি আলামত হাদিসে উল্যেখ হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যার মাঝে চারটি গুণ থাকবে সে খালেস মুনাফিক। আর যার মাঝে চারটির কোন একটি থাকবে, তার মাঝে মুনাফিকের একটি স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ না তা পরিহার করবে। চারটি গুণ হলো, ১) আমানত রাখলে খেয়ানত করবে। ২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। ৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে। ৪) ঝগড়া করলে গালিগালাজ করবে। [বুখারী, মুসলিম]

আকীদাগত নিফাক হলো, যার আকীদা বিশ্বাস মূলত কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাহ্যিকভাবে মুসলিম নাম ধারণ করে কিছু লোক দেখানো

আনুষ্ঠানিক ইবাদতে শরীক হলেও গোপনে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাদের শাস্তি আবু জাহ্ল, উতবা, শাইবা ইত্যাদি বড় বড় কাফেরদের থেকেও বেশি হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ

অর্থ. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।

[সূরা নিসা-১৪৫]

আমলগত নিফাকির কারণে মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবেনা। ঈমানের কারণে এক সময় জান্নাতে যাবে। কিন্তু আকীদাগত নিফাকের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে। অথচ অধিকাংশ আলেম, পীর, মাশায়েখ, কলম সৈনিক আমলগত নিফাকের বর্ণনায় মনোযোগী হলেও আকীদাগত নিফাকের বর্ণনা এড়িয়ে চলে। যার ফলে এই নিফাকীর ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণে সেদিকেই ঝুকে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে নিফাকের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মানুষগুলোর ঈমান রক্ষার্থে আকীদাগত নিফাকের আলামতগুলো ক্রমাণ্বয়ে উল্যেখ করা হলো,

১ নং আলামত

মুখে ঈমানী ও ইসলামী কথা বললেও তাতে বিশ্বাসী নয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ

অর্থ. এবং মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ও বিচার দিবসের উপর ঈমান এনেছি। অথচ মোটেও তারা ঈমানদার নয়। [সুরা বাকার-৮]

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۗ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ

অর্থ. এবং তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা হচ্ছে ভীতু সম্প্রদায়। [সুরা তাওবা-৫৬]

২ নং আলামত

মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ও অন্যের শক্তিতে চলে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَ اِذَا رَاَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ اَجۡسَامُهُمۡ ؕ وَ اِنۡ يَّقُوۡلُوۡا تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡ ؕ كَاَنَّهُمۡ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحۡسَبُوۡنَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡ ؕ هُمُ الۡعَدُوُّ فَاحۡذَرۡهُمۡ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤۡفَكُوۡنَ

অর্থ. আর আপনি যখন তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের দেহাকৃতি আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। তারা যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শ্রবণ করেন। তারা যেন প্রাচীরে ঠেকানো কাষ্ঠখন্ড। তারা যেকোন বড় আওয়াযকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হন। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে। [সুরা মুনাফিকুন- ৪]

উল্যেখিত আয়াতে সত্য সন্ধানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ রয়েছে। আর তহলো একটি গাছ যতই বড় হোক না কেন, যখন মূল থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন নিজের রস কষ সজীবতা হারিয়ে দূর্বল হয়ে যায়। তখন আপন শক্তিতে নিজের অবস্থানে দাড়াতে পারেনা অন্যের উপর ভর করা ছাড়া। এমনিভাবে মুনাফিকরাও মূল (ঈমান) থেকে পৃথক হওয়ার কারণে প্রাণহীন দেহের মত দূর্বল থাকে। নিজের ক্ষমতাবলে দাড়াতে পারেনা। যার ফলে সমাজপতি ও ক্ষমতাশীলদের কাধে ভর করে চলে। তাদের আচলতলে অর্থাৎ নিরাপত্তায় থেকে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের উত্তরসূরী ফরীদুদ্দীন মাসুদের মত মিথ্যাকে সত্যের পোষাক পড়িয়ে রঙ রস লাগিয়ে মিষ্টি মিষ্টি রসালো গলাবাজি করে। আর রেডিও টেলিভিশন ও পত্রিকার ন্যায় প্রচার মাধ্যমগুলো বড় বড় সেমিনার বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে, সম্মেলনে তাদের বক্তৃতা হাইলাইট করে বেলুনের মত ফুলাতে থাকে। যার ফলে গণমানুষের দৃষ্টিতে অনেক বড় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। অথচ মুসলিম জাতির জন্য তারাই বড় শত্রু ও প্রতারক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

অর্থ. এই উম্মতের উপর আমার সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় হয় সেই মুনাফিকের যে জিহ্বার আলেম হয়। অর্থাৎ মুখে ইলম প্রকাশ করলেও ঈমানের বিষয় থেকে দূরে থাকে। [বায়হকী-২/২৮৪]

৩ নং আলামত

কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় ও তাদের কাছে সম্মান কামনা করে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۟ۙالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۟ؕ

অর্থ. আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেইসব মুনাফিকদের, যারা মুমিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি কাফেরদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ সকল সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। [সুরা নিসা-১৩৮-১৩৯]

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۟ؕ

অর্থ. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে আপনি দেখবেন, তারা দৌড়ে কাফেরদের সাথে মিলিত হচ্ছে। তারা বলে, আমরা বিপদ আগমনের আশঙ্কা করি। হয়তো অচিরেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দিবেন। ফলে নিজেদের অন্তরে লুকানো মনোভাবের কারণে তারা লজ্জিত হবে।

[সুরা মায়েদা-৫২]

আল্লামা তবারী রহি. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটা হচ্ছে মুনাফিকদের ব্যাপারে মুমিনদেরকে এ কথা অবহিত করা যে, তারা ইহুদী খৃষ্টানদের বন্ধু বানাত এবং মুমিনদের ধোকা দিত। আর বলতো, আমরা ভয় পাচ্ছি ইহুদী খৃষ্টানদের থেকে কোন বিপদ এসে পড়ার। তারা কাফেরদের কাছে গিয়ে শক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে। যেন তাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদ না আসে। কারণ তারা যদি কাফেরদের সমর্থন সহযোগিতা না করে তাহলে তারা নারাজ হয়ে যাবে।

[তাফসীরে তবারী-১০/৪০৬]

৪ নং আলামত

জিহাদের ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾

অর্থ. এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ হবে জানতাম, তাহলে তোমাদের অনুস্বরণ করতাম। তারা সেদিন ঈমানের চেয়ে কুফরের অধিক নিকটে ছিল। তাদের অন্তরে যা নেই মুখে তাই বলে থাকে। তারা যে বিষয় গোপন করে আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। [সূরা আলে ইমরান-১৬৭]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْۤا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾

অর্থ. তাবুকের যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা রাসূলের সাথে যুদ্ধে না যাওয়াতে খুশি হয়েছিল। এবং জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করাকে অপছন্দ করেছে। তারা বলে, এই গরমে যুদ্ধে বের হয়োনা। আপনি বলুন, জাহান্নামের আগুন আরো তীব্র গরম। যদি তারা বুঝতো।
[সূরা তাওবা-৮১]

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ

অর্থ. তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যে বলে, আমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিন। যুদ্ধে নিয়ে ফিতনায় ফেলবেন না। শুনে রাখ! তারা ফিতনায় পড়েই আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদের বেষ্টনকারী।
[সূরা তাওবা-৪৯]

জাদ্দ বিন কায়েস নামক মুনাফিক জিহাদ থেকে অব্যহতি লাভের জন্য বাহানা হিসেবে ওজর পেশ করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের লোকেরা জানে যে, আমি নারী লোভী মানুষ। রোমানদের সাথে লড়তে

গেলে তাদের সুন্দরী নারীগুলো আমাকে মোহগ্রস্থ করে ফেলবে। সুতরাং আমাকে জিহাদে নিয়ে ফিতনায় ফেলবেন না। আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে জানিয়ে দিলেন, এই নির্বোধ সম্ভাব্য এক আশঙ্কার বাহানায় নিশ্চিত মন্দের মাঝে লিপ্ত হলো। তাহলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা। জিহাদে না গিয়ে এখনি সে ফিতনায় পড়ে আছে।

যুগে যুগে মুনাফিকরা এভাবেই নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে দূরে থাকতে চায়। জাদ্দ বিন কায়েসের ওজর বাহ্যিক যুক্তিসম্মত হওয়ার পরেও গ্রহণযোগ্য হয়নি। ওজর পেশ করার কারণে সেও আর মুমিন থাকতে পারেনি। অথচ আজ জিহাদের কঠোর বিরোধিতা করেও খাঁটি মুমিনের আসন দখল করে আছে কত মানুষ। ধিক্কার জাদ্দ বিন কায়েসের উত্তরসূরীদের!

৫ নং আলামত

তারা জিহাদ ও মুজাহিদদের নিয়ে উপহাস করে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝٦٦

অর্থ. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তারা বলবে, আমরা তো ক্রীড়া কৌতুক করেছি মাত্র। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছ? ওজরখাহী করোনা। তোমরা ঈমানের পরে কুফরী করেছ। [তাওবা-৬৫-৬৬]

আল্লামা তাবারী রহি. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। সাথে কিছু মুনাফিকও ছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, দেখ! এই লোক (মুহাম্মাদ) শাম দেশের মহল, বালাখানা, কেল্লা বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে। তাদের কথোপকথন ওহীর মাধ্যমে নবীকে জানানো হলো। তিনি মুনাফিকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এসব কথা বলাবলি করেছ? তারা বললো, আমরা তো এমনিতেই হাসি ঠাট্টা করেছি।

আল্লাহ তায়ালা অপর আয়াতে বলেন,

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ

عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

অর্থ. যখন মুনাফিকরা এবং অন্তর ব্যাধিসম্পন্ন লোকেরা বলতে লাগল, তাদের দ্বীন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। যারা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

[আনফাল-৪৯]

আল্লামা তাবারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মক্কার মুনাফিকরা মুশরিকদের সাথে এসেছিল। যখন তারা মুশরিকদের সৈন্য ও অস্ত্রের আধিক্য দেখে ও মুসলিমদের সৈন্য ও অস্ত্রের স্বল্পতা দেখে, তখন তিরস্কার করে বলাবলি শুরু করল, মুষ্ঠিমেয় এই দূর্বল মুসলিমরা শক্তিশালী কাফিরদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। তাদেরকে তাদের দ্বীনই এই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাড় করিয়েছে। মদিনার মুনাফিকরাও পিছন থেকে এমনই আলোচনা করছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তরে বলেন, যে লোক আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ব্যাপারে পরাক্রমশালী ও কৌশলী।

[তাফসীরে তবারী-১৩/১২]

মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু বস্তু ও বস্তু জগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর করেছে। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তাদের কোন খবরই নেই, যিনি বস্তু ও বস্তু জগতের স্রষ্টা! আজকের দিনের মুনাফিকরাও রাসূলের যুগের মুনাফিকদের মত জিহাদ ও মুজাহিদদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা, উপহাস করে বলছে, জঙ্গী ও জঙ্গীবাদ, কম্বল মুজাহিদ, কুতুবুল জিহাদ, ধর্মান্ধ, সেকেলে। দেখ! এদের না আছে সৈন্য, না আছে অস্ত্র। এরা নাকি দিল্লি, ওয়শিংটন, ইস্রাঈল দখলের স্বপ্ন দেখে।

<u>৬ নং আলামত</u>

জিহাদের আলোচনায় ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ

اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

অর্থ. অতপর যখন তাদেরকে জিহাদের বিধান দেয়া হলো, তখন তারা মানুষকে এমন ভয় করতে লাগল যেভাবে আল্লাহকে ভয় করা হয়। কিংবা এর চেয়েও বেশী ভয় পেতে লাগল। আর বলতে লাগল, হে রব! কেন আমাদের উপর জিহাদ ফরজ করলে? কেন আর কিছুকাল অবকাশ দিলেনা? [সূরা নিসা-৭৭]

আল্লামা তবারী রহি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জিহাদ ফরজ হওয়ার আগে মুসলিমদের একটি দল জিহাদ ফরজ হওয়ার আবেদন করেছিল। কিন্তু যখন ফরজ করা হল, তখন তাদের মধ্যে মুনাফিকরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেতে লাগল। কেননা যুদ্ধে গেলে যেকোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। মৃত্যু হতে পারে। অথচ দুনিয়ার আরাম আয়েশ, ভোগ বিলাস কিছুইতো হলোনা। তাই তারা জিহাদ ফরজ হওয়ায় আপত্তি করে। [তাফসীরে তবারী]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

فَاِذَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَۃٌ مُّحۡکَمَۃٌ وَّ ذُکِرَ فِیۡهَا الۡقِتَالُ ۙ رَاَیۡتَ الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ یَّنۡظُرُوۡنَ اِلَیۡکَ نَظَرَ الۡمَغۡشِیِّ عَلَیۡهِ مِنَ الۡمَوۡتِ ؕ فَاَوۡلٰی لَهُمۡ ﴿۲۰﴾

অর্থ. অতপর যখন সুস্পষ্ট মর্মে কোন সূরা নাযিল হয়, এবং তাতে জিহাদের কথা উল্যেখ করা হয়, তুমি দেখবে ব্যাধিগ্রস্থ অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। [সূরা মুহাম্মাদ-২০]

আল্লামা তবারী রহি. উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন, প্রত্যেক এমন সূরা যাতে জিহাদের আলোচনা আছে, তাই মুহকাম (সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত)। সমগ্র কুরআনে জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত সুরাগুলোই মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো, নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, কুরআনুল কারীম যেগুলোকে মুনাফিকদের নিদর্শন বলে, সেগুলো থেকে কোনোটি আমার অন্তরে সংক্রমিত হয়নি তো? ভেবে দেখুন, জিহাদের কথা শুনে আপনার অবস্থাও মুনাফিকদের মত হয় কিনা? [তাবারী-২২/১৭৫]

৭ নং আলামত

তারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় ও সৎ কর্ম হতে নিষেধ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

মুনাফিক নর-নারী সবার গতিবিধি একই রকম। তারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় ও সৎকর্ম থেকে বাঁধা দেয়। নিজেদেরকে সৎকর্ম থেকে গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরা নাফরমান। [সূরা তাওবা-৬৭]

ইমাম করতুবী রহি. বলেন, অসৎ কর্মের নির্দেশ ও সৎকর্মে বাধা প্রদান ও নিজেকে তা থেকে গুটিয়ে রাখার অর্থ হলো জিহাদ বর্জন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদে অংশগৃহণ না করা। কারণ উপরে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। [তাফসীরে কুরতুবী-৮/১৯৯]

জিহাদ এমন এক ইবাদত, যা মুনাফিকদের চরিত্রকে উন্মোচন করে দেয়। হক ও বাতিল পার্থক্য করে দেয়। এ জিহাদই প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মুমিন এবং ধোকাবাজ ও রিয়াকার মুনাফিকের মাঝে ফরক করে দেয়। জিহাদই হলো সঠিক নিরূপক যন্ত্র। জিহাদ দ্বারাই চিন্হিত হয়ে যায় কে প্রকৃত মুমিন আর কে মুনাফিক। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা সর্বদা জিহাদের সাথে তাকওয়া নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার আলোচনা করেছেন। যেমন, এক আয়াতে আছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

অর্থ. মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী হয়। অতপর এতে কোন সন্দেহ রাখেনা। তারা নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই সত্যবাদী। [সূরা হুজুরাত-১৫]

অপর এক আয়াতে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

অর্থ. হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। [সূরা তাওবা-১১৯]

আমি সূরা তাওবা, আনফাল, মুহাম্মাদ, মায়েদাসহ কুরআনের অনেক স্থান অধ্যয়ন করে দেখেছি, তাতে অনেক ক্ষেত্রে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদানের সাথে সাথে অনেক বেশী তাকওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, জিহাদ তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া চলতে পারেনা। আর মুনাফিকরা হলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, লোভী। দুনিয়ার স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে এক পা দু পা চলবে। কিন্তু যখন গুলি আসতে থকবে, বোমা বিস্ফোরিত হবে, কামানের গোলায় চারদিক কেঁপে উঠবে, সবদিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তারা বিভিন্ন ওজর পেশ করে মুজাহিদদের একা ফেলে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাবে।

৮ নং আলামত

তারা আল্লাহর পথ (জিহাদ) থেকে বাঁধা দেয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে। অতপর তারা আল্লাহর পথ হতে বাধা দেয়। তারা যা করছে তা খুবই মন্দ।

[মুনাফিকুন-২]

ইমাম কুরতুবী রহি. বলেন, মুনাফিকরা মুমিনদেরকে জিহাদের পথ থেকে দূরে রাখতে চায়। আর মুশরিকদেরকে ইসলামে প্রবেশ করা থেকে দূরে রাখে। [তাফসীরে কুরতুবী-১৮/১২৮]

অনেকে নিজেকে আলেম, মুফতি, মুর্শিদ, মুজাহিদ বলে জাহির করে মানুষকে জিহাদের ময়দান থেকে এই বলে দূরে রাখে যে, তুমি কোথায় জিহাদ করবে? এখন তো জিহাদের পরিবেশ নেই। এখন নিরব থাকাটাই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বেশী উপকারী। অথবা বলে, জিহাদ কি একা একাই করবে? কাদের সাথে মিলে জিহাদ করবে? বর্তমানে যারা জিহাদ করছে, তারা তো নিজেদের মধ্যেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তারা দাড়ি মুন্ডায়, টাখনুর নিচে কাপড় পড়ে। ইসলামের মেজায বুঝেনা। তাদের সাথে গেলে ঈমানটাই হারাবে। এভাবে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ হতে বাঁধা দিয়ে নিজেরা ঈমানহারা হচ্ছে। এটা তারা অনুধাবনও করতে পারছেনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

অর্থ. তারা পশ্চাতে থাকা লোকদের সাথে থাকতেই পছন্দ করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝেনা। [সূরা তাওবা-৮৭]

একদা হযরত আলী রাযি. এ ধরণের এক ব্যক্তিকে বললেন, হে লোক! তুমি সত্যকে অর্জন কর, তাহলে সত্যাশ্রয়ীদের চিনতে পারবে। লোক দেখে হক চিনা যায়না। বরং হক বিষয়টি জান, তাহলে হক্কানী লোক চিনতে পারবে।

মনে রাখবে, যথার্থ জিহাদের পথে বাঁধা দেয়া, আর রমাদান মাসে কাউকে রোযা রাখতে বাধা দেয়া একই কথা। এ দুয়ের মাঝে কোন তফাৎ নেই। কাউকে এই কথা বলা যে, তুমি রোযা রেখ না। কারণ, ভবিষ্যতে তা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আর এই কথা বলা যে, তুমি ছাত্র মানুষ। সুতরাং জিহাদের কোন কর্মকান্ডে যেয়োনা। তাহলে তোমার ভবিষ্যত নষ্ট হবে। গোয়েন্দা বাহিনীর নজরে পড়লে জীবনও ধ্বংস হবে। এই দুই কথার মাঝেও পার্থক্য নেই।

আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যাধিগ্রস্থ এসব লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

অর্থ. যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল আমল বরবাদ করে দিবেন। [সূরা ক্বিতাল-১]

এখানে আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করাকে কুফরীর সমপর্যয়ের কাজ হিসেবে উল্যেখ করা হয়েছে। আর জিহাদ থেকে বাঁধা দেয়াও আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়ার শামিল। এই লোকগুলো অনুধাবনও করতে পারছেনা যে, তারা আল্লাহর পথে বাঁধা দানকারী হিসেবে গণ্য হয়ে যাচ্ছে।

এর কারণ হল, নিফাকীর কারণে তাদের কলব মরে গেছে। মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। আর কলব মরে গেলে, মোহরাঙ্কিত হলে অনুভূতি, আত্মমর্যাদাবোধ কিছুই থাকেনা। আত্মমর্যাদাবোধই হলো প্রতিরোধ শক্তি। আত্মমর্যাদাবোধ না থাকলে শরীর প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারেনা। বাতিলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে পারেনা।

সুতরাং যারা আত্মমর্যাদাবোধই হারিয়ে ফেলেছে, তারা এইডস্ আক্রান্ত রোগীর মত। এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে, ফলে নানা রোগ ব্যাধি দেখা দেয়। আত্মমর্যাদাবোধহীন ব্যক্তিও প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনা। ফলে নানা রকম (নিফাক, সংশয়, সন্দেহ) রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

৯ নং আলামত

তারা জিহাদের পথে অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা করে ও অপছন্দ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾

আর বেদুঈনদের মধ্য থেকে এমন লোকও রয়েছে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে। এবং তোমাদের উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সেই অপেক্ষায় থাকে। [সূরা তাওবা-৯৮]

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾

অর্থ. অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে প্রচুর সম্পদ দান করলেন, তখন তারা তা ব্যয় করতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে। [সূরা তাওবা-৭৬]

وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ

অর্থ. তারা আল্লাহর পথে দান করে, তবে অপছন্দ করে। [তাওবা-৫৪]

১০ নং আলামত

তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿۶۱﴾

অর্থ. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আসো। তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে, তারা সম্পূর্ণরূপে তোমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। [সূরা নিসা-৬১]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম তবারী রহি. বলেন, যখন মুনাফিকদের বলা হয়, তোমরা মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা বর্জন কর। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার ব্যবস্থা, যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে খেলাফত পদ্ধতি হিসেবে, তা গ্রহণ কর। তখন তারা নিজেরাও তা বর্জন করে, এবং অন্যদেরকেও বর্জন করতে বাধ্য করে।

[তাফসীরে তবারী-৮/৫১৩]

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ঈমানদ্বারদের গুণাবলী অর্জন করে খাঁটি মুমিন হওয়ার, এবং মুনাফিকদের গুণাবলী বর্জন করে একনিষ্ঠ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।।